ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 15 June 2022 ■ আগরতলা ১৫ জুন, ২০২২ ইং ■ ৩১ জৈষ্ঠ্য ১৪২৯ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

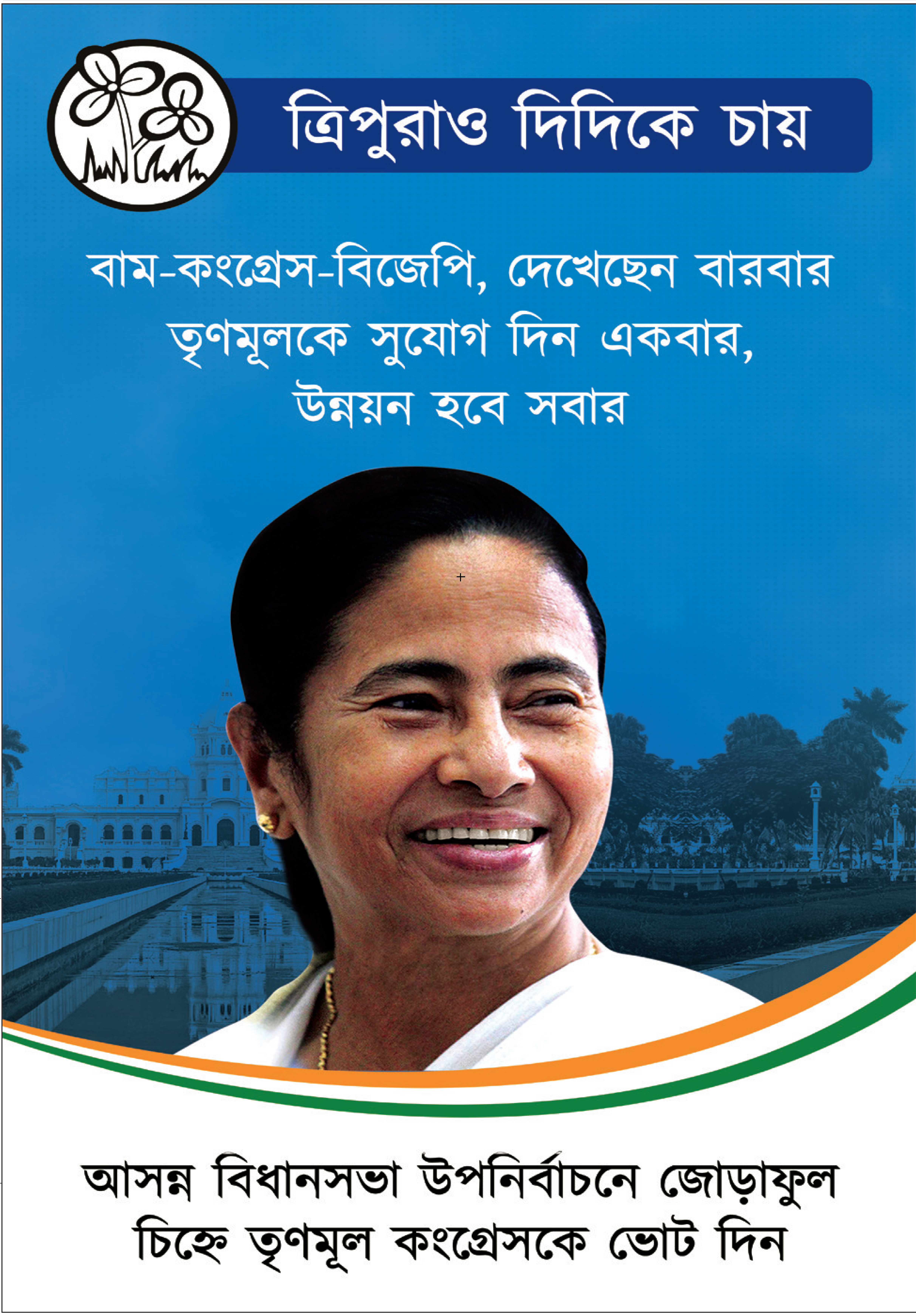

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৮ ■ সংখ্যা২৫৭ ■ ১৫ জুন ২০২২ ইং ■৩১ জ্যৈষ্ঠ ■ বুধবার ■১৪২৯ বঙ্গাব্দ

## সংবিধান সুরক্ষিত রাখিতে সুনাগরিক জরুরী

কিছু অবিচ্ছেদ্য বা হস্তান্তরের অযোগ্য অধিকার নিয়া ভারতবাসী হিসেবে আমরা দেশে বসবাস করিতেছি। এর মধ্যে রহিয়াছে শরীরের অধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, কথা বলিবার ও লেখার অধিকার, আমার পছন্দের মানুষজনের সঙ্গে মেলামেশা করিবার অধিকার এবং নিজের ও আমার পরিবারের জন্য কাজ করিবার অধিকার।রাষ্ট্র' নাগরিকদের সম্মিলিত নামের অতিরিক্ত কিছু নয়।যাহা নিজেদেরকে সংগঠিত করিয়া একটি 'রাষ্ট্র' গঠন করে। নাগরিকদের দ্বারা গৃহীত একটি সনদই রাষ্ট্রের সংবিধানে পরিণত হয়। সংবিধানে যাহা লেখা আছে তাহার বাইরে রাষ্ট্র কোনও অধিকার বা ক্ষমতা বা কর্তব্য জাহির করিতে পারে না। যে নাগরিক সংবিধান মানিয়া নেয় না সে দেশ ছাড়িয়া অন্য দেশের নাগরিক হইতে পারে, যদি সেই দেশ তাহাকে গ্রহণ করে।

সাধারণভাবে রাষ্ট্র এবং নাগরিকদের এই নিখুঁত বিচক্ষণ ব্যবস্থায় সহাবস্থান করিতে পারা উচিত। বিপত্তি রহিয়াছে বিভিন্ন ক্ষেত্রগুলিতে সংবিধানে যাহা লেখা আছে তাহার অর্থ কখনও কখনও বিতর্কের কেন্দ্র হইয়া ওঠে।অতএব প্রয়োজন হয় ব্যাখ্যার। সংবিধান ব্যাখ্যা করিবার অধিকার দৃঢ়ভাবে বিচার বিভাগের উপর ন্যস্ত হয়।কিন্তু বিষয়টিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আবার আইনসভা। বিচারকদের সবসময়ই নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তাঁহাদের নিয়োগের ক্ষমতা, সাধারণত, সরকারের হাতে থাকে।

এই ব্যবস্থায়, এমন কিছু পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যখন লিখিত শব্দ এবং তাহার অর্থের মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইতে পারে। আইনসভা এবং বিচার বিভাগ ভিন্নমত পোষণও করিতে পারে কিছু পরিস্থিতিতে। এই ধরনের মতবিরোধের সমাধানের ভিতর দিয়াই একটি দেশ অন্যদের থেকে পরিণত ও সভ্য হিসাবে আলাদাভাবে চিহ্নিত হয়। স্বাধীনতার ৭৫বছর পরও স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের অধিকার নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। ভারতীয় সংবিধানে নাগরিকদের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ অধিকার প্রদান করিয়াছে। সংবিধান প্রণেতা নানাদিক চিন্তাভবনা কোরিয়া দেশের নাগরিকদের জন্য এসব অধিকার সংবিধানে বর্ণিত করিয়াছিলেন। দেশের নাগরিকরা যাতে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে পারেন, স্বাধীনভাবে ধর্মাচরণ করিতে পারেন, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করিতে পারেন, নিজের পছন্দমত আহার এবং পোশাক-পরিচ্ছদ প্রদান করিতে পারেন সেসব বিষয়ক মৌলিক অধিকারের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে এসব অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ শুরু হইয়াছে। এর জন্য দায়ী রাষ্ট্রশক্তি। রাষ্ট্রশক্তি ভারতের সংবিধানে বর্ণিত অধিকার দেশের নাগরিকদের ভোগ করিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিতেছে না। সেই কারণেই অধিকার নিয়ে দেশে নানা প্রশ্ন উঠিতে শুরু করিয়াছে। যেখানে যেখানে অধিকার লঙ্ঘিত হইতেছে সেখানেই সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে। অশান্তির পরিবেশ কায়েম হইতেছে। ধর্ম-বর্ণ কৃষ্টি-সংস্কৃতি পোশাক-পরিচ্ছদ খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির ওপর হস্তক্ষেপ কোনভাবেই মানিয়ে নিতে রাজি নন স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকরা। এটা নিঃসন্দেহে স্বাভাবিক বিষয়। অধিকার হরণ কারীদের বিরুদ্ধে সংবিধানে বর্ণিত অধিকার অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের যথেষ্ট সংস্থান রহিয়াছে। অথচ যেখানেই সংবিধান লঙ্ঘিত হয়েছে সেখানে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না। যাহাদের ওপর আইন সঠিকভাবে প্রয়োগ করিবার অধিকার বর্ণিত রহিয়াছে তাহারাও যেন নিস্পৃহ। এই ধরনের মানসিকতা দেশের সার্বভৌমত্ব ও সৌভ্রাতৃত্বকে বিঘ্নিত করিতে শুরু করিয়াছে। এই ধরনের প্রবণতা কোনভাবেই কাম্য নয়। যারা দেশের পবিত্র সংবিধানকে শ্রদ্ধার সঙ্গে মানাতে নারাজ তাদের বিরুদ্ধে সংবিধান বিরোধী আইন প্রয়োগ করিয়া কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। কিন্তু এই ধরনের তেমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণের নজির আমাদের দেশে নাই বলিলেই চলে। দেশের সংবিধান প্রণেতা যে প্রত্যাশা নিয়ে সংবিধান রচনা করেছিলেন সেই প্রত্যাশা আজও অথৈ জলে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় সময়োপযোগী পদক্ষেপ গ্রহণ না করিলে দেশের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রশ্নচিহ্নে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

## এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, ফের করোনায় আক্রান্ত হিউ জ্যাকম্যান

ওয়াশিংটন, ১৪ জুন (হি.স.): এই নিয়ে দ্বিতীয়বার, ফের করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন অভিনেতা হিউ জ্যাকম্যান। কোভিড আক্রান্ত হওয়ায় ”দ্য মিউজিক ম্যান” পারফরম্যান্সে তাঁর অংশ নেওয়া অনিশ্চিত হয়ে গেল। ইনস্টাগ্রামে একটি ভিডিও আপলোড করে জ্যাকম্যান জানিয়েছেন, হতাশার সঙ্গে জানাচ্ছি, আমি আবারও কোভিডে আক্রান্ত হয়েছি।

একইসঙ্গে তিনি জানান, সবচেয়ে বেশি খারাপ লাগছে প্রতিভাবান ম্যাক্স ক্লেটনের পারফর্ম করতে দেখতে পাচ্ছি না! আমি এটি আগেও বলেছি, এবং বলব এটা এক মিলিয়ন গুণ বেশি ... ম্যাক্সি এবং বিশ্বের সমস্ত স্ট্যান্ডবাই, সুইং এবং আন্ডারস্টাডি, আপনি থিয়েটারের সত্যিকারের নায়ক। এর আগে ২০২১ সালের ডিসেম্বরেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছিলেন জ্যাকম্যান।

## রাহুলকে ইডি-র তলবের প্রতিবাদে ফের বিক্ষোভ কংগ্রেসের, আটক হেভিওয়েট নেতারা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর তলবের প্রতিবাদে ফের পথে নামল কংগ্রেস। মঙ্গলবার সকালে পুলিশি নির্দেশিকা অমান্য করে আকবর রোডে হাজির হন কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা। তাঁদের ঢুকতে বাধা দিলেও জোর করে ঢোকার চেষ্টা করেন তাঁরা। কংগ্রেস নেতা রণদীপ সুরজেওয়ালা, ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল, শ্রীনিবাস বি ভি-সহ বেশ কিছু কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের আটক করেছে দিল্লি পুলিশ। পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল, অধীর রঞ্জন চৌধুরী, গৌরব গগৈ, দীপেন্দর সিং হুডা, রণজিৎ রঞ্জন, ইমরান প্রতাপগর্হি প্রমুখকে। তাঁদের অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। কংগ্রেস নেতা ও ছত্তিশগড়ের মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল বলেছেন, 'আমাদের প্রতিবাদ চলবে। বিজেপি নেতা হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এবং নারায়ণ রাণের বিরুদ্ধে ইডি মামলার কী হল ?... আমাকে আটক করা হয়েছে।'

ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোমবার টানা ৯ ঘণ্টা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট জেরা করেছিল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে। মঙ্গলবার ফের ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাহুল। সোমবারের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন হয়েছিল আকবর রোডে কংগ্রেসের সদর দফতরের বাইরে। জারি করা হয়েছে ১৪৪ ধারা। তবে শুধু কংগ্রেসের সদর দফতরই নয়, ২ কিলোমিটার দূরে ইডি অফিসও কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলা হয়েছে। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রাহুল গান্ধীর বাসভবনে ঢুকতে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। তারপর তাঁরা সেখান থেকে যান দলের সদর দফতরে, এরপর রাহুল রওনা হন ইডির দফতরের উদ্দেশে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

# মেঘনাথ থেকে মেঘনাদ

অর্ঘ্য মান্না

১৯১৭ সাল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড চেমফোর্ড কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন স্থাপন করলেন। কমিশনের প্রধান হিসেবে বসানো হল এম ই স্যাডলারকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন কেমন চলছে তার রিপোর্ট তৈরি করাই স্যাডলারের দায়িত্ব। যদিও কমিশনের আসল উদ্দেশ্য অন্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দরমহলে নজর রাখা। ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের পর থেকেই কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্রিটিশ সরকারের চোখে বিপ্লবী তৈরির আখড়া। স্যাডলার একটা প্রশ্নপত্র তৈরি করে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী মিলিয়ে মোট ৬৭১ জনকে বিলি করেন। প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরের সঙ্গে আরও দাবিদাওয়া আলাদা করে লিখে জানানো যাবে। স্যাডলার জানতেন, উত্তরপত্রে কড়া নজর থাকবে ব্রিটিশ গোয়েন্দাদের।

উত্তরদাতাদের মধ্যে একজনের উত্তরপত্র ছিল বেশ দীর্ঘ। পঠনপাঠনের সমস্যা ছাড়াও তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বৈষম্যময় পরিবেশের দিকেও আঙুল তুলেছিলেন। উত্তরপত্রে লেখা ছিল, যদি বিশ্ববিদ্যালয়কে আবাসিক করে তোলার কথা ভাবা হয় এবং যথাযথ হস্টেলের ব্যবস্থা করা হয় তা হলে 'ডেমোক্র্যাটিক ক্লাস' বা গণতান্ত্রিক শ্রেণির (আমি তাদেরই গণতান্ত্রিক শ্রেণি বলে অভিহিত করছি, যাদের পিছিয়ে পড়া শ্রেণি বলা হয়) কথা ভাবতেই হবে। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যে লাগোয়া হস্টেল রয়েছে, তাতে তথাকথিত উচ্চ বর্ণের ব্রাহ্মণদের মৌরসিপাট্টা চলছে। সেই সঙ্গে যোগ দিয়েছে কায়স্থ ও বৈদ্য ছাত্রেরা। কোনও গণতান্ত্রিক শ্রেণির ছাত্রকেই ব্রাহ্মণ বা কায়স্থ ছাত্র এক ঘরে মেনে নেয় না বা একসঙ্গে খেতে বসলেও আপত্তি জানানো হয়। উত্তরদাতা বছর কুড়ির এক লেকচারার মেঘনাদ সাহা। মাত্র দু'বছর আগে স্নাতকোত্তর পাশ করেছেন এবং স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতে এসেছেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে মেঘনাদ সাহার মতোই পিছিয়ে পড়া বা 'নিচু জাত'-এর ছাত্রদের পক্ষে সওয়াল করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ শীল। কিন্তু তাঁর ও মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গির বুনিয়াদি পার্থক্য ছিল, যা বর্তমান সময়েও প্রাসঙ্গিক। ব্রজেন্দ্রনাথ তাঁর রিপোর্টে পিছিয়ে পড়া ছাত্রদের জন্য আলাদা আর্থিক তহবিল গড়ার প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। শীলের রিপোর্টে যুগ্গি, বারিক, সুবর্ণবণিক, নমঃশূদ্র, সাহাদের 'ডিপ্রেসড ক্লাস' বা কোথাও 'লোয়ার কাস্ট' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে মেঘনাদের রিপোর্টে এরা প্রত্যেকেই এক ছাতার তলায়, গণতান্ত্রিক শ্রেণি। নিজের রিপোর্টে পৃথক তহবিল গড়ে তোলাকে একদমই প্রশ্রয় দেননি মেঘনাদ। তিনি সবার সমান অধিকারের পক্ষে। মেঘনাদের দৃষ্টিভঙ্গি দেশের বর্তমান ভর্তুকিপুষ্ট শিক্ষা ব্যবস্থা ও সমাজ ব্যবস্থার সরাসরি বিপক্ষে। তিনি সেই সময়েই বুঝেছিলেন, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের বিভেদ টেনে এবং ভর্তুকি দিয়ে কোনও এক বিশেষ শ্রেণির উন্নতির সম্ভাবনাকে মেরে ফেলায় দেশের সত্যিকারের উন্নতি সম্ভব নয়।

হয়েছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টেরই সুর। তখন তিনি আর ২০ বছরের লেকচারার নন। প্রথিতযশা বিজ্ঞানী। কিন্তু ল্যাবরেটরির বাইরে এসেও তিনি শুনিয়েছিলেন তাঁর সাম্যের গান। স্বাধীনতার বছর দুই আগে সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকায় মেঘনাদ লেখেন, ''দেশভাগের ফলে ভারতে থাকা মুসলমানরা হিন্দুরাজের পদদলিত হয়ে থাকবে এবং সংখ্যালঘু শ্রেণিতে পরিণত হবে বলেই মনে হয়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশের প্রাকৃতিক সম্পদকেও একটা কড়া জাতীয়তাবাদের রেখা দিয়ে ভাগ করে দেওয়া হবে, যা সংখ্যালঘু শ্রেণির মধ্যে ডেকে আনবে সীমাহীন দারিদ্র্য।'' পরের বছর ফের একই পত্রিকায় লেখেন, ''সত্যিকারের স্বাধীনতা পেতে হলে, অশিক্ষা থেকে মুক্তি পেতে হলে, রোগ-জরা-ব্যাধি থেকে মুক্তি পেতে হলে সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে।'' 'আওয়ার ন্যাশনাল ক্রাইসিস' শিরোনামের সেই প্রবন্ধে মেঘনাদের মূল বক্তব্য ছিল, সবাইকে কর্মযজ্ঞে শামিল করতে হবে, তা না হলে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারারের ভূমিকায় অথবা পরবর্তী কালে প্রথিতযশা বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান-সংগঠকের ভূমিকায়, সবাইকে একই সম্ভাবনার সুযোগ করে দেওয়া, জাতি-ধর্ম ভুলে যোগ্যতা অনুযায়ী সবাইকে সমান কর্মযজ্ঞে শামিল করা, যা সাম্যবাদের গোড়ার কথা, তা-ই ছিল মেঘনাদ সাহার জীবনের মূল জীবনদর্শন। কিন্তু তাঁর এই জীবনদর্শনের উৎস কোথায়? উত্তর জানতে পৌঁছে যেতে হবে বিশ শতকের গোড়ার শেওড়াতলি গ্রামে, মেঘনাদ সাহার জন্মস্থলে। অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহর থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরের সেই গ্রাম ব্রিটিশ শাসনের সময় তখন সভ্যতার আলো থেকে বহু দূরে। সেখানেই ১৮৯৩ সালের ৬ অক্টোবর মেঘনাদ সাহার জন্ম। গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষ করে ১০ কিলোমিটার দূরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হন তিনি। যাওয়া-আসার দুস্তর সমস্যা। তাই বিদ্যালয়ের কাছাকাছি বসবাসকারী ডাক্তার অনন্ত দাসের বাড়িতে আশ্রয় নেন কিশোর মেঘনাদ। বাড়ির গোয়ালঘর দেখাশোনা, বাসন মাজার মতো কাজ মেঘনাদকে করতে হত। তবেই জুটত খাবার, মাথা গোঁজার ঠাঁই। যদিও কাজগুলো মনের আনন্দেই করতেন তিনি। কারণ, তার বদলে মিলত পড়াশোনার সুযোগ। কিন্তু অনন্ত দাসের বাড়িতে ছিল জাতপাত নিয়ে চূড়ান্ত বাড়াবাড়ি। মেঘনাদ 'নিচু জাত'-এর ছেলে। তাই বাড়ির অন্দরমহলে প্রবেশ নিষেধ। নির্দেশ ছিল, নিজের বাসনপত্র গ্রামের পুকুর থেকে নিজেকেই ধুয়ে মেজে আনতে হবে। বাড়ির বাসনের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেই কেলেঙ্কারি। পড়াশোনার জন্য সব মুখ বুজে মেনে নিলেও সংবেদনশীল মেঘনাদের মনে গ্রামের দিনগুলি দাগ কেটে গিয়েছিল।

নিজের কৈশোরের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতিভেদ, অসাম্য আসলে সমাজের এক গভীর অসুখ। জাতিভেদ প্রথার কদর্য দিকটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহশিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ডুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তখন সহপাঠীদের সম্ভ্রমের পাত্র মেঘনাদ।

কিন্তু এক বার সরস্বতী পুজোর দিন বদলে গিয়েছিল সব কিছু। পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ায় মেঘনাদের উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্ররা। ব্যাপারটা এ রকম যে, তুমি যতই মেধাবৃত্তি পাও, আসলে তো ছোট জাত। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো না। মেঘনাদের ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের ভাবগতিক এমনই ছিল। এই ঘটনাই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করার বারুদ ভরে দিয়েছিল মেঘনাদের বুকে, যার ছাপ পড়েছিল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মতাদর্শে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বৈদিক ধর্মের প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকা সামাজিক বিভেদের প্রতি বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ এমনই জায়গায় পৌঁছেছিল যে তিনি পিতৃদত্ত নাম পর্যন্ত বদলে নিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি, স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের কিউরেটর ডেভিড ডিভরকিনকে লেখা এক চিঠিতে মেঘনাদ সাহার বড় ছেলে অজিত সাহা জানিয়েছিলেন, যে দিন তাঁর বাবা জন্মেছিলেন, সারা দিন ধরেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের তাণ্ডব। আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ঝড়-জলের দেবতা দেবরাজ মেঘরাজ ইন্দ্র। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের নামানুসারে নবাগত শিশুর নাম রাখা হয়েছিল মেঘনাথ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বৈদিক ধর্মীয় আচরণের গোঁড়ামি মেঘনাথকে এতটাই বিরক্ত করে তুলেছিল যে, তিনি নিজের নাম পাল্টে রেখেছিলেন মেঘনাদ। যিনি ইন্দ্রজিৎ। দেবতা নন, রাক্ষসদের প্রতিনিধি। সেই থেকে গোটা বিশ্বের কাছে তিনি মেঘনাথ নন, মেঘনাদ নামে পরিচিত হন। তাঁর চোখে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ সমাজের অপমানিত অংশের প্রতিনিধি, যাঁকে অন্যায় ভাবে বধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমর্থিত এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। শুধু বিজ্ঞান বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, নিজের নাম বদলেও মেঘনাদ প্রমাণ করেছিলেন তিনি আসলে ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের পিছিয়ে পড়া বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

১৯১৫ সালে যখন স্নাতকোত্তর পাশ করেন মেঘনাদ সাহা, তখন বিশ্ব জুড়ে পদার্থবিদ্যায় নতুন নতুন আবিষ্কারের ঘটনা তাঁর মধ্যে এক উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। ছাত্রাবস্থায় সহপাঠী হিসেবে পেয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে। যোগ্য সহপাঠীর উপস্থিতিও মেঘনাদকে অনেকটাই উৎসাহ জুগিয়েছিল। পরের বছরই নব্য প্রতিষ্ঠিত রাজাবাজার বিজ্ঞান কলেজে লেকচারার পদে যোগদান। শুরু হয় পড়ানোর পাশাপাশি নিজের গবেষণা। মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণার প্রথম দিকের বিষয় ছিল তাত্ত্বিক ও ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান। একাধিক বিষয়ে গবেষণা করলেও তিনি বিখ্যাত হন তাপজনিত আয়নন বা বিষয়ক তত্ত্বের জন্যে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণা নির্ভেজাল পদার্থবিদ্যা ও শুষ্ক গাণিতিক সমীকরণের সমাহার। কিন্তু ছোটবেলা থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সামাজিক বিভাজনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ যে সাহার তাপজনিত আয়ননের গবেষণার মূলে নিহিত ছিল, তা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির (এমআইটি) বিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষক আভা শূর। ২০১১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ডিসপার্সড রেডিয়েন্স কাস্ট, জেন্ডার অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া' বইয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মেঘনাদ সাহা সূর্য বা কোনও নক্ষত্রে স্থিত পদার্থগুলির পরমাণুর আয়ননের ঘটনা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর জাতপাত বিরোধী সমাজভাবনার প্রেরণায়। নক্ষত্রের মধ্যকার পরমাণুগুলি প্রচণ্ড তাপ ও চাপে যেমনটা ব্যবহার করে, তা তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী। নিজস্ব ইচ্ছে অনুযায়ী। নক্ষত্রের প্রভাবে নয়। অধ্যাপক সাহার চিন্তাভাবনায় গোটা সমাজটাই একটা নক্ষত্র, যে সব সময়ই তার মধ্যকার পদার্থের পরমাণুগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাণুগুলি নিজের ইচ্ছে মতোই জীবন কাটাবে, যেমনটা কাটিয়েছিলেন মেঘনাদ। শেওড়াতলির অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া, আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা, আরও পরে ইংল্যান্ডের রয়াল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হওয়া তাঁর নিজের জীবনটাই যেন নক্ষত্রের প্রচণ্ড তাপ ও চাপের সম্মুখীন হওয়া এক পরমাণুর গল্প, যে কিনা চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিধিনিষেধে প্রভাবিত হয়নি। বরং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই বেছে নেওয়ার প্রত্যয় প্রভাবিত করেছে গোটা সমাজকে। তবে এই সমস্ত কিছুই খুব সহজে হয়েছিল, এমনটা নয়।

তাপ আয়নন বিষয়ক গবেষণা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আনকোরা লেকচারারকে ভবিষ্যতের বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী হওয়ার মঞ্চ তৈরি করে দিলেও পদে পদে এসেছিল বাধা, যা ক্রমশই তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল এক নতুন সত্তার দিকে রাজনীতিক মেঘনাদ সাহা। ১৯২০ সালে ইম্পিরিয়াল কলেজ অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে অধ্যাপক আলফ্রেড ফায়োলারের গবেষণাগারে কাজ করতে যান মেঘনাদ। উদ্দেশ্য, নিজের তাপ আয়নন তত্ত্বকে হাতেকলমে পরীক্ষা করে দেখা। সেখানে থাকাকালীন জ্যোতির্বিদ হিলবার্ট হল টার্নার মেঘনাদকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির প্রধান জর্জ এলারি হেলের সঙ্গে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেন। তখন একমাত্র মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির গবেষণাগারেই মেঘনাদের তত্ত্বকে পরীক্ষা করে দেখার মতো যন্ত্রপাতি ছিল। ১৯২১ সালের ৯ জুলাই, হলকে চিঠি লিখে মেঘনাদ জানান যে, তাঁর নিজের বিশ্ববিদ্যালয়ের তাপ আয়নন বিষয়ক গবেষণা প্রমাণ করে দেখার ক্ষমতা নেই। হল যদি তাঁকে সেই সুযোগ দেন, তা হলে তিনি নক্ষত্রের অন্দরমহলের পরিবেশ নিয়ে আরও কাজ করতে পারবেন। হলের কাছ থেকে কখনও উত্তর পাননি মেঘনাদ। ১৯৮৯ সালের মে মাসে ডিভরকিন সায়েন্টিফিক আমেরিকান পত্রিকায় এক প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। সেই প্রবন্ধ থেকে জানা যায় যে, সেই সময়ে হলের হয়ে উত্তর দিয়েছিলেন হেনরি নরিস রাসেল। সেই চিঠিতে মেঘনাদের তত্ত্বের উপরে ভিত্তি করে মাউন্ট উইলসন অবজারভেটরির আগামী কয়েকটি গবেষণা প্রকল্পের উল্লেখ করা হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সাহাকে সশরীরে উপস্থিত থেকে সেই কর্মকাণ্ডে শামিল হতে কেউই আমন্ত্রণ জানাননি। এর পরেও রাসেলের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সাহা। সামান্য একটি কোয়ার্টজের স্পেকট্রোগ্রাফের জন্য অর্থ সাহায্য চেয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলেন তিনি। যথারীতি সেই সাহায্যও আসেনি। পর্যায়ক্রমে ঘটতে থাকা এই ঘটনাগুলি মেঘনাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল যে, তিনি যতই প্রতিভাধর হন না কেন, আসলে এক পরাধীন দেশের বিজ্ঞানী।

কলেজে পড়ার সময়ে জাতিভেদের শিকার হওয়া, সেই স্মৃতি পিছনে ফেলে বিজ্ঞানী হিসেবে কেরিয়ার গড়ার পথেও পদে পদে পশ্চিমি বিজ্ঞানীদের নিস্পৃহ মনোভাবের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দেশের প্রকৃত অবস্থার কথা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে উপলব্ধি করা। ছোটবেলার অন্ধকার শেওড়াতলার গ্রাম্য জীবন, কলেজে পড়ার সময়ে খাস কলকাতা শহরে কুসংস্কারের ছায়া তাঁকে বুঝতে সাহায্য করেছিল যে, বিজ্ঞান গবেষণার উন্নতি ছাড়া দেশের সামগ্রিক উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। সেই সঙ্গে দেশের নিচু তলার মানুষের দুর্দশা তাঁকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল ১৯১৩ সালে প্রিয় শিক্ষক প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের প্রেরণায় গড়ে তোলা বন্যাত্রাণ প্রকল্পের দিনগুলি।

মেঘনাদ বুঝেছিলেন এই সমস্ত সমস্যা থেকে মুক্তির জন্য দেশকে আগে প্রস্তুত করতে হবে। অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকলে চলবে না। দেশে শিল্প গড়লে তবেই তা ভবিষ্যতে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। আবার বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের ফলাফলে সমৃদ্ধ হবে শিল্প। তবে এই বিশাল কর্মকাণ্ড তখনই সম্ভব হবে, যখন সম্পদের বণ্টনে সমতা আসবে। দেশের সম্পদ বণ্টনের দায়ভার বিজ্ঞানীদের কাঁধে থাকে না, থাকে দেশচালক আমলাদের হাতে। তাই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বলীয়ান দেশচালকের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন মেঘনাদ। ধীরে ধীরে সেই গুরুদায়িত্ব নিজের কাঁধে তোলার দিকে ঝুঁকছিলেন তিনি। ১৯৩৫ থেকে '৫১ এই ১৬ বছর রাজনীতিক ও বিজ্ঞান প্রশাসক মেঘনাদকে আত্মপ্রস্তুতির মঞ্চ গড়ে দেয়। সায়েন্স অ্যান্ড কালচার পত্রিকার হাত ধরে দেশের বিবিধ সমস্যার বিজ্ঞানভিত্তিক সমাধান নির্দেশ এবং ১৯৩৮ সালে তৎকালীন কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট সুভাষচন্দ্র বসুকে সঙ্গে নিয়ে কংগ্রেসের জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে যার সূত্রপাত।

এর পরে ঘটে দেশভাগের মতো ঘটনা। ভিটেহারা মানুষদের দুরবস্থা সামনে থেকে দেখেন তিনি। কলকাতায় তখন লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর ভিড়। শরণার্থীদের সাহায্যার্থে একাধিক সম্মেলন, আলোচনাচক্রে যোগ দিয়ে মানুষের দুর্দশার কথা আরও বেশি করে উপলব্ধি করেন অধ্যাপক সাহা। এই সমস্ত ঘটনাই তাঁর সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশের দরজা খুলে দেয়। ১৯৫১ সালের সাধারণ নির্বাচনে মেঘনাদ সাহা নির্দল প্রার্থী রূপে দাঁড়িয়ে বিপুল জয় পান। উল্লেখযোগ্য হল, মেঘনাদ সাহার নির্বাচনি ইস্তাহারে তাঁকে 'সাম্যবাদী' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। তাঁর প্রচারচিহ্ন ছিল সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের দুই প্রয়োজনীয় হাতিয়ার, কোদাল ও বেলচা। সেখানেও তিনি তথাকথিত নিচুতলার মানুষেরই প্রতিনিধি।

বিজ্ঞানী মেঘনাদ, প্রাবন্ধিক মেঘনাদ সম্পর্কে জানার সবচেয়ে ভাল উপায় তাঁর নিজের লেখাগুলিই। দীর্ঘদিন ধরে মেঘনাদ সাহার সুযোগ্য শিষ্য শান্তিময় চট্টোপাধ্যায় তাঁর মাস্টারমশাইয়ের লেখাগুলি সযত্ন সঙ্কলন ও সম্পাদনা করেছেন। রাজনৈতিক হিসেবে তাঁর ভূমিকা জানার ক্ষেত্রে জ্যোতির্ময় গুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে লেখা শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়েরই বই 'মেঘনাদ সাহা ইন পার্লামেন্ট' একটি আকরগ্রন্থ।

কিন্তু কেমন ছিলেন ব্যক্তি মেঘনাদ? তাঁর ছাত্র ব্রজেন্দ্রকিশোর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা থেকে জানা যায়, স্পষ্টবক্তা হিসেবে 'কুখ্যাতি' ছিল মেঘনাদের। আসলে কাজের জায়গায় কোনও রকম কুঁড়েমি তিনি পছন্দ করতেন না। ছাত্ররা তাঁকে ভয় পেত। কিন্তু কড়া শিক্ষকের ভিতরে লুকিয়ে ছিল এক ছাত্রদরদি নরম মনের মানুষ। ব্রজেন্দ্রকিশোরের স্মৃতিচারণা থেকে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন কলকাতায় জাপানি বোমাতঙ্ক ছড়িয়েছে, অধ্যাপক সাহার সাদার্ন অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে গিয়ে থাকতে শুরু করেছিলেন তিনি। সকালে চা খেয়ে পড়াশোনা, গবেষণার কাজ শুরু করায় অভ্যস্ত ছিলেন ব্রজেন্দ্রকিশোর। কিন্তু অধ্যাপক সাহার বাড়ির রান্নার লোক অনেকটাই দেরি করে আসতেন। ছাত্রের অসুবিধের কথা ভেবে নিজে হাতে চা তৈরি করে খাওয়াতেন তিনি। তবে হঠাৎ করে রেগে যাওয়াও ছিল মেঘনাদের স্বভাবের একটি অঙ্গ। আসলে, অসম্ভব প্রতিভার অধিকারী মানুষটি সারা জীবনই বঞ্চনা ও গঞ্জনার শিকার যা প্রভাব ফেলেছিল তাঁর স্বভাবেও। এমনকি নিজের বিবাহেও সহ্য করতে হয়েছিল গঞ্জনা।

মেঘনাদ সাহার বউমা বিশ্ববাণী সাহার লেখা থেকে জানা যায়, ১৯১৮ সালে রাধারাণী রায়ের সঙ্গে বিবাহ হয় মেঘনাদের। বিয়েতে তাঁর পাঞ্জাবির তলা দিয়ে ছেঁড়া গেঞ্জি দেখা যাচ্ছিল। পাত্রের দুর্দশা দেখে বিয়েতে প্রচণ্ড আপত্তি জানিয়েছিলেন রাধারাণীর ঠাকুমা। আসলে গবেষণায় মগ্ন মানুষটি তখনও জীবনে বিশেষ টাকাকড়ি করে উঠতে পারেননি। কিন্তু তা বলে বিদ্যাচর্চায় খামতি থাকেনি। গবেষণাগার থেকে ফিরেও বইয়ের জগতে ডুবে যেতেই পছন্দ করতেন। বাড়িতে ছিল নিজস্ব লাইব্রেরি। রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপিয়রের ভক্ত ছিলেন।

মেঘনাদ সাহার তৃতীয় কন্যা চিত্রা রায় জানিয়েছেন, অধ্যাপক সাহা যখন গবেষণার কাজ সেরে বাড়িতে ফিরতেন, শেক্সপিয়রের 'কমেডি অব এররস' থেকে পড়ে শোনাতে হত তাঁকে। অধ্যাপক সাহার ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে জায়গা পেয়েছিল বিশ্বসাহিত্যের বিশাল সম্ভার যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ম্যাক্সিম গোর্কি, নুট হামসুন, লিয়ো টলস্টয়ের লেখা বইপত্র। অধ্যাপক সাহার এই সাহিত্যপ্রেম দানা বেঁধেছিল ইলাহাবাদে থাকাকালীন। ইলাহাবাদে সেই সময়ে একটা বাংলা সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল, যার মধ্যমণি ছিলেন প্রবাসী পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। এ ছাড়াও ছিলেন যোগেনচন্দ্র গুপ্ত। এঁদের সান্নিধ্য অধ্যাপক সাহার কাছে ছিল বিজ্ঞান ও রাজনীতির বাইরে এক ঝলক মুক্ত বাতাসের মতো। সাহিত্য পাঠ ও চর্চা ছাড়াও দেশবিদেশের পত্রিকা সংগ্রহে তাঁর উৎসাহ ছিল। বাড়ির ছোটদের ন্যাশনাল জিয়োগ্রাফিক ম্যাগাজিন থেকে বিভিন্ন ছবি দেখাতেন, অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনি পড়ে শোনাতেন। ছোটদের জন্য কলমও ধরেছিলেন কয়েক বার, যা প্রকাশিত হয় যোগেনচন্দ্র গুপ্তের 'শিশুভারতী' পত্রিকায়। সাহিত্য ছাড়াও অধ্যাপক সাহা উৎসাহী ছিলেন ভাষাতত্ত্ব চর্চায়। বিদেশি ভাষা শেখার প্রতি তাঁর আকর্ষণের সূত্রপাত ঢাকার স্কুল থেকে। ছাত্রাবস্থায় ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশন আয়োজিত এক পরীক্ষায় তিনি সংস্কৃত, বাংলা ও ইংরেজিতে সর্বোচ্চ নম্বর পেয়েছিলেন। ইন্টারমিডিয়েটে জার্মান ভাষার সঙ্গে পরিচয়। এর পরে সারা জীবনই যখন সুযোগ পেয়েছেন বিভিন্ন ভাষা চর্চা করে গিয়েছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ্র, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বিরজা শঙ্কর গুহর সঙ্গে বিভিন্ন সংস্কৃতির ভাষা চর্চা করতেন নিয়মিত। সেই বিষয়ে একাধিক বই সংগ্রহ করাটাও তাঁর নেশা ছিল।

অধ্যাপক সাহার বইয়ের সংগ্রহ নিয়ে একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। এক বার পাড়ার ছেলেরা তাঁর বাড়িতে সরস্বতী পুজোর চাঁদা চাইতে গেলে তিনি তাদের নিজের ঘরের বিশাল বইয়ের সম্ভার দেখিয়ে বলেছিলেন, 'আমি এই ভাবেই সরস্বতীর আরাধনা করি। চাঁদা তুলে পুজোয় বিশ্বাস করি না।' আসলে প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াকালীন সরস্বতী পুজোয় ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের অপমান তিনি ভুলতে পারেননি। ধীরে ধীরে প্রশাসকের কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়া মেঘনাদ সাহার তাত্ত্বিক বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষতি করেছিল বলে বিজ্ঞান মহলের একাংশের ধারণা। যদিও দেশের মানুষের স্বার্থে মেঘনাদ বারবারই চেয়েছিলেন বিজ্ঞানীর গ্ল্যামারকে ঝেড়ে ফেলে 'আইভরি টাওয়ার' থেকে নেমে আসতে এবং বিজ্ঞানকে সর্বসাধারণের কাজে ব্যবহার করতে। তাপ আয়ননের মতো গবেষণাপত্র আর তিনি প্রকাশ করেননি। ফলে আন্তর্জাতিক মানের বিজ্ঞান গবেষণা থেকে ক্রমশ দূরে সরে গিয়েছেন।

'দেশ' পত্রিকাকে (১৯৯৩, ৯ অক্টোবর সংখ্যা) দেওয়া সাক্ষাৎকারে জ্যোতির্বিজ্ঞানের পণ্ডিত ডেভিড ডিভরকিন জানিয়েছিলেন, মেঘনাদ সাহাকে পদার্থবিদ্যায় নোবেল প্রাইজের জন্য মনোনীত করার চেষ্টা করেছিলেন ১৯২৭-এর পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী আর্থার কম্পটন। কিন্তু বিজ্ঞান গবেষণায় ভাটা পড়ার কারণেই হোক বা দেশীয় বিজ্ঞানীদের বিরোধিতায়, নোবেল প্রাইজ তিনি পাননি। তাঁর জীবনযাপনের দিকে চোখ রাখলে বোঝা যায়, নোবেল পুরস্কারের মুখাপেক্ষীও ছিলেন না তিনি। তাঁর ধ্যান-জ্ঞান ছিল বিজ্ঞানের হাত ধরে জাতিভেদ, অসাম্যকে জয় করা এবং তথাকথিত উঁচু তলার মানুষদের তৈরি করা বিভাজন রেখাকে মুছে ফেলা। আমৃত্যু সেই কাজটাই করে গিয়েছেন মেঘনাদ নিষ্ঠার সঙ্গে।

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বিজ্ঞান সংগঠক মেঘনাদকে না পেলে ভারত বিজ্ঞান গবেষণায় সাবালক হয়ে উঠত না। কংগ্রেসের চরকা কাটার নীতির বিরোধিতার কারণে দেশের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে সম্পর্ক ভাল ছিল না, যা বাধা সৃষ্টি করেছিল মেঘনাদ সাহার কর্মকাণ্ডে। স্বাধীনতার পরে, ভারত সরকারের পারমাণবিক শক্তি কমিশনেও তাঁর মতামত অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। তা সত্ত্বেও বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান সংগঠক হিসেবে নিজের কাজ করে গিয়েছেন তিনি। এশিয়া মহাদেশের প্রথম সাইক্লোট্রন যন্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করা, প্রথম ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপ তৈরিও তাঁর সাহসী পদক্ষেপের পরিচয় বহন করে। এ ছাড়াও দেশীয় উপাদানে নিজের বিটা স্পেকট্রোমিটারও তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক সাহা, যার সাহায্যে ভারতীয় খনিজ পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা জরিপ করা, এ দেশে জীববিজ্ঞানের গবেষণাকেন্দ্রিক বিজ্ঞান বা নিউক্লিয়ার সায়েন্সের প্রয়োগ তাঁর হাত ধরেই শুরু হয়।

১৯৫৬ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি আচমকাই মৃত্যু এসে থামিয়ে দিয়েছিল এই বিশাল কর্মযজ্ঞ। ছাত্র ব্রজেন্দ্রকিশোরের লেখায় আছে, 'ড় জ্ঞান ঘোষের ফোনে অধ্যাপক সাহার অসুস্থতার খবর পাই। ওয়েলিংটন নার্সিংহোমে পৌঁছে জানতে পারি সব শেষ।' বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত সাফল্যের ঊর্ধ্বে মেঘনাদ স্থান দিয়েছিলেন দেশকে, জাতিকে, দেশের অর্থনীতিকে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল, তিনি সময়ের আগে জন্মেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত হয়ে উঠতেই পারেনি তৎকালীন ভারত। তাই বিজ্ঞান বা রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী। একটা বিষয় লক্ষ করার মতো, ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন নক্ষত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মেঘনাদ সাহা আজও শুধুই অধ্যাপক সাহা। এ ক্ষেত্রেও তিনি ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের 'পিছিয়ে পড়া' বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

# জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৮ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

### মিশন মোডে দেড় বছরে সরকারী সমস্ত বিভাগে ১০ লক্ষ চাকরীর ঘোষণা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

# ভারতীয় সেনায় নতুন অগ্নিপথ, চার বছরের জন্য অগ্নিবীর নিয়োগ হবে

**।। অভিজিৎ রায়চৌধুরী।।**

**নয়াদিল্লি, ১৪ জুন।।** ”অগ্নিপথ” নিয়োগ প্রকল্পের অধীনে সশস্ত্র বাহিনীর একটি প্রফুল্লিত প্রোফাইল তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার দুপুরে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, ”অগ্নিপথ” প্রকল্প সশস্ত্র বাহিনীতে নতুন প্রযুক্তির জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের স্তর উন্নত করতে সহায়তা করবে।এই প্রকল্পটি বিভিন্ন সেক্টরে নতুন দক্ষতা-সহ কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়াবে। এদিকে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এদিন টুইটারে জানিয়েছেন আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ সরকারী চাকরীর উদ্যোগ নেয়া হবে। এই উদ্যোগ হবে মূলত মিশন মোডে। প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় বিরোধী দল কংগ্রেস তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন বাহিনীর প্রধান দিল্লিতে এদিন সংবাদ সম্মেলন করেন। সেখানে রাজনাথ সিং বলেছেন, ’নিরাপত্তা সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটি ”অগ্নিপথ”-এর রূপান্তরমূলক প্রকল্প অনুমোদনের জন্য আজ একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর অধীনে, ভারতীয় যুবকদের সশস্ত্র পরিষেবায় অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ দেওয়া হবে।’ রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, ”অগ্নিবীর”-দের ভাল বেতন প্যাকেজ দেওয়া হবে এবং ৪ বছরের সার্ভিসের পরে একটি এগজিট অবসর প্যাকেজ দেওয়া হবে।

অগ্নিপথ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল সেনাবাহিনীকে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত যোদ্ধা বাহিনী হিসেবে গড়ে তোলা, যে বাহিনী একাধিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। বললেন সেনাপ্রধান জেনারেল মনোজ পান্ডে। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন বাহিনীর প্রধানের উপস্থিতিতে ”অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প”-র সূচনা করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে সেনাপ্রধান বলেছেন, ’আইটিআই এবং অন্যান্য প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ”অগ্নিবীরদের” নিয়োগের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর প্রযুক্তিগত প্রান্তিকতা বাড়াবে অগ্নিপথ প্রকল্প।’

সেনাপ্রধান আরও বলেছেন, আমরা ৪ বছরের প্রাথমিক ইনটেক স্ক্রীনিং করার জন্য একটি ন্যায্য, স্বচ্ছ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি চালু করব এবং যারা নথিভুক্ত হবেন তাঁদের নির্বাচন করার জন্য অনুরূপ মাপকাঠি প্রয়োগ করব... ”অগ্নিবীরদের” প্রতিটি উপায়ে সেনাবাহিনীতে আত্তীকরণ ও একীভূত করা হবে। সেনাপ্রধান আরও বলেছেন, ’৪ বছরের প্রশিক্ষণের সময়, অগ্নিবীরদের সহজেই আমাদের ইউনিটে সংযুক্ত করা হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী, তাঁরা চিন ও পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েন করতে সক্ষম হবেন। স্কিমটি বাস্তবায়নের সময়, আমাদের অপারেটিং ক্ষমতার সঙ্গে কোনও আপস করা হবে না।’

উল্লেখ্য, মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন বাহিনীর প্রধানের উপস্থিতিতে ”অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প”-র সূচনা করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। নতুন ‘অগ্নিপথ’ প্রকল্পে সেনা জওয়ানদের বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে চার বছরের জন্য। সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২১ বছর বয়সি ৪৫ হাজার ভারতীয় এই প্রকল্পের অধীনে কাজের সুযোগ পাবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীতে চার বছরের মেয়াদে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ পাবেন এই সেনা জওয়ানরা। তাঁদের মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হবে।

এদিকে, আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত সমস্ত বিভাগ ও মন্ত্রকগুলির পর্যালোচনা করেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# ত্রিপুরায় বিজেপির জাহাজ ডুবতে চলেছে, নাবিক পাল্টালেও ফায়দা হবে না ঃ অভিষেক বন্দোপাধ্যায়

আগরতলায় তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়ের রোড শো। ছবি নিজস্ব।

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** ত্রিপুরায় বিজেপির জাহাজ ডুবতে চলেছে। নাবিক পাল্টালেও ফায়দা হবে না। ভুল জাহাজে ত্রিপুরা সফর করছে, নতুন মুখ এসে বিশেষ পার্থক্য গড়তে পারবেন না। তরী ডুববেই। আগামী ২৩ জুন তার খুঁটি পুজো হবে। ২০২৩ সালে বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতা দখল করবে। উপনির্বাচনের প্রচারে ত্রিপুরায় এসে শাসক দল বিজেপিকে এভাবেই চাঁচাছোলা ভাষায় নিশানা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর কটাক্ষ, ত্রিপুরায় প্রথম দিন এসেই বলেছিলাম সময় ফুরিয়ে এসেছে, নেতা পরিবর্তন হচ্ছেন। গত মাসেই তার প্রমাণ ত্রিপুরাবাসী পেয়ে গেছেন।

এদিন তিনি বলেন, এখন ত্রিপুরার দায়িত্ব ডা: মানিক সাহাকে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু, ডুবন্ত জাহাজ রক্ষা করা এত সহজ হবে বলে মনে হচ্ছে না। তিনি বিদ্রুপের সুরে বলেন, জাহাজ ডুবে যাওয়ার সময় নাবিক পরিবর্তন করে ফায়দা মিলে না। তিনি আজ ত্রিপুরার স্বাস্থ্য ব্যবস্থা নিয়ে তির্যক ভাষায় নিশানা করে বলেন, উপনির্বাচনে দুইটি আসনে বিজেপি চিকিতক প্রার্থী দিয়েছেন। অথচ, ত্রিপুরার মানুষ উন্নত চিকিতার জন্য এখন পশ্চিমবঙ্গের মুখাপেক্ষি হয়ে থাকেন। তাঁর দাবি, কঠিন রোগের চিকিতায় মানুষ কলকাতায় ছুটে যাচ্ছেন। ত্রিপুরার হাসপাতালগুলি চিকিতক শূন্যতায় ভুগছে। কারণ, গত চার বছরে নতুন চিকিতক নিয়োগ করেনি ত্রিপুরা সরকার। তাঁর কটাক্ষ, স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় বেহাল দশায় পরিণত হওয়ার জন্য নতুন এবং পুরনো মানিকের কাছে জবাব আছে বলে মনে করিনা। তিনি আবারও বিদ্রুপের সুরে বলেন, বিজেপি এক মানিককে গদিচ্যুত করে পুণরায় আরেক মানিককে এনে বসিয়েছে।

এদিন অভিষেক দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে সরকার পৌছে গেছে। কিন্তু, ত্রিপুরায় শুধু দুয়ারে গুন্ডা পৌছাচ্ছে। চিকিতক, আইনজীবি, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জীবন বিপন্ন হয়ে পড়েছে। এই সরকার শুধুই সন্ত্রাস দিতে পারবে, তাই মূল্যবান ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দিয়ে উন্নয়নের পরখ করে দেখেন। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুয়ারে সরকার মডেল ত্রিপুরায় প্রত্যেকের ঘরে পৌছাবে। তাঁর সাফ কথা, এখন লড়াই তৃণমূল এবং বিজেপির মধ্যে নয়, সাধারণ মানুষ বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করবেন। তাই, নিজের ভোট নিজেই দেবেন। নির্ভয়ে ভোট দিতে যাবেন। তৃণমূল কংগ্রেস শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে ত্রিপুরাবাসীর জন্য লড়াই করে যাবে, আশ্বাস দেন তিনি।এদিন তিনি কংগ্রেসকেও একহাত নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, পুর নির্বাচনে ২ শতাংশ ভোট পেয়ে কংগ্রেস ত্রিপুরায় বিজেপির বিকল্প হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় শুধু নয় সারা দেশ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার আগরতলায় জগন্নাথ মন্দিরে জগন্নাথের স্নানযাত্রা উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। ছবি নিজস্ব।

## নিজ ঘরেই আত্মঘাতী কলেজ ছাত্রী

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** নিজ ঘরেই এক কলেজ পড়ুয়া ছাত্রীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ঘটনা সোমবার দুপুর নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন গোলাবাড়ি এলাকায়।

জানা যায়, তেলিয়ামুড়া থানাধীন গোলাবাড়ি এলাকার তেলিয়ামুড়া কলেজের চতুর্থ সেমিস্টারের ছাত্রী পাপিয়া ঘোষ তার মার সাথে বসে অন্যান্য দিনের মত সকালে খাওয়া-দাওয়া করেন এবং পরে প্রতিদিনের মতো নিজের ঘরে চলে যাযন। ছাত্রীটির মা কাজ সেরে গিয়ে দরজা বন্ধ দেখে কড়া নাড়েন। মেয়ের কোন শব্দ না পেয়ে দরজা ভেঙ্গে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং ফাঁসিতে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে মেয়ের দেহ দেখতে পান। মেয়ের ঝুলন্ত দেহ দেখে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## সোনাইছড়িতে পথ অবরোধ কৃষকদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১৪ জুন।।** বিলোনিয়ায় দক্ষিণ সোনাইছড়ি এলাকায় কৃষকদের পথ অবরোধ।দীর্ঘ দুই ঘন্টার বেশি সময় ধরে পথ চলতে থাকলেও প্রশাসনের কাউকে দেখা যায় নি।

কৃষকদের অভিযোগ জাতীয় সড়ক নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া ঠিকাদার জল যাবার ব্যবস্থা না করে রাস্তা উচু করে কাজ করার ফলে জমিতে অধিক পরিমাণে জল জমে গেছে। তার উপরএই এলাকার বাসিন্দা গোপাল পাল রাস্তা সংলগ্ন পুকুর তৈরি করতে গিয়ে জল যাওয়ার রাস্তা বন্ধ করে দেওয়ায় কৃষকরা ক্ষতির সম্মুখীন।কৃষকদের দাবি তাদের কৃষিজমিতে জমে যাওয়া জল নিষ্কাশন করে দিলে কোন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## টিএমসিতে ইন্টার্ন চিকিৎসকদের কর্মবিরতি অব্যাহত দ্বিতীয় দিনেও

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** দ্বিতীয় দিনেও ত্রিপুরা মেডিক্যাল কলেজের ইনটার্ন চিকিৎসকেরা বিক্ষোভ কর্মসূচীতে চালিয়ে যাচ্ছেন। আজতাঁরা হোস্টেলে জলের সমস্যার বিষয়টিও তুলে ধরেছেন।

এদিন সকাল থেকে ফের তাঁরা কর্মবিরতীতে নামেন। তাঁদের বক্তব্য, দুই দিন ধরে হোস্টেলে জল নেই। ফলে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। ফি দিয়ে থাকছেন, অথচ সামান্য জলের পরিষেবাও তাঁরা পাচ্ছেন না, ক্ষোভের সুরে বলেন ইন্টার্ন চিকিতকেরা।

দ্বিতীয় দিনেও তারা নিজেদের দাবিতে অনড় ছিলেন। বিগত ৪ বছর যাবত সম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে না। তার উপর অতিরিক্ত পরিশ্রম করেও যে ভাতা পাচ্ছেন তা খুবই নগণ্য। তাঁদের ১৪ হাজার ৫০০ টাকা দেওয়া হলেও, ২ হাজার টাকা হোস্টেল ফি বাবদ কেটে রাখা হচ্ছে। ফলে, ১২ হাজার ৫০০ টাকা করে পাচ্ছেন তাঁরা।এদিনও ভাতা বৈষম্য দূর করার দাবি জানিয়েছেন ইনটার্ন চিকিৎসকেরা। কর্মবিরতীর পর হাসপাতালের সুপার তাদের ডেকে কথা বলেছেন। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করবেন বলে আশ্বাস দেন। কিন্তু ইনটার্ন চিকিৎসকেরা জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁদের দাবি পূরণ হলে তবেই কর্মবিরতী প্রত্যাহার হবে। এদিনের কর্মবিরতী থেকে ফের ইনটার্ন চিকিৎসকেরা জানান, তাঁরা কাজে যোগ দিতে রাজী। কিন্তু তাঁদের সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি করা হোক।

## শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে আস্থা ভোটে হারল বিজেপি, উপপ্রধানের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন দলীয় সদস্যই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** দীর্ঘ আট মাস পর বিজেপি দলের নির্বাচিত উপপ্রধান আস্থা ভোটে হেরে গেলেন। ঘটনা কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

তেরো আসন বিশিষ্ট শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে ২০১৯ সালে নির্বাচনে বিজেপির ছয় জন, সিপিআইএমর পাঁচ জন এবং কংগ্রেসের দুই জন পঞ্চায়েত সদস্য জয়লাভ করেছিলেন। ভোটের পর কংগ্রেস এবং সিপিআইএম দল মিলে পঞ্চায়েত গঠন করে সিপিআইএম দলের পক্ষে প্রধান হাবিব উদ্দিন এবং কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে আব্দুল সালামকে উপ প্রধান বানিয়ে পঞ্চায়েত পরিচালনা করার এক বছরের মধ্যেই ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে পঞ্চায়েত ভেঙে যায়।

গত আট মাস পূর্বে উপ প্রধানের বিরুদ্ধে সিপিআইএম দলের পাঁচ জন পঞ্চায়েত সদস্য এবং কংগ্রেস দলের দুই জন পঞ্চায়েত সদস্য মিলে মোট সাতজন পঞ্চায়েত সদস্য গৌরনগর ব্লকের বিডিও-এর নিকট লিখিতভাবে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। অবশেষে আট মাস পর মঙ্গলবার দুপুরে শ্রীনাথপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে তেরো জন পঞ্চায়েত সদস্য প্রিসাইডিং অফিসার রাজিব চৌধুরীর সামনে উপস্থিত হয়ে বিজেপি দলের উপ প্রধান সিরাজ মিঞার বিরুদ্ধে সিপিআইএম দলের পাঁচ জন পঞ্চায়েত সদস্য, কংগ্রেস দলের দুই পঞ্চায়েত সদস্য এবং বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য ইউনুস আলী মিলে মোট ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## গৃহবধূ ধর্ষিতা যুবককে গ্রেপ্তার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** কয়েক মাস ধরে এক মহিলাকে লাগাতর ধর্ষণ করে আসছে কলকলিয়ার পাঁচঘাট এলাকার এক ছাব্বিশ বছরের যুবক। পেশায় গাড়ি চালক।

চয়ন্তী মারাক (কাল্পনিক নাম) নামে বিবাহিত মহিলাকে লাগাতার ধর্ষণ করে আসছে বলে অভিযোগ মহিলা সহ তার পরিবারের। গত ৭ জুন ঘটনাটি ঘটলেও কোন মামলা করা হয়নি বিশালগড় মহিলা থানায়।

তবে সালিসি সভার মাধ্যমে মিমাংসার চেষ্টা ব্যর্থ হয়।তাছাড়া গত ১৩ জুন দুপুরে ধর্ষণের অভিযোগে কল্যান দেবনাথকে গ্রেপ্তার করে মামলা নেওয়া হয় বিশালগড় মহিলা থানায়। মামলা নম্বর হলো ০৮/২২। মামলা হয় ৪৫৭/ ৩৭৬/ ৫০৬ আইপিসি মূলে। মঙ্গলবার সকালে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## উপনির্বাচনে চারটি আসনেই বিজেপির জয়জয়কার হবে, দাবি সাংসদ বিনোদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** উপনির্বাচনে ৮-টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী ডা. মানিক সাহা প্রচারে তিল পরিমাণ জমি ছাড়তে চাইছেন না। প্রতিদিন তিনি বাড়ি বাড়ি প্রচারে গিয়ে নিজের শতভাগ আবেদন উজার করে দিচ্ছেন। মঙ্গলবার সকালেও জনসম্পর্ক কর্মসূচিতে অংশ নিয়েছেন তিনি। নবোদয় সংঘ এলাকায় এদিন জনসম্পর্ক অভিযান করেছেন মুখ্যমন্ত্রী তথা প্রার্থী ড় সাহা। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির রাজ্য প্রভারি সাংসদ বিনোদন সোনকর, মেয়র দীপক মজুমদার, বিধায়ক অরুণচন্দ্র ভৌমিক সহ অন্যরা। বিনোদ সোনকরের দাবি, ত্রিপুরা উপনির্বাচনে চারটি আসনেই বিজেপির জয়জয়কার হবে।

বাড়ি বাড়ি প্রচারের সময় মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহাকে কাছে পেয়ে মানুষ আপ্লুত। তিনি জানিয়েছেন, মানুষের বাড়িতে পা রেখে ভোট চাইবার অনুভূতিই আলাদা। অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করা যায় সরাসরি। মানুষের সুবিধা অসুবিধাগুলি চোখে পড়ে। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই সরকার কাজ করবে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## রেগার মজুরি নিয়ে সমস্যা, পঞ্চায়েত অফিসে তালা ও জাতীয় সড়ক অবরোধ শ্রমিকদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** রেগার মজুরি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে জিও ট্যাগ নিয়ে সমস্যার বিষয়ে পঞ্চায়েত অফিসে অভিযোগ জানাতে গিয়ে নিরাশ হন রেগা শ্রমিকরা। তাই, ক্ষুব্ধ পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন। তারপর তাঁরা জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। মনু থানাধীন জামিরছড়া পঞ্চায়েতে তালা এবং জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘটনায় চরম উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। প্রায় দুই ঘণ্টা পর প্রশাসনের উচ্চ আধিকারিকদের সমস্যা সমাধানের আশ্বাসের ভিত্তিতে রেগা শ্রমিকরা অবরোধ প্রত্যাহার করেন এবং পঞ্চায়েত অফিসে তালা খুলে দেন।

প্রসঙ্গত, লংতরাইভ্যালী মহকুমার মনু ব্লকের অধীন জামিরছড়া ভিলেজে দীর্ঘদিন ধরেই রেগার মজুরি নিয়ে মনু ব্লকের অন্তর্গত বিভিন্ন ভিলেজেগুলিতে রেগা শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। রেগার মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে সরকার বড় বড় বুলি আওরালেও বাস্তব চিত্র কিন্তু অন্য কথাই বলছে। তার উপর অনেক জায়গায় গ্রুপ লিডারের সংখ্যা নেহাত কম নয়। অভিযোগ সারাদিন কাজ করেও নিয়মনীতির বাহানা করে প্রকৃত শ্রমিকরা তাদের পাওনা সঠিক মজুরি পাচ্ছেন না।

রেগার কাজের সাইটে দুইবার করে জিও ট্যাগ করা হয়। ফলে সকাল ৮ টায় এবং দুপুর ২ টা নাগাদ জিও ট্যাগ করা হয়। দ্বিতীয়বার জিও ট্যাগ করার সময়ই বিপত্তি দেখা দেয়। নেটওয়ার্ক এর সমস্যা থাকায় সময়মতো ট্যাগ করা সম্ভব হয়না। ফলে রেগা শ্রমিকদের জিও ট্যাগ করার জন্য সারাদিন বসে থাকতে হয়। অনেকের বাড়িতে তাদের ছোট ছোট অভুক্ত বাচ্চাও রয়েছে। অথচ সারা দিন রেগার কাজে থেকেও মজুরি কেউ ১৫০ টাকা করে, আবার কেউ ১৮০ টাকা করে পাচ্ছেন। রেগায় বরাদ্দ পুরো মজুরি তারা কখনোই পাচ্ছেন না। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

## বিজেপি কার্যকর্তারা সামান্য নন, বেইমান নেতাদের শিক্ষা দিন, কংগ্রেসকে বিঁধে পৃষ্ঠাপ্রমুখ সম্মেলনে বার্তা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** ত্রিপুরার কার্যকর্তারা সামান্য নন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব দেশ জুড়ে জোর গলায় এই দাবি করে বেড়ান। ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের পৃষ্ঠাপ্রমুখদের সম্মেলনে এভাবেই তাঁদের মনোবল বাড়ালেন বিজেপির ত্রিপুরা প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর। তেমনি, ৬-আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে পৃষ্ঠা প্রমুখদের নিয়ে সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কার্যকর্তাদের মধ্যে যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে নিশ্চিত উপনির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি ঐতিহাসিক ফলাফল করবে। এদিন দুই বিধানসভা কেন্দ্রে পৃষ্ঠা প্রমুখদের সম্মেলনেই বিজেপি ত্যাগী বিধায়কদের কড়া ভাষায় ভর্তনা করা হয়েছে। নাম না করেই সুদীপ রায় বর্মণ ও আশীষ কুমার সাহাকে বেঈমানের সাথে তুলনা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, তাঁদের উচিত শিক্ষা দেওয়ার বার্তা দেওয়া হয়েছে।

ছয় আগরতলা বিধানসভা কেন্দ্রে হিন্দি স্কুলে পৃষ্ঠাপ্রমুখদের সম্মেলনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব দেব।

এদিন রবীন্দ্র শত বার্ষিকী ভবনে ৮-টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলনে বিজেপি ত্রিপুরা প্রভারী সাংসদ বিনোদ সোনকর বলেন, ত্রিপুরার কার্যকর্তাদের পরিশ্রম সর্বজনবীদিত। সকলেই আপনাদের শক্তি সম্পর্কে অবগত আছেন। এজন্যই ত্রিপুরার কার্যকর্তারা সামান্য নন। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব সারা দেশ জুড়ে জোর গলায় এই দাবি করে বেড়ান। তিনি সকলকে বাহবা দিয়ে বলেন, ত্রিপুরার কার্যকর্তারা সরাসরি সিপিএম থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়েছেন।

আজ বিনোদ সোনকর বিজেপিত্যাগী বিধায়কদের একহাত নিয়েছেন। তিনি নাম উল্লেখ না করেই বলেন, বর্ষায় ব্যাঙের মতো তাঁদের ছয় মাস লেগেছে রাজনৈতিক দল বাছতে। সমস্ত রাজনৈতিক দলের দরজায় কড়া নেড়ে শেষে কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন তাঁরা। তাঁর কথায়, কোন দলে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

# মাঠে নামার আগেই এশিয়ান কাপের মূল পর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল ভারত

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.) : প্যালেস্তাইনের কাছে ০-৪ ব্যবধানে হেরে ভারতকে এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যাওয়ার সুযোগ করে দিল ফিলিপিন্স , এর ফলে মঙ্গলবার হংকংয়ের বিরুদ্ধে হারলে বা ড্র করলেও সেরা পাঁচ এর মধ্যে দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসাবে এশিয়ান কাপে খেলা নিশ্চিত ভারতের। জিতলে এমনিই যোগ্যতা অর্জন নিশ্চিত। তবে ভারতের লক্ষ্য গ্রুপ শীর্ষে থেকেই এশিয়ান কাপে যাওয়া।
কয়েক ঘন্টা পরেই যুবভারতীতে হংকংয়ের বিরুদ্ধে নামবে ভারত। তার আগেই সুখবর পেলেন সুনীল ছেত্রীরা। মাঠে নামার আগেই এশিয়ান কাপের মূল পর্বের যোগ্যতা অর্জন করে ফেলল ভারত। মঙ্গলবার সকালে প্যালেস্তাইনের কাছে ০-৪ ব্যবধানে হেরে যায় ফিলিপিন্স। গ্রুপ বি-তে ফিলিপিন্স দ্বিতীয় স্থানে থাকলেও শেষ করল চার পয়েন্টে। ভারতের পয়েন্ট ছয়। হংকংয়ের বিরুদ্ধে ড্র করলে বা হারলে দ্বিতীয় স্থানে শেষ করবে ভারত। তা হলেও এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন করতে কোনও অসুবিধা নেই তাদের। কারণ ফিলিপিন্সের থেকে তাদের পয়েন্ট বেশি।
এশিয়ান কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে ছ'টি গ্রুপ রয়েছে। প্রতিটি গ্রুপের প্রথম স্থানে থাকা দলের এশিয়ান কাপের মূল পর্বে যাওয়া নিশ্চিত। এ ছাড়া ছ'টি গ্রুপের দ্বিতীয় স্থানে থাকা সেরা পাঁচটি দল এশিয়ান কাপে খেলতে পারবে। ফিলিপিন্সের থেকে কম পয়েন্টে ভারত কোনও ভাবেই শেষ করবে না। ফলে মঙ্গলবার হারলে বা ড্র করলেও সেরা পাঁচ দ্বিতীয় স্থানাধিকারী দল হিসাবে এশিয়ান কাপে খেলা নিশ্চিত ভারতের।
যদিও ম্যাচের আগে সুনীল ছেত্রী জানিয়েছিলেন, গ্রুপ শীর্ষে থেকেই এশিয়ান কাপে যেতে চান তারা। বলেছিলেন, ''আগের দুটো ম্যাচে আমরা ভালই খেলেছি। তবে এখনও কিছু অর্জন করে ফেলিনি। সব পাশে সরিয়ে রেখে আপাতত হংকং ম্যাচে ফোকাস করতে হবে। মাথা উঁচু করে প্রতিযোগিতা শেষ করতে হবে।'' সুনীল আরও বলেছেন, ''এশিয়ান কাপে খেলার অনুভূতি অন্য রকম। এই মহাদেশের সেরা দেশগুলির সঙ্গে খেলার সুযোগ পাব আমরা। গত বার সেই অনুভূতিটা উপলব্ধি করেছি। আরও এক বার সেই অনুভূতি পেতে চাই।

# তপন দত্ত হত্যায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে মামলা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.) : বালির তপন দত্ত খুনে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চে মামলা হল। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চে মামলা দায়ের করলেন মূল অভিযুক্ত ষষ্ঠী গায়েন। তাঁর নাম চার্জশিটেও রয়েছে।
সপ্তাহ খানেক আগে তপন দত্ত খুনের মামলায় সিবিআই তদন্ত নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। ২০১১ সালে ৬ মে খুন হন তপন দত্ত। সেই সময় তপন দত্ত এলাকায় তৃণমূলের স্থানীয় নেতা ছিলেন। বালির নিশ্চিন্দা এলাকায় একটি বিশাল জলাভূমি ছিল। সেই জলাভূমির প্রতি নজর ছিল স্থানীয় প্রোমোটারি চক্রের। তৃণমূল তখন সবেমাত্র ক্ষমতায় এসেছে। এলাকায় দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দলের কর্মীরা। এই অবস্থায় ওই জলা ভরাট নিয়ে দলের ভিতরে আপত্তি তুলে কাজে বাধা দেন তপন। আর এতেই জেলার এক দাপুটে নেতা তথা বিধায়ক-মন্ত্রীর বিরাগভাজন হন তিনি। খুনের দিন রাতে বাড়ি ফিরছিলেন তপন দত্ত। সেখানে রেলগেটের কাছে তাঁকে গুলি করে খুন করা হয়।
প্রসঙ্গত, নিম্ন আদালত ৫ অভিযুক্তকে বেকসুর খালাসের নির্দেশ দেয়। কিন্তু ২০১৭ সালে কলকাতা হাই কোর্ট নিম্ন আদালতের সেই নির্দেশ খারিজ করে দেয়। অভিযুক্তরা পালটা সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়। শীর্ষ আদালতও হাই কোর্টের নির্দেশ বহাল রাখে এবং হাই কোর্টকে দ্রুত মামলাটি নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেয়। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ আদালতের সিঙ্গল বেঞ্চকে একমাসের মধ্যে এই মামলার নিষ্পত্তির নির্দেশ দিয়েছিল।
এই ঘটনার প্রকৃত তদন্ত ও সিবিআইয়ের দাবিতে দীর্ঘ ১১ বছর লড়াই চালিয়ে এসেছেন তাঁর স্ত্রী প্রতিমা দত্ত। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেওয়ায় তিনি জানিয়েছিলেন, এবার আশা করি দোষীরা শাস্তি পাবে। তপন দত্ত খুনের পর রাজ্যজুড়ে হইচই পড়ায় সিআইডি তদন্তভার নেয়। প্রথম দফায় অভিযুক্তদের নামে যে চার্জশিট দেওয়া হয়, তাতে হাওড়ার এক মন্ত্রীর নাম ছিল। তার পরেই একটি সহায়ক চার্জশিট জমা পড়ে আদালতে।

# সিবিআই তদন্তে প্রকাশ্যেই হতাশা প্রকাশ বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.) : "কত সিবিআই হবে? এক ডজন, দু ডজন? আমি নভেম্বর মাসে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছি। আজ পর্যন্ত তার কোনও ফল আসেনি। আমি কোনও আলো দেখতে পারছি না।''সিবিআইয়ের উপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। সিবিআই তদন্তে যে শেষ পর্যন্ত কাজের কাজ কিছু হবে না, সেই উপলব্ধিও মঙ্গলবার বেরিয়ে এল বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের কথাবার্তায়। এদিন এজলাসে প্রবীণ আইনজীবী তথা তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথোপকথনে সিবিআই সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির কথা জানিয়ে দিলেন বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় ।এজলাসে এদিন বিচারপতি বলেন, আজ সকাল থেকে আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিতে দিতে আমি ক্লান্ত। জানি, সিবিআই করে কিছুই হবে না। সেই নোবেল প্রাইজের হালই হবে। তাঁর মতে, সিবিআইয়ের থেকে রাজ্য পুলিসের সিটই ভালো। এখানে অনেক ভালো অফিসার আছেন।স্কুল সার্ভিস কমিশনের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় একের পর এক সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তা নিয়ে আদালতের অন্দরে যেমন বিতর্ক হয়েছে, তেমনি শাসকদলও সমালোচনায় মুখর হয়েছে। একাধিক মামলার ক্ষেত্রে বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায়ের সিবিআই তদন্তের নির্দেশের উপর ডিভিশন বেঞ্চের উপর স্থগিতাদেশও দিয়েছে। তা নিয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি প্রকাশ শ্রীবাস্তব এবং সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি এন ভি রমনাকে চিঠিও দিয়েছেন। সেই বিচারপতি গঙ্গোপাধ্যায় সিবিআই সম্পর্কে হতাশা প্রকাশকে আইনজীবী মহল বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। বিরোধী নেতারা আবার এর পিছনে 'অন্য রাজনীতিরও' গন্ধ পাচ্ছেন।

# পানাগড় গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু ব্যক্তির

দুর্গাপুর, ১৪ জুন (হি. স.) : পশ্চিম বর্ধমানের পানাগড় বাজারে প্রচণ্ড গরমে অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মঙ্গলবার সকালের ঘটনা। মৃত ব্যক্তির নাম এখনও জানা যায়নি। তিনি আসানসোলের বাসিন্দা বলে খবর ।জানা গেছে, এদিন সকালে ওই ব্যক্তি আসানসোল থেকে মঙ্গলবার সকালে পানাগড় বাজারে আসেন। বাজারে হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়েন তিনি। জ্ঞান হারিয়ে মাঠিতে পড়ে যান তিনি। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই ব্যক্তিকে উদ্ধার করে পুলিশে খবর দেন। পুলিশ তাঁকে পানাগড় ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে। মৃত ব্যক্তির পরিচয় জানার চেষ্টা চালাচ্ছে কাঁকসা থানার পুলিশ। পানাগড়ের বিএমওএইচ বিপ্লব মণ্ডল, মৃত অবস্থাতেই ওই ব্যক্তিকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়েছিল। দেহ ময়নাতদন্তে পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

# অগ্নিপথ প্রকল্প নতুন যুগের নয়া চিন্তাভাবনা : নৌবাহিনী প্রধান

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): অগ্নিপথ প্রকল্পকে নতুন যুগের নতুন চিন্তাভাবনা আখ্যা দিয়েছেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার। মঙ্গলবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং তিন বাহিনীর প্রধানের উপস্থিতিতে ''অগ্নিপথ নিয়োগ প্রকল্প''-র সূচনা করেছে প্রতিরক্ষা মন্ত্রক। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে নৌবাহিনীর প্রধান বলেছেন, 'অগ্নিপথ প্রকল্প নতুন যুগের নয়া চিন্তাভাবনা। এমন একটি ধারণা যা স্বদেশীয় এবং ভারতের জন্যই তৈরি। একটি ধারণা যা সশস্ত্র বাহিনীর মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।'ভারতীয় নৌবাহিনীর অগ্নিবীর প্রকল্পে মহিলাদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার। তাঁর কথায়, আমি বিশ্বাস করি অগ্নিপথ একটি দূরদর্শী পদক্ষেপ যা নৌবাহিনীতে বহুমাত্রিক রূপান্তর আনবে। যতদূর নৌবাহিনীর বিষয়, অগ্নিবীররা তারুণ্যের অবারিত প্রাণশক্তি, উদ্যম এবং নবযুগের ক্ষমতার একটি স্থির এবং অবিচ্ছিন্ন আধান প্রদান করবে।
নৌবাহিনীর প্রধান আরও বলেছেন, 'এই মুহূর্তে নৌবাহিনীতে মহিলা অফিসার রয়েছেন। অগ্নিবীর প্রকল্পের সঙ্গে মহিলা নাবিকদেরও অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এটা একটা বড় পদক্ষেপ। সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে এবং আমরা কোনও অসুবিধার সম্মুখীন হব না। ইতিমধ্যেই অন-বোর্ডে মহিলা অফিসার মোতায়েন রয়েছে।' তিনি আরও বলেছেন, 'অগ্নিপথ প্রকল্প এমন একটি ধারণা যা যুব আকাঙ্ক্ষা এবং সশস্ত্র বাহিনীর ভবিষ্যতের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে ভারসাম্য আনবে। এমন একটি ধারণা যা সশস্ত্র বাহিনীর প্রোফাইলকে আরও তারুণ্য করে তুলবে, কার্গিল কমিটির রিপোর্ট অনুসারে।'
প্রসঙ্গত, দু' সপ্তাহ আগেই এই প্রকল্পের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়েছিলেন তিন বাহিনীর প্রধান। মঙ্গলবার এই প্রকল্পের নাম প্রকাশ্যে এল। নতুন 'অগ্নিপথ' প্রকল্পে সেনা জওয়ানদের বাহিনীতে নিয়োগ করা হবে চার বছরের জন্য। সাড়ে ১৭ বছর থেকে ২১ বছর বয়সি ৪৫ হাজার ভারতীয় এই প্রকল্পের অধীনে কাজের সুযোগ পাবেন ভারতীয় সেনাবাহিনীতে। সেনাবাহিনীতে চার বছরের মেয়াদে ৬ মাসের প্রশিক্ষণ পাবেন এই সেনা জওয়ানরা। তাঁদের মাসে ৩০ থেকে ৪০ হাজার টাকা বেতন এবং অন্যান্য ভাতা দেওয়া হবে।

# দমকলে শীঘ্রই ১৫০০ কর্মী নিয়োগ

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): দমকল বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করতে খুব শীঘ্রই দেড় হাজার কর্মী নিয়োগ করা হবে। মঙ্গলবার বিধানসভার প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভাগীয় মন্ত্রী সুজিত বসু একথা জানিয়েছেন। দমকল বাহিনীতে কর্মীর অভাবের কথা স্বীকার করে নিয়ে তিনি বলেন, এই ঘাটতি মেটাতে কর্মী নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। কিন্তু আদালতে মামলা হওয়ায় সেই প্রক্রিয়া আটকে যায়। সম্প্রতি সরকার ওই মামলায় জয়লাভ করেছে। তাই শীঘ্রই ফের নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু করা হবে। বাহিনীতে প্রশিক্ষিত কর্মীর ঘাটতি অনেকটাই মিটবে।অর্থাৎ দমকলে শীঘ্রই ১৫০০ কর্মী নিয়োগ হতে চলেছে। মঙ্গলবার বিধানসভায় দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, এটা সত্য যে আমাদের লোক কম। সেজন্য সরকার নতুন কর্মী নিয়োগ করবে। ইতিমধ্যেই ১৫০০ লোক নেওয়ার পরীক্ষা হয়েছিল। কিন্তু, এব্যাপারে আদালতে মামলা হয়। সেই মামলায় সরকার জিতেছে। সেজন্য খুব শীঘ্রই নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে। এরফলে দমকল বাহিনী আরও নতুন প্রশিক্ষিত কর্মী পাবে।

# মুর্শিদাবাদে আত্মহত্যার চেষ্টা গৃহবধূর প্রতিবেশীরা ভর্তি করলেন হাসপাতালে

মুর্শিদাবাদ, ১৪ জুন (হি.স.): মুর্শিদাবাদের কান্দিতে শ্বশুর বাড়ির একতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক গৃহবধূ। সোমবার রাত দশটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে কান্দি মহকুমার অন্তর্গত ভরতপুরের মিদ্যা পাড়ায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ। তাঁর নাম রুনা খাতুন (২৫)।
প্রতিবেশীরা আহত ওই বধূকে ভরতপুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসেন। পরে তাঁকে কান্দি মহকুমা হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, সোমবার রাতে শ্বশুর বাড়ির একতলার ছাদ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন ওই গৃহবধূ। কিন্তু, কেন নিজেকে তিনি শেষ করে দেওয়ার চেষ্টা করলেন তা জানার চেষ্টা চলছে। ওই বধূর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে পুলিশ।

# জলপ্লাবন ধসের কবলে গুয়াহাটি

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : জলমগ্ন ও ধস কবলিত গুয়াহাটিবাসীকে নেহাৎ জরুরি কাজ ছাড়া বাড়িঘর থেকে বের হতে নিষেধ করে সতর্কবার্তা জারি করেছে কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন। পাশাপাশি আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলায় জেলা প্রশাসন হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে।
অবিরাম মুষলধারায় বৃষ্টিপাত এবং ধসের প্রতি লক্ষ্য রেখে নাগরিকদের সুরক্ষিত রাখতে এই ব্যবস্থা নিয়েছে কামরূপ মেট্রো জেলা প্রশাসন। হেল্পলাইন নম্বর ১০৭৭, ৮৬৩৮১১২২৯৭ চালু করে জেলা প্রশাসনের তরফ থেকে বলা হয়েছে, যে সকল নাগরিকের বাড়ঘরে কৃত্রিম বন্যার জল ঢুকতে পারে বা ভূমিধসের কবলে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁদের সুরক্ষিত স্থানে স্থানান্তর করার দরকার পড়লে মেট্রো জেলা প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আহ্বান জানানো হয়েছে।
এদিকে কামরূপ মহানগর জেলাশাসকের জারিকৃত এক জরুরি বার্তায় বলা হয়েছে যে কোনও আপৎকালীন পরিস্থিতিতে গুয়াহাটি রাজস্ব সার্কল অফিসার (৯৫০৮২ ০৯৬৮৬), জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (গুয়াহাটি) ফিল্ড অফিসার (৯৭০৭৭ ২৭৪২২) অথবা দিশপুর রজস্ব সার্কল অফিসার (৮৩৭৬০ ২৯৯৮৪) এবং জেলা দুর্যোগ মোকাবিলা কর্তৃপক্ষের (দিশপুর) ফিল্ড অফিসার (৮৮৭৬০ ৮৬৪৮৮) অথবা প্রশাসনের টোলফ্রি নম্বর ১০৭৭, ৯৩৬৫৪২৯৩১৪-এ যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।

# ঝড়বৃষ্টিতে রেললাইনে ভেঙে পড়ল গাছ

ধূপগুড়ি, ১৪ জুন (হি.স.): ঝড়-বৃষ্টিতে রেললাইনের ওপর গাছ ভেঙে পড়ায় জলপাইগুড়ি জেলার ধূপগুড়িতে দীর্ঘক্ষণ আটকে পড়ল আপ ব্রহ্মপুত্র মেল। মঙ্গলবার সকাল ৭.৫২ মিনিট নাগাদ ধূপগুড়ি শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের বিডিও অফিসপাড়া এলাকায় একটি বিশালাকার আমগাছ উপড়ে কিছু অংশ রেললাইনে পড়ে যায়। এর ফলে ঘণ্টাখানেক আটকে থাকে আপ ব্রহ্মপুত্র মেল। প্রায় এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ডিব্রুগড়ের উদ্দেশে রওনা হয় আপ ব্রহ্মপুত্র মেল। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সোমবার সারারাত প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে গাছের গোড়ার মাটি আলগা হয়ে এদিন সকালে গাছটি উপড়ে পড়ে। ধূপগুড়ির বিডিও অফিস ক্যাম্পাস ঘেঁষা বিশাল গাছটি উপড়ে পড়ে যায় পাশের রেললাইনে।এরপর বিষয়টি নজরে আসতেই সংলগ্ন বটতলা লেভেল ক্রসিংয়ের কর্মীদের খবর দেন। এদিকে, খবর পৌঁছোনোর আগেই ধূপগুড়ি স্টেশন থেকে সেখানে চলে আসে আপ ব্রহ্মপুত্র মেল। লাইল আটকে থাকায় সেখানেই দাঁড়িয়ে পড়ে ট্রেনটি। স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় রেলকর্মীরা গাছ কেটে লাইন পরিস্কার করেন। শেষে স্বাভাবিক হয় ট্রেন চলাচল। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

# গঙ্গারামপুরে পুলিশের জালে এক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারী

দক্ষিণ দিনাজপুর, ১৪ জুন (হি.স.): দক্ষিণ দিনাজপুরে ক্রেতা সেজে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ উদ্ধার করল পুলিশ। সোমবার রাতে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুরে এক আগ্নেয়াস্ত্র কারবারীকে পাকড়াও করে পুলিশ, তার কাছ থেকেই উদ্ধার হয়েছে পিস্তল ও গুলি। জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ ক্রেতা সেজে তার সঙ্গে ডিল ফাইনাল করে ।ছদ্মবেশে পুলিশ পৌঁছয় ওই ব্যবসায়ীর কাছে। এরপর আগ্নেয়াস্ত্র-সহ ওই ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করে। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি সেভেন এমএম পিস্তল ও দুই রাউন্ড গুলি। ধৃতের নাম প্রসেনজিৎ ঘোষ (৪০)।

# রুজিরাকে জিজ্ঞাসাবাদ, অভিষেকের বাড়িতে সিবিআই গোয়েন্দারা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): কয়লাপাচার মামলায় তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে 'শান্তিনিকেতন'-এ পৌঁছল সিবিআই। তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের কলকাতার বাড়িতে (শান্তিনিকেতন) ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। দলে রয়েছেন মহিলা গোয়েন্দারাও।
কয়লা পাচারকাণ্ডে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চেয়ে গত সপ্তাহে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নোটিস দেওয়া হয়। রুজিরার তরফে মঙ্গলবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার অনুমতি মেলে। সিবিআই সূত্রে খবর, অভিষেক-পত্নীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তৈরি হয়েছে ৮ জনের দল। সেই দলে থাকবেন সিবিআইয়ের মহিলা অফিসাররাও। গত বছরের মার্চ মাসে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হরিশ মুখার্জি রোডের বাড়িতে এসে রুজিরা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করেছিল সিবিআই। সূত্রের খবর, কয়লা পাচারকাণ্ডের তদন্তে বেশ কিছু নতুন তথ্য কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে এসেছে।

# জামিন পেলেন মাদক কাণ্ডে ধৃত সিদ্ধান্ত কাপুর

মুম্বই, ১৪ জুন (হি.স.): মাদক কাণ্ডে সাময়িক স্বস্তি বলিউড তারকা শক্তি কাপুর ও শ্রদ্ধা কাপুরের পরিবারে। রবিবার রাতে মাদক কাণ্ডে গ্রেফতার হয়েছিলেন শক্তি কাপুরের ছেলে সিদ্ধান্ত কাপুর। এরপর সোমবার গভীর রাতে জামিনে মুক্ত হয়েছেন শ্রদ্ধা কাপুরের ভাই ।বেঙ্গালুরুর এম জি রোডের একটি হোটেলে রেভ পার্টি হতে চলেছে এবং তাতে নিষিদ্ধ মাদক থাকবে, এমনই খবর ছিল পুলিশের কাছে। সেই খবর পেয়েই রবিবার রাতে হোটেলে হানা দেয় পুলিশ। প্রায় ৩৫ জনকে আটক করা হয়। এঁদের মধ্যেই ছিলেন সিদ্ধান্ত। প্রত্যেকের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সিদ্ধান্ত-সহ মোট ছ'জনের শরীরে মাদকের অস্তিত্ব পাওয়া যায়।
শক্তি কাপুর জানিয়ে ছিলেন, ঘুম থেকে উঠেই এই খবর পান তিনি। ক্রমাগত তাঁর ফোন বেজে চলেছে। কী হচ্ছে, কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না বর্ষীয়ান অভিনেতা। গ্রেফতার নয়, সিদ্ধান্তকে আটক করা হয়েছে সে কথাও স্পষ্ট করে দেন অভিনেতা। তাঁর ধারণা, সিদ্ধান্ত এমন কাজ করতেই পারে না। ছেলের কাছে যে মাদক থাকতে পারে, সেকথাও বিশ্বাস করতে নারাজ শক্তি কাপুর।

# ধস অব্যাহত শেয়ার বাজারে, পতন দিয়ে শুরু বেচা-কেনা

মুম্বই, ১৪ জুন (হি. স.) : ধস অব্যাহত শেয়ার বাজারে। মঙ্গলবারেও সূচকের পতন দিয়ে শুরু হল কেনা-বেচা। এদিন বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ৩৭৪.৭২ পয়েন্ট পড়ে থামে ৫২, ৪৭১.৯৮ পয়েন্টে। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের ৩০টি শেয়ারের দাম এদিন অনেকটাই পড়ে যায়। সূচক পড়ে নিফটিরও। নিফটির সূচক ১০০.১৫ পয়েন্ট কমে দাঁড়ায় ১৫,৬৭৪.২৫ পয়েন্টে।এদিন যে ৩০টি শেয়ারের দাম পড়ে তার মধ্যে রয়েছে এশিয়ান পেন্টস, টেক মাহিন্দ্রা, ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক, এইচডিএফসি, টাইটান, এইচডিএফসি ব্যাঙ্ক। লাভের মুখ দেখেছে ভারতী এয়ারটেল, পাওয়ার গ্রিড, এনটিপিসি, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, বাজাজ ফাইনান্সিয়াল সার্ভিস। সূচক পতনের সাক্ষী শুধুমাত্র দালাল স্ট্রিট নয়, সিওল, টোকিও হংকং সাংহাইয়ের শেয়ারবাজারেও চলছে দোলাচল।

# বুধে ভারতে আসছেন স্পেনের বিদেশমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): বুধবার, ১৪ জুন ভারত সফরে আসছেন স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বুয়েনো। এই সফরে ভারত ও স্পেনের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও মজবুত করার ওপরই তিনি জোর দেবেন বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞ মহল। পাশাপাশি বাণিজ্য, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং বিজ্ঞান ও উদ্ভাবন-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতাকে আরও সুদৃঢ় করার ওপর জোর দেবেন তিনি।ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক, আঞ্চলিক এবং পারস্পরিক স্বার্থের আন্তর্জাতিক বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করার কথা রয়েছে স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বুয়েনোর। ইউক্রেনের সঙ্কট নিয়েও তাঁদের মধ্যে হতে পারে আলোচনা। মঙ্গলবার ভারতের বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, ১৫ জুন ভারত সফরে আসছেন স্পেনের বিদেশমন্ত্রী জোসে ম্যানুয়েল আলবারেস বুয়েনো।

# দ্বিতীয় দিনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার দফতরে হাজিরা রাহুলের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ইডি-র তলবে ফের সাড়া দিয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। সোমবারের পর মঙ্গলবারও ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় মধ্য দিল্লির এপিজে আব্দুল কালাম রোডে অবস্থিত ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী। নিজের জেড ক্যাটাগরির সুরক্ষা নিয়ে ইডি-র দফতরে পৌঁছন রাহুল গান্ধী। যদিও, ইডি-র দফতরে বাইরে এদিন সকাল থেকেই আঁটোসাঁটো ছিল নিরাপত্তা। জারি ছিল ১৪৪ ধারা।নিজের বোন ও কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদিকা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভডরা এদিন রাহুলের সঙ্গে ছিলেন। ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় সোমবার টানা ৯-১০ ঘণ্টা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) জেরা করেছিল কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীকে। মঙ্গলবার আবার তাঁকে তলব করেছিল কেন্দ্রীয় এজেন্সি। সেই মতো এদিনও ইডি-র দফতরে হাজিরা দিয়েছেন তিনি। সকাল সাড়ে ন'টা নাগাদ রাহুল গান্ধীর বাসভবনে ঢুকতে দেখা যায় প্রিয়াঙ্কা গান্ধীকে। তারপর তাঁরা সেখান থেকে যান দলের সদর দফতরে, এরপর রাহুল রওনা হন ইডির দফতরের উদ্দেশে।

# চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): নতুন চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ (সিডিএস) নিয়োগ নিয়ে অবশেষে মুখ খুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। মঙ্গলবার দিল্লিতে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং জানিয়েছেন, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে। তিন বাহিনীর প্রধানের উপস্থিতিতে এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে রাজনাথ সিং বলেছেন, সিডিএস নিয়োগ প্রক্রিয়া খুব শীঘ্রই শুরু হবে। যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে।২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসে হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ভারতের প্রথম চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত। বিপিন রাওয়াতের মৃত্যুর প্রায় ৬ মাস পর এ বিষয়ে মুখ খুললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। দেশের পরবর্তী চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ কে হবেন, তা নিয়ে যাবতীয় প্রক্রিয়া চলছে বলে এদিন জানিয়েছেন রাজনাথ সিং।

# রোদ্দূরের বিরুদ্ধে জোড়া মামলার শুনানি ব্যাঙ্কশাল কোর্টে

কলকাতা, ১৪ মে (হি. স.) : একটি মামলার শুনানি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার ব্যাঙ্কশাল কোর্টে দেখা গেল ইউটিউবার রোদ্দূর রায়ের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলার শুনানি শুরু হয়েছে। দ্বিতীয় মামলতেও রোদ্দূরের বিরুদ্ধে ইউটিউব ভিডিয়োয় অশ্লীলতা প্রচার করারই অভিযোগ রয়েছে।
মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে করা রোদ্দূরের কু-মন্তব্য সংক্রান্ত মামলাটির শুনানি হওয়ার কথা ছিল। এই মামলাটি দায়ের হয়েছিল হেয়ার স্ট্রিট থানায়। যার ভিত্তিতে রোদ্দূরকে গোয়া থেকে গ্রেফতার করে আনা হয়েছিল কলকাতায়। পরে চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের (সিএমএম) আদালত রোদ্দূরকে পুলিশের হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয়।মঙ্গলবার এই মামলাটির শুনানিতে সিএমএমের এজলাসে আনা হয় রোদ্দূরকে তবে তার আগে রোদ্দূরের বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা ওঠে অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট ১ সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের এজলাসে। সেখানে তাঁর বিরুদ্ধে বটতলা থানায় দায়ের হওয়া একটি মামলার শুনানি হয়। যদিও এই মামলাটি রোদ্দূরের বিরুদ্ধে দায়ের হয়েছিল দু'বছর আগে। মঙ্গলবার মামলাটির শুনানির দিন ধার্য করে আদালত।বটতলা থানার অভিযোগের মামলায় একটি পেনড্রাইভে রোদ্দূর ভিডিয়ো জমা দেওয়া হয় বিচারকের কাছে। ওই মামলায় পরবর্তী নির্দেশ কিছু ক্ষণ পরে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। পরে মমতাকে কু-মন্তব্য মামলাটির শুনানি শুরু হলেও রোদ্দূরের পুলিশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো নিয়ে কোনও নির্দেশ দেয়নি আদালত।

# স্কুলে ছুটির নির্দেশ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী কর্তৃক পুনরায় স্কুলে ১১ দিনের ছুটি ঘোষণার তীব্র নিন্দা করল অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন। ছুটির নির্দেশ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি করল তারা।মঙ্গলবার সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কল্পনা দত্ত প্রতিক্রিয়ায় বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীর স্কুলের ছুটি আরও ১১ দিন বৃদ্ধির ঘোষণায় আমরা অভিভাবকরা বিশেষ করে মায়েরা ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন। দীর্ঘ অতিমারিতে সন্তানদের স্কুলে যাওয়ার অভ্যাসটায় চলে গিয়েছিল। যখন তা ফিরে আসছিল তখন প্রথমে দেড় মাস তারপর আবার ১১দিন ছুটিতে তার ছন্দপতন হল। ক্লাস চললে তাদের মধ্যে যতটুকু পড়াশোনার ইচ্ছা বা তাড়না তৈরি হয় ছুটি থাকলে কার্যত তা সম্পূর্ণভাবে বিপর্যস্ত হয়। সর্বাপেক্ষা উদ্বেগের কারণ হল বাড়িতে অলস অবস্থায় থাকতে থাকতে তারা মোবাইলে আসক্ত হয়ে পড়ছে যা গরম জনিত কারণে স্বাস্থ্যহানির থেকে মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক বেশি ক্ষতিকর। আমরা এই অযৌক্তিক ছুটির নির্দেশ প্রত্যাহার করে অবিলম্বে স্কুল খোলার দাবি করছি।"

# উভয় পক্ষের সওয়াল-জবাব শুনল আদালত

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): দিল্লির মন্ত্রী সত্যেন্দ্র জৈনের জামিনের আবেদনের প্রেক্ষিতে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) ও প্রতিপক্ষ কেঁ সুলির সওয়াল-জবাব শুনল দিল্লির একটি বিশেষ আদালত। মঙ্গলবার সওয়াল-জবাব শোনার পর আগামী ১৮ জুন অবধি রায়দান সংরক্ষিত রেখেছে আদালত। আগামী ১৮ জুন, শনিবার সত্যেন্দ্র জৈনের জামিন নিয়ে রায়দান করবে আদালত।২০১৭ সালের আগস্ট মাসে দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে সিবিআই-এর দায়ের করা একটি মামলার ভিত্তিতে এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্টে (ইসিআইআর) গত ৩০ মে সত্যেন্দ্র জৈনকে ইডি গ্রেফতার করেছিল।

# বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে তালাশি চালিয়ে ১০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের বিভিন্ন ট্রেন ও রেলওয়ে স্টেশন থেকে গত কয়েকদিনের নিয়মিত তালাশি চালিয়ে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ)১০ জন অপ্রাপ্তবয়স্ককে উদ্ধার করেছে। এই সময়সীমার মধ্যে মানব পাচারের সঙ্গে জড়িত একজনকে গ্রেফতার করেছে আরপিএফ।

এ সম্পর্কে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে জানান, চলতি মাসের ৮ তারিখ কোকরাঝাড় পোস্টের আরপিএফ মানব পাচারকারীর বিরুদ্ধে কোকরাঝাড় রেলওয়ে স্টেশনে কৈলাশ সত্যার্থী চিল্ড্রেন্স ফাউন্ডেশনের সদস্যদের সাথে যুগ্ম অভিযান চালায়। এই অভিযানের সময় তারা দুই অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। একই দিনে আরপিএফ গুয়াহাটির সাব-ইন্সপেক্টরের তত্ত্বাবধানে রেলওয়ে চাইল্ড লাইনের পক্ষ থেকে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালানো হয়। তাদের এই তল্লাশির সময় একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে তারা উদ্ধার করে। একইদিনে কাটিহার রেলওয়ে স্টেশন থেকে আরপিএফ একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে এবং ডালখোলার আরপিএফ সুর্যকমল স্টেশনে নিজেদের কর্তব্য পালনের সময় একটি অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে। পরবর্তীতে উদ্ধারকৃত অপ্রাপ্তবয়স্কদের চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি, কোকরাঝাড়, রেলওয়ে চাইল্ডলাইন গুয়াহাটি, রেলওয়ে চাইল্ডলাইন, কাটিহারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

এছাড়া ৯ তারিখ নিউ বঙাইগাঁওয়ের আরপিএফ টিম নিয়মিত তল্লাশি চালানোর সময় নিউ বঙাইগাঁও রেলওয়ে স্টেশন থেকে দুটি অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করে। পরে তাদের বঙাইগাঁওয়ের সখি ওয়ানস্টপ সেন্টারের ইনচার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়। একইদিনে গুয়াহাটির আরপিএফ ও রেলওয়ে চাইল্ডলাইন যৌথভাবে গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় তারা একজন অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেকে উদ্ধার করে তাকে রেলওয়ে চাইল্ডলাইন গুয়াহাটির হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।ওইদিনই (৯ জুন) ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনার অব আরপিএফ, আলিপুরদুয়ারের তত্ত্বাবধানে আলিপুরদুয়ারের ক্রাইম প্রিভেনশন অ্যান্ড ডিটেকশন স্কোয়াডের দল কোকরাঝাড় থেকে নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত ১২৫০৫ ডাউন (নর্থইস্ট এক্সপ্রেস) ট্রেনে অভিযান চালিয়ে দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে উদ্ধার করার পাশাপাশি এক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে।

তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গেছে, উদ্ধারকৃত দুজন অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েকে মানব পাচারকারীরা পরিবারের সম্মতি ছাড়া বাড়ি থেকে নিয়ে এসেছিল। তাদের নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নামানো হয়। প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য উদ্ধারকৃত ওই দুই মেয়েকে এবং ধৃত ব্যক্তিকে কোচবিহারের গভর্মেন্ট রেলওয়ে পুলিশ (জিআরপি)-এর অফিসার ইনচার্জের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।মানব পাচারে জড়িত সন্দেহজনক ব্যক্তিদের খুঁজে বের করার পাশাপাশি স্টেশনগুলিতে সন্দেহজনক অবস্থায় শিশুদের চলাফেরা করা, অভিভাবক ছাড়া শিশুদের একা ভ্রমণ করা ইত্যাদি বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকার জন্য আরপিএফ-এর ট্রেন এসকোর্ট পার্টি ও কর্মীদের বিভিন্ন স্টেশনে নিয়োজিত করা হয়েছে। উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে 'মেরি সহেলি'-র অধীনে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু যাত্রীদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতন থাকতে এবং যে কোনও জরুরিকালীন পরিস্থিতিতে ১৩৯ হেল্পলাইন নম্বর ব্যবহার করার জন্য দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা সক্রিয় করে রাখা হয়েছে, জানান উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে।

# ভারতে ১৯৫.৩৫ কোটি টিকাকরণ সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন হি.স.): কোভিড টিকাকরণ অভিযানের আওতায় ১৯৫.৩৫-কোটির বেশি টিকাকরণ সম্পন্ন হয়েছে ভারতে। দেশব্যাপী টিকাকরণ অভিযানের আওতায় বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনার ভ্যাকসিন পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৮২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫,৩৫,৭০,৩৬০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৩ জুন সারা দিনে ভারতে ৩,২১,৮৭৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৮৫,৫৪, ৩০,৭৫২-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ৩,২১,৮৭৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৬,৫৯৪ জন।

# জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা মাহেশে পুণ্যার্থীদের ঢল

শ্রীরামপুর, ১৪ জুন (হি.স.): জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার হুগলীর শ্রীরামপুরে মাহেশের জগন্নাথ দেবের পুজো দিতে ভোর থেকে পুণ্যার্থীদের ঢল নেমেছে। করোনার জন্য বিগত দু''বছর পর এ বছর বহু পুণ্যার্থী পুজো দিতে সকাল থেকেই হাজির হন জগন্নাথ মন্দিরে। সংস্কারের পর এ বছর নবরূপে সেজে উঠেছে জগন্নাথ মন্দির। মাহেশ জগন্নাথদেবের রথযাত্রা এ বছর ৬২৬ বছরে পদার্পণ করছে।

অন্যদিকে, মেদিনীপুর সদর ব্লকের খয়েরুল্লাচক এলাকায় এ বছর প্রথম রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই উপলক্ষ্যে সোমবারই একটি শোভাযাত্রা পথ পরিক্রমা করে। মঙ্গলবার প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। সেই উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রায় ১০৮ জন মহিলা ভরা কলসি নিয়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেন। সেই সঙ্গেই হরিনাম সংকীর্তনের দল, বিভিন্ন প্রকার ট্যাবলো শোভাযাত্রায় অংশ নেয়।

# জলে ভাসছে গুয়াহাটি, মহানগরের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকায় কৃত্রিম জলপ্লাবণ

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : জলে ভাসছে গুয়াহাটি মহানগর। জল-থই-থই রাজপথ থেকে অলি-গলি। মহানগরের প্রায় ৭০ শতাংশ এলাকা কৃত্রিম জলপ্লাবণের কবলে পড়ে নাগরিক জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

গতকাল সোমবার রাত থেকে আজ মঙ্গলবার এই খবর লেখা পর্যন্ত অবিরাম মুষলধারায় বৃষ্টিপাত হচ্ছে গুয়াহাটি সহ গোটা অসম সহ পার্শবর্তী রাজ্যে। কয়েকটি উঁচু এলাকা ছাড়া যেদিকে চোখ যায় মনে যেন গুয়াহাটি মহানগর মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ এলাকার মানুষ গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন। নেহাৎ জরুরি কাজ ছাড়া কেউ ঘরের বাইরে বেরোচ্ছেন না। ইতিমধ্যে আজ সকালেই কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন জরুরি কাজ ছাড়া নাগরিকদের বাড়ির বাইরে বের হতে বারণ করে সতর্কবার্তা জারি করেছে।

এমনিতেই মাসখানেক থেকে গুয়াহাটির বেশ কয়েকটি এলাকা জলাবদ্ধ। তার ওপর গত রাতে কয়েকঘণ্টা মুষলধারা এবং আজ সকাল থেকে থেমে থেমে ধারা বর্ষণে মহানগরের নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বহু অলি-গলি ছাড়া মহানগরের ব্যস্ততম এলাকা গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন, পানবাজার, ফ্যান্সিবাজার, বেলতলা সার্ভে, চাঁদমারি, হাতিগাঁও, জু রোড, রাজগড় রোড, ছয়মাইল, ডাউনটাউন, রুক্মিণীগাঁও, নুনমাটি, নারেঙ্গি, বমুনিমৈদাম, গান্ধীবস্তি, অনিলনগর, নবীন নগরের বিস্তীর্ণ এলাকা মহাসাগরে পরিণত হয়েছে। ফলে স্কুল-কলেজ ও অফিস-আদালতে পৌঁছতে পারেরনি অসংখ্য মানুষ।

নিতান্ত অতি-প্রয়োজনীয় কাজে যে সকল মানুষ তাঁদের ছোট গাড়ি নিয়ে রাস্তায় বেরিয়েছেন, তাঁরা পড়েছেন ব্যাপক জ্যামে। দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ গুয়াহাটি আসতে পারছেন না। মহানগরের বাইরে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন তাঁরা। এঁদের মধ্যে বহু রোগী, ট্রেন ও বিমান যাত্রীও রয়েছেন। জানা গেছে, সময়মতো রেলস্টেশন ও বিমানবন্দরে পৌঁছতে না পারায় বহুজনের ট্রেন ও বিমানের টিকিট বাতিল হয়ে গেছে। বিগতদিনের রেকর্ড বলছে, আজকের মহানগরে কৃত্রিম জলপ্লাবণ সর্বকালের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে।

# এবার বিচার বিভাগে নিয়োগেও বেনিয়মের অভিযোগ, হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি. স.) : প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির ও এসএসসি-টেট পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগে হইচই চলছে। সোমবারই শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি নিয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। এবার বিচার বিভাগে চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগ নিয়েও দুর্নীতির অভিযোগ উঠল।

বিষয়টি নিয়ে মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়। বুধবার মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা। আবেদনকারী মৌয়াজ আশরাফের দাবি, বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করে (সিট) কিংবা কোনও কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে দিয়ে এই অভিযোগের তদন্ত করা হোক। আবেদনকারীর আরও অভিযোগ, ওই নিয়োগে বহু অস্বচ্ছতা ধরা পড়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলা আদালতে কর্মী নিয়োগের জন্য ২০১৯ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছিল। বলা হয়েছিল, স্টাফ রিক্রুটমেন্ট এগজামিনেশনের মাধ্যমে ওই নিয়োগ হবে। ১৯ সালে বিজ্ঞপ্তি জারি হলেও লিখিত পরীক্ষা হয় চলতি বছরের ২০ ফেব্রুয়ারি। মামলাকারীর অভিযোগ, সারা রাজ্যে ওইদিন বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে ওই পরীক্ষা ঘিরে ব্যাপক অনিয়ম হয়েছে। বহু পরীক্ষার্থী ভুয়ো কাগজপত্র দেখিয়ে পরীক্ষায় বসেন। পরবর্তীকালে নিয়োগের ক্ষেত্রেও অনিয়ম হয়েছে। পুলিশকে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তারা আজ পর্যন্ত ওই অনিয়মের বিষয়ে কারও বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। আবেদনকারী জানান, এর জন্যই তিনি বিষয়টি আদালতের গোচরে আনতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর দাবি, সঠিক তদন্ত হলে এই ক্ষেত্রেও বড় ধরনের বেনিয়ম ধরা পড়বে।

# চলতি সপ্তাহেই বর্ষা ঢুকছে দক্ষিণবঙ্গে বুধ থেকে বৃষ্টিতে ভিজবে সমস্ত জেলা

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): বিলম্বে হলেও, চলতি সপ্তাহেই বর্ষার আগমণ হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে, আগামী বৃহস্পতিবার বর্ষা ঢুকে পড়বে দক্ষিণবঙ্গে। তার আগে বুধবার হতে পারে আবহাওয়া পরিবর্তন, বুধবার থেকেই দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সমস্ত জেলাতেও হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, বর্ষার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গে। বিলম্বে হলেও চলতি সপ্তাহেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমণ হতে চলছে। এরই মধ্যে উত্তরবঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে।

বিগত কয়েকদিন ধরে গরমে হাঁসফাঁস করছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। হালকা বৃষ্টি হলেও সেভাবে গরম থেকে স্বস্তি মিলছিল না। মঙ্গলবার সকালে কলকাতা ও সংলগ্ন জেলাগুলির আকাশ ছিল মেঘলা, গরম খুব বেশি অবশ্য ছিল না। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি। এদিন তিলোত্তমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে এক ডিগ্রি বেশি।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, দক্ষিণবঙ্গে বর্ষা ঢোকার নির্ধারিত সময় ১১ জুন। বিলম্বে হলেও অবশেষে বর্ষার আগমণ হতে চলেছে দক্ষিণবঙ্গে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ৫ দিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টি এবং দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং ও উত্তর দিনাজপুরের কিছুটা অংশে ভারী বৃষ্টি হতে পারে।

# কেবল তথ্য নয় ছবিও মিথ্যে বলে সত্যটা বাছতে হবে সতর্কতার সঙ্গে

কলকাতা, ১৪ মে (হি.স.) : সিন্দুকে ঝুঁকে টাকা দেখছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ক্যাপশনে বড় হরফে 'লেখা কালীঘাটের সিসিটিভি-র ছবি'। গত বিধানসভা নির্বাচনে রীতিমত হইচই পড়ে গিয়েছিল সামাজিক মাধ্যমের এই ছবি। কিন্তু বিষয়টা পুরোটাই অসত্য। ২০১৫-র একটি হাওয়ালা তদন্তে বাজেয়াপ্ত ২০ কোটি টাকার উদ্ধারের ছবির সঙ্গে তৃণমূলনেত্রীর ছবি মিশিয়ে ওই অপপ্রচার।মঙ্গলবার প্রেস ক্লাব, কলকাতায় এ বিষয়ের ওপরেই মনোজ্ঞ একটা কর্মশালা হল। ওই 'ফ্যাক্টশালা'-র পণ্ডিতমশাই ছিলেন গুগুল নিউজ ইনিশিয়েটিভ ইন্ডিয়া ট্রেনিং নেটওয়ার্কের বিশেষজ্ঞ, অভিজ্ঞ সাংবাদিক জয়দীপ দাশগুপ্ত। পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেন কেন, কীভাবে, কতটা সতর্ক থাকতে হবে আমাদের। টুলস বা প্রযুক্তির পাহারাদারির আগেই আমাদের বোধ-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতা দিয়ে বুঝতে হবে খবর বা ছবির সত্যতা। এ কারণে যেটা দরকার সেটা হলো সতর্কতা।মমতার ওই ছবির সত্যতা কীভাবে যাচাইয়ের পাশাপাশি জয়দীপ দেখালেন মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পাঁচ বছর বয়সী দলাই লামার ঐতিহাসিক একটি ছবি। বছর ছয় আগে 'লাইফ' ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে প্রকাশিত হয়েছিল এটি। কিন্তু সত্যানুসন্ধানী যন্ত্র পরে রায় দিয়েছিল ছবিটি ভুয়া। পাঁচ বছরের দলাইকে গোলটেবিল বৈঠকের সময়কালের গান্ধীজীর ছবির পাশে রেখে সাজানো হয়েছিল ওই ছবি। কিন্তু কে ধরবেন, কীভাবে ধরবেন এই তঞ্চকতা? কর্মশালায় জয়দীপ জানালেন, ফেসবুক ও ইনস্টাগ্রামে প্রতিদিন যথাক্রমে ৩৫ কোটি ও ৫০ কোটি ফটো আপলোড হচ্ছে। প্রতি সেকেন্ডে ছ'হাজার টুইট, প্রতি মিনিটে ইউ টিউবে ৫০০ ঘন্টার ভিডিও আপলোড হচ্ছে। সংখ্যাগুলো দ্রুত বাড়ছে। নানা রকম 'ইমেজ সার্জ' কত তথ্যানুসন্ধান করবে? ক্ষয়ক্ষতি, প্রাণহানি কী ভয়ানক সব কান্ড হয়ে যাচ্ছে ভুয়া ছবি ছড়িয়ে পড়ায়। এই কারণে আমাদের প্রতি পদে সতর্ক থাকতে হবে।

একুশ শতকের একটি ভয়ংকর অসুখ ফেক নিউজ। সামাজিক মাধ্যমে ভুয়ো খবরের বাড়বাড়ন্ত। তারই নানা সুলুকসন্ধান এবং জনগণের প্রতি সতর্কবার্তায় বিষাণ বসু লিখেছেন, "২০১৪ সালে ভারতের সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপন বাবদ খরচের পরিমাণ ছিল ০.৫ মিলিয়ন ডলার। ২০১৯ সালে সেই খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ মিলিয়ন ডলার। আইএএমএআই-এর প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী প্রায় সব রাজনৈতিক দলই নিজেদের নির্বাচনী বাজেটের প্রায় ৬ শতাংশ সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে বিজ্ঞাপনের জন্য খরচ করেছিল।" এই বিপুল প্রচারের একটা অংশে ঢুকে পড়ছে মিছে কথা, মিছে ছবি।

মিস ইনফরমেশন, ডিস ইনফরমেশন ও ম্যাল-ইনফরমেশনের মধ্যে পার্থক্য কী? ভারতীয় জনসঞ্চার সংস্থার সহকারী অধ্যাপক তথা গুগুল নিউজ ইনিশিয়েটিভ ইন্ডিয়া ট্রেনিং নেটওয়ার্কের প্রশিক্ষক সম্বিত পালের মতে, "মিস-ইনফরমেশন: যদি কেউ না বুঝে ভুল বা মিথ্যে তথ্যে বিশ্বাস করে সেটি শেয়ার বা ফরোয়ার্ড করেন। ডিস ইনফরমেশন: যদি কেউ জেনে-বুঝে ভুল বা মিথ্যে তথ্য ইচ্ছাকৃত ভাবে শেয়ার করেন। আর ম্যাল-ইনফরমেশন হল, তথ্য হয়তো ঠিক, কিন্তু কারও ক্ষতি করার অন্য কেউ যদি সেই তথ্য ছড়িয়ে দেন।"তাহলে ফেক নিউজের সঙ্গে এগুলির পার্থক্য কী? সম্বিতের কথায়, "এই সবগুলিই ফেক নিউজের মধ্যে আসে। আমরা সামগ্রিক ভাবে একটি তথ্য-বিপর্যয়ের কথা বলছি। ফেক নিউজ বিভিন্ন ভাবে আসতে পারে। যেমন, ব্যাঙ্গধর্মী লেখা, তথ্যের ভুল উপস্থাপনা, সম্পূর্ণ মিথ্যা তথ্য, এমনকী মিমের মাধ্যমে।" ফেক নিউজ কারা, কেন ছড়ায়? উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে; কেউ কেউ আদর্শগত, রাজনৈতিক বা ব্যবসায়িক কারণে বা স্রেফ ইচ্ছাকৃত ভাবে মজা করার জন্যও ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে থাকে। অনিচ্ছাকৃত: কেউ কেউ হয়তো বুঝতে পারেন না যে এটি ভুয়ো।

# নীচে নামল দৈনিক সংক্রমণ; সক্রিয় রোগী ০.১২ শতাংশ, মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় ৭-হাজারের নীচে নামল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫৯৪ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.০৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫০,৫৪৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৫৫৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৮২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১, ৯৫,৩৫,৭০,৩৬০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৭৭৭ জন (১.২১ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪,০৩৫ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৬১,৩৭০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ।

# প্রতিটি রক্তদাতাই জীবন রক্ষাকারী : মনসুখ মান্ডভিয়া

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি. স.) : বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে সমস্ত রক্তদাতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মান্ডভিয়া। রক্তদাতাদের কুর্নিশ জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, প্রতিটি রক্তদাতাই জীবন রক্ষাকারী। ১৪ জুন দিনটি বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এদিন টুইট করে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বিশ্ব রক্তদাতা দিবসে আসুন আমরা সবাই নিয়মিত রক্তদান করার এবং কাউকে নতুন জীবন দেওয়ার অঙ্গীকার করি। অনেকের মুখে হাসি ফোটানোর জন্য আমি সমস্ত রক্তদাতাদের ধন্যবাদ জানাই।'

এদিকে, বিশ্ব রক্তদাতা দিবস উপলক্ষ্যে এদিন দিল্লির নির্মাণ ভবনে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করেছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ। বহু মানুষ এদিন সেখানে রক্তদান করেছেন। প্রসঙ্গত, রক্ত দিন, বাঁচান একটি প্রাণ- স্বেচ্ছায় রক্তদান অত্যন্ত মহৎ কাজ। চিকিৎসা-সহ বিভিন্ন কাজে রক্তের প্রয়োজন হয়। সময়ে রক্ত এতই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে যে, রক্ত ছাড়া রোগীকে বাঁচানো সম্ভব হয় না। যারা জীবন রক্ষায় স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন তাদের উৎসাহ দিতেই ১৪ জুন দিনটি বিশ্ব রক্তদাতা দিবস হিসেবে পালিত হয়।

২০০৪ সালে দিবসটি প্রথম পালিত হয়েছিল। ২০০৫ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য অধিবেশনের পর থেকে প্রতিবছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও এ দিবস পালনের জন্য তাগিদ দিয়ে আসছে। ইতিমধ্যে ১৮২টি দেশ সম্পৃক্ত হয়েছে এ আন্দোলন। ভারতে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে দিনটি। এ বছর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দিনটির স্লোগান নির্ধারণ করেছে 'ডোনেটিং ব্লাড ইজ অ্যান অ্যাক্ট অব সোলিডারিটি, জয়েন দ্য ইফোর্ট অ্যান্ড সেভ লাইভ' অর্থাৎ রক্তদান একটি সম্মিলিত প্রয়াস, এই প্রয়াসে সংযুক্ত হন, রক্তদান করুন ও জীবন বাঁচান।

# ভারত শাশ্বত, কারণ আমাদের দেশ সাধুদের ভূমি : প্রধানমন্ত্রী

পুণে, ১৪ জুন (হি.স.): ভারত শাশ্বত, কারণ ভারত সাধুদের ভূমি। বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা গর্বিত যে আমরা, আমাদের সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। কৃতিত্ব ভারতের ''সন্ত পরম্পরা'' এবং ভারতের সাধু ও ঋষিদের।মঙ্গলবার দুপুরেই পুণে-তে পৌঁছন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বিমানবন্দরে প্রধানমন্ত্রী মোদীকে স্বাগত জানান মহারাষ্ট্রের উপ-মুখ্যমন্ত্রী অজিত পওয়ার ও মহারাষ্ট্রের বিরোধী দলনেতা দেবেন্দ্র ফড়নবীশ-সহ অন্যান্যরা। সেখান থেকে পুণের কাছে দেহুতে যান প্রধানমন্ত্রী, জগৎগুরু শ্রীসন্ত তুকারাম মহারাজ মন্দিরে পূজার্চনা করেন এবং একটি শিলা মন্দির উদ্বোধন করেছেন। পরে একটি জনসভায় ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী। মোদী এদিন বলেছেন, 'আমাদের শাস্ত্রে বলা আছে মানব জন্মে সবথেকে দুর্লভ সাধকদের সৎসঙ্গ। সাধকদের কৃপা অনুভব করলে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ভগবানের উপলব্ধি হয়। আজ দেহুর এই পবিত্র ভূমিতে এসে আমিও তাই অনুভব করছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'দেহুর এই শিলা মন্দির শুধুমাত্র ভক্তির শক্তি কেন্দ্র নয়, ভারতের সাংস্কৃতিক ভবিষ্যতের পথও প্রশস্ত করে। এই পবিত্র স্থানটি পুনর্নির্মাণের জন্য আমি মন্দির ট্রাস্ট এবং সমস্ত ভক্তদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।'

মোদী বলেছেন, 'ভারত শাশ্বত, কারণ ভারত সাধুদের ভূমি। প্রতিটি যুগে আমাদের দেশ ও সমাজকে দিকনির্দেশনা দিতে কোনও না কোনও মহান আত্মা অবতীর্ণ হয়েছেন। আজ সারাদেশে পালিত হচ্ছে সন্ত কবিরদাসের জন্মজয়ন্তী। সন্ত তুকারাম জির দয়া, মমতা ও সেবার সেই উপলব্ধি এখনও আমাদের সঙ্গে আছে। এইগুলিই আমাদের প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছে।' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, 'বর্তমানে দেশ সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস, সবকা প্রয়াসের মন্ত্রে এগিয়ে চলেছে। বিনা বৈষম্য ছাড়াই সরকারের প্রতিটি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন সবাই।' প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, 'দেশ এখন আজাদী কা অমৃত মহোৎসব উদযাপন করছে। আমরা গর্বিত যে আমরা, আমাদের সভ্যতা সবচেয়ে প্রাচীন। কৃতিত্ব ভারতের ''সন্ত পরম্পরা'' এবং ভারতের সাধু ও ঋষিদের। ভারত শাশ্বত, কারণ ভারত সাধুদের ভূমি।'প্রসঙ্গত, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পুণে-র কাছে দেহুতে এদিন জগৎগুরু শ্রীসন্ত তুকারাম মহারাজ শিলা মন্দিরের উদ্বোধন করেছেন। রাজস্থানের এক বিশেষ ধরনের কালো পাথর দিয়ে মন্দিরটি তৈরি। সেই পাথরের সামনে প্রায় আড়াই ফুট উঁচু সাধু তুকারাম মহারাজের একটি মূর্তি রয়েছে।

# অবিরাম বৃষ্টি, গুয়াহাটির পাঁচ স্থানে ধস, হত চার আবাসিক

গুয়াহাটি, ১৪ জুন (হি.স.) : গুয়াহাটিতে পাহাড়-ধসে চার আবাসিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের কোকরাঝাড় জেলার বাসিন্দা মতিউর হক ও হাসানুর আলি, ধুবড়ি জেলার মানোয়ার হুসেন ও আমরুল হক বলে শনাক্ত করা হয়েছে। এঁরা সকলেই শ্রমজীবী। কামরূপ মহানগর জেলা প্রশাসন সূত্রের খবরে জানা গেছে, গত রাত থেকে প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে পাহাড়ের মাটি নরম হয়ে গেছে। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ বরাগাঁওয়ের নিজরাপাড়া এলাকায় পাহাড়ের ধস পড়ে কয়েকটি বাড়ির ওপর। সৌভাগ্যবলে কয়েকটি পরিবারের মানুষ প্রাণে বেঁচে গেলেও দুর্ভাগ্যবশত চার শ্রমজীবির মৃত্যু হয়েছে। গুয়াহটির কোনও একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কর্মরত এই চারজন জনৈক নয়ন রাজবংশীর ঘরে ভাড়াটে হিসেবে ছিলেন।প্রশাসনিক সূত্রটি আরও জানিয়েছে, রাতেই ঘটনার খবর পেয়ে অকুস্থলে এসডিআরএফ নিয়ে ছুটে যায় পুলিশ। আজ ভোরের দিকে তিনজনের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আরেকজনের দেহ মাটি কেটে অনেক দেরিতে উদ্ধার করেছেন এসডিআরএফ-এর জওয়ানরা। ইতিমধ্যে চারজনের মৃতদেহ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।এদিকে মহানগরের বামুনিমৈদানের জয়ানগর, বশিষ্ঠ, নবগ্রহ এবং গান্ধীমণ্ডপ এলাকায় পাহাড়ের ধস নেমেছে বলে প্রশাসনের সূত্রটি জানিয়েছে।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

# সংস্কার ভারতী সংস্থার উদ্যোগে কর্মশালা উত্তর কৃষ্ণপুরে

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** যুগের বিবর্তনের হারিয়ে যাচ্ছে গ্রাম বাংলার পৌরাণিক কৃষ্টি ও লোক সংস্কৃতি। নবীন প্রজন্মের কাছে গ্রাম বাংলার পৌরাণিক লোক ও সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে সংস্কার ভারতী সংস্থার পক্ষ থেকে সাত দিনব্যাপী কর্মশালার সমাপ্তির দিনে এক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় তেলিয়ামুড়া উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সোমবার। এদিনের এই অনুষ্ঠানে তথা আলপনা গ্রামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খোয়াই জেলার সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, এছাড়াও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পৌর পরিষদের পৌর পিতা রূপক সরকার, তেলিয়ামুড়া ব্লক এর ভাইস চেয়ারম্যান অফ সহ অন্যান্য আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় হারিয়ে যাচ্ছে পুরনো কৃষ্টি ও লোকসংস্কৃতি। নতুন প্রজন্মের কাছে গ্রাম বাংলার পরিবেশ যাচ্ছে। ধর্ম মত ও পথ নির্বিশেষে যুগ যুগ ধরে বিভিন্ন বর্ন ও পেশার মানুষ একত্রে বসবাস ও পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের ফলে গ্রামীণ জীবনে বিরোধ অপেক্ষা ঐক্যের সুর বেশি ধ্বনিত হয়েছে। এইজন্য ভারতীয় লোক সংস্কৃতি এর মত বাংলার সংস্কৃতিতেও বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের প্রতিফলন ঘটেছে এবং এর মধ্যেই বাংলাদেশ জাতিগত পরিচয় নিহিত রয়েছে। আর সেই হারিয়ে যাওয়া লোকসংস্কৃতি ক্ষনিকের নবীন প্রজন্মের কাছে তুলেন ধরার জন্য আলপনা গ্রাম সাজিয়ে তোলা হয়েছে উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের।সংস্কার ভারতী সংস্থার পক্ষ থেকে উত্তর কৃষ্ণপুর এলাকায় প্রায় কুড়িটি কোঠা ঘরকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গ্রাম্য বাংলা পৌরাণিক আলপনার তুলিতে। ওই এলাকার কচিকাঁচা শিশু থেকে শুরু করে বছর ১৫-১৬ বছরের যুবক যুবতীদের সাত দিনব্যাপী শেখানো হয়েছিল গান নাচ অংকন আবৃতি সহ বাংলার বিভিন্ন লোকসংস্কৃতি।সাত দিনব্যাপী বিশেষ কর্মশালার মধ্য দিয়ে গ্রাম্য বাংলা লোকসংস্কৃতি আলপনা গ্রামে সাজিয়ে তোলা হয়েছে উত্তর উত্তর কৃষ্ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা। সোমবার এক বিশেষ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আলপনা গ্রামের মানুষের কাছে তুলে ধরার জন্য এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সংস্কার ভারতী সংস্থার পক্ষ থেকে।দিন ৭ দিনব্যাপী কর্মশালায় মাধ্যমে শেখানো অংকন নাচ গান আবৃত্তি সহ লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রদর্শন তুলে দেখানো হয় এদিনের এই অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এই দিনেরে আলপনা গ্রাম দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষজনের ভিড় জমাতে লক্ষ্য করা গেছে।এদিনের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে বক্তব্যআলপনা গ্রাম নিয়ে নিজেদের মত অভিমত প্রকাশ করেন।

# অসম পুলিশের চরম হয়রানির শিকার ত্রিপুরার দম্পতি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ জুন।।** পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার ট্রাফিক পুলিশের চালকদের হয়রানি দির্ঘদিনের।কিন্তু এদিন একটু ব্যাতিক্রমী ঘটনা ঘটালো অসম পুলিশ।উল্লেখ্য, উত্তর ত্রিপুরা জেলার দক্ষিণ কদমতলা এলাকার জৈনিক আফতাব উদ্দিন ও তার স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন,তাদের মেয়ে পাশ্ববর্তী রাজ্য অসমের করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরের একটি বেসরকারী স্কুলের হোস্টেলে পাঠরত।সে মর্মে মেয়ের সঙ্গে দেখা করে বদরপুর থেকে ত্রিপুরার বাড়ির উদ্দেশ্য নিজের বাইকে চেপে আসছিলেন স্বামী স্ত্রী।কায়স্তগ্রাম রেলওয়ে গেইট সংলগ্ন এলাকায় আসার পর নিলামবাজার ট্রাফিক পুলিশ তাদের দাড় করিয়ে তদন্ত শুরু করে।যথারীতি বাইকের সব কাগজপত্র ঠিকঠাক থাকায় অসম পুলিশ বলে স্ত্রীর মাথায় হেমলেট নেই কেন?তার জন্য দুই হাজার টাকা দাবি করে বসে পুলিশ।দাবি মতো টাকা না দেওয়ায় শুধুমাত্র পুরুষ পুলিশ কর্মীরা সম্পুর্ন অমানবিক ভাবে বাইক থেকে টেনে হেচড়ে নামায় তাদের।এমনকি নিলাম বাজার থানাতে নিয়ে গিয়ে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব দিতে থাকে বলে অভিযোগ।যে প্রস্তাবটা গণমাধ্যমে প্রকাশ করা অসম্ভব বলে জানান ঐ মহিলা।দুপুর দুইটা থেকে বিকেলে পাঁচটা পর্যন্ত থানার ভিতরে বিভিন্ন কুপ্রস্তাব শুনার পাশাপাশি বসে থাকতে হয় তাদের। সন্ধ্যার প্রাক মুহুর্তে কয়েকজন সাংবাদিক থানায় উপস্থিত হলে তাদের কাছে বিষয়টি জানালে শেষ পর্যন্ত পুলিশ মামলা নিয়ে তাদের ছেড়ে দেয়।আফতাব উদ্দিনের স্ত্রী আরো বলেন,তিনি বহিঃ রাজ্যর মহিলা অথচ তার স্বামীর মাথায় হেমলেট সহ যাবতীয় কাগজপত্র ঠিকঠাক রয়েছে।শুধুমাত্র তার মাথাটা খালি রয়েছে কারণ তিনি মাথায় হেমলেট পরলেই অস্বস্তি অনুভব করেন।মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন বহিঃ রাজ্যের মহিলাকে ছেড়ে দিতে পারতো অসম পুলিশ। কিন্তু তা না করে অতিরিক্ত ভাবে দুই হাজার টাকা দাবি করে এবং বাজে আচরণ করতে থাকে। মহিলা আরো বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শুধু টেলিভিশনে বলে থাকেন,বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও কিন্তু আসামে এর বাস্তবতার উল্টো চিত্র। তিনি নিলামবাজার ট্রাফিক পুলিশের উপযুক্ত শাস্তির জন্য আসামের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মার দৃষ্টিও আকর্ষণ করেন।

## ইডি-র তদন্ত আসলে রাহুল গান্ধীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা : সুরজেওয়ালা

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-এর জেরা করা নিয়ে ফের তোপ দাগলেন কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা। বললেন, ইডি-র তদন্ত আসলে রাহুল গান্ধীর কণ্ঠস্বরকে স্তব্ধ করার প্রচেষ্টা। মঙ্গলবার সকালে কংগ্রেসের সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেছেন, 'রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে ইডি-র তদন্ত আসলে তাঁর কণ্ঠকে স্তব্ধ করার প্রয়াস। যেহেতু তিনি চিন ইস্যু, মুদ্রাস্ফীতি, জ্বালানির মূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, ধর্মীয় প্রতিহিংসার মতো বিষয়ে মোদী সরকারকে প্রশ্ন করেছেন। রাহুল গান্ধীকে ক্রমাগত নিশানা করা হচ্ছে।'
কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা আরও বলেছেন, 'আমরা গান্ধীর উত্তরাধিকারী, আমরা ফের হাঁটব, আমাদের "সত্যাগ্রহ" থামবে না।' প্রসঙ্গত, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে সোমবার দফায় দফায় ন'ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। পুনরায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে। আর তাতেই ক্ষুব্ধ কংগ্রেস নেতৃত্ব। আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ নিয়োগের ঘোষণা করা নিয়েও প্রধানমন্ত্রীকে খোঁচা দিয়েছেন সুরজেওয়ালা। তাঁর কথায়, 'আমরা বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কর্মসংস্থানের (হার) সম্মুখীন হচ্ছি, ৭৫ বছরের মধ্যে টাকার মূল্য সর্বনিম্ন... কতদিন প্রধানমন্ত্রী "টুইটার টুইটার" খেলে আমাদের বিভ্রান্ত করবেন?'

## শ্রীনাথপুর

● **প্রথম পাতার পর**

আট জন অনাস্থার পক্ষে অর্থাৎ সিরাজ মিঞার বিরুদ্ধে ভোট দেন। অনাস্থা ভোটকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রতিকর ঘটনা এড়াতে ঊনকোটি জেলার ডিএসপি কে. কে কলই-র নেতৃত্বে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল জোরদার।

**বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ**

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

**বিজ্ঞাপন বিভাগ**
**জাগরণ**

## জরুরী পরিষেবা

**হাসপাতাল : জিবি :** ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

## ইডি-র বিরুদ্ধে তোপ চিদম্বরমের, বললেন এই কেন্দ্রীয় সংস্থা আইন মানছে না

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ইডি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পালানিয়াপ্পন চিদম্বরম। বললেন, এই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আইন মানছে না। মঙ্গলবার পি চিদম্বরম বলেছেন, 'আমরা আইনের অপব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছি, ইডি যদি আইন মেনে চলে, তাতে আমাদের কোনও সমস্যা নেই। কিন্তু ইডি আইন মানছে না... আমরা জানতে চাইছি তফসিলভুক্ত অপরাধ কী? কোন উত্তর নেই। কোন পুলিশ এজেন্সি এফআইআর দায়ের করেছে? উত্তর নেই; এফআইআর-এর কপি নেই।' পি চিদম্বরম আরও বলেছেন, 'স্পষ্টতই, তাঁরা আইন মানছে না এবং গণতন্ত্রে আমাদের প্রতিবাদ করার অধিকার আছে।' ইডি-র ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে চিদম্বরম বলেছেন, 'এমন কোনও বিজেপি নেতা কী আছে যার বিরুদ্ধে ইডি বিগত ৪-৫ বছরে মামলা করেছে? এমন কোনও বিজেপি-শাসিত রাজ্য আছে যেখানে ইডি মামলা করেছে?' এদিকে, ন্যাশনাল হেরাল্ড মামলায় ইডি-র দফতরে রাহুল গান্ধীর হাজিরার প্রেক্ষিতে মঙ্গলবারও বিক্ষোভ দেখান কংগ্রেস নেতা-কর্মীরা। রণদীপ সুরজেওয়ালা-সহ কয়েকজন কংগ্রেস নেতা-কর্মীকে পুলিশ আটক করেছে। সোমবারের ঘটনাপ্রবাহ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপুল সংখ্যক পুলিশ মোতায়েন হয়েছে আকবর রোডে কংগ্রেসের সদর দফতরের বাইরে। জারি হয়েছে ১৪৪ ধারা। তবে শুধু কংগ্রেসের সদর দফতরই নয়, ২ কিলোমিটার দূরে ইডি অফিসও কড়া নিরাপত্তার বেড়াজালে মুড়ে ফেলা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

## দুপুর একটা অবধি বন্ধ গর্ভগৃহ, কালীঘাটে মা কালীকে মহাস্নান

কলকাতা, ১৪ জুন (হি.স.): মঙ্গলবার জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা। রথযাত্রার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে স্নানযাত্রার মধ্যে দিয়েই। পুরীতে এদিন সোনার কুয়ো থেকে ১০৮ সোনার ঘড়ার জলে স্নান করানো হয়েছে জগন্নাথ মহাপ্রভুকে। স্নান সেরে ধারণ করবেন নতুন বেশ। কালীঘাটেও এদিন কালী মায়ের স্নানযাত্রা উৎসব হয়। সেই কারণে এদিন দুপুর ১টা পর্যন্ত মন্দিরে ভক্তদের ঢোকা নিষেধ ছিল। গর্ভগৃহ বন্ধ করে মা কালীকে মহাস্নান করান সেবায়েতরা। করোনা আবহে ২ বছর বন্ধ থাকার পর এদিন জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে পুরী। এবার বিধিনিষেধ না থাকায় স্নানযাত্রার দিনেই পুরীতে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। এদিন সকালেই গর্ভগৃহ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে স্নানবেদিতে আনা হয় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে। ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানো হয় বিগ্রহকে।

## ধর্মীয় উচ্ছ্বাসে প্রভু জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা, পুরীতে অগণিত ভক্তদের ঢল

পুরী, ১৪ জুন (হি.স.): জ্যৈষ্ঠের পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রার মধ্যে দিয়েই চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে যায় রথযাত্রার। মঙ্গলবার জগন্নাথ দেবের স্নানযাত্রা। এই উপলক্ষে পুরীতে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। জগন্নাথ দেব, বলভদ্র দেব এবং দেবি সুভদ্রার মূর্তিগুলি দিই মূলমন্দির থেকে বের করে এনে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দির চত্বরে স্নান মন্ডপে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ১০৮ টি পাত্রে রাখা পবিত্র জল দিয়ে স্নান করানো হয় প্রভু জগন্নাথকে। স্নান শেষে বিকেলে জগন্নাথকে পরানো হবে গজবেশ। পুরীতে সোনার কুয়ো থেকে ১০৮ সোনার ঘড়ার জলে স্নান করানো হয় জগন্নাথ মহাপ্রভুকে। করোনার জন্য ২ বছর বন্ধ থাকার পর, এবার বিধিনিষেধ না থাকায় স্নানযাত্রার দিনেই পুরীতে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। সাজিয়ে তোলা হয় পুরীর জগন্নাথ মন্দির। এদিন সকালে গর্ভগৃহ থেকে শোভাযাত্রা সহকারে স্নান মণ্ডপে আনা হয় জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রাকে। সেখানে ১০৮ ঘড়া জলে স্নান করানো হয় বিগ্রহকে। এদিন ভোর চারটে নাগাদ শুরু হয় 'পাহান্ডি বিজে' অনুষ্ঠান। সকাল ৬টা নাগাদ 'স্নান বেদী'তে দেবতাদের আনা হয়।

## নিয়োগ হবে

● **প্রথম পাতার পর**

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সরকারের সমস্ত বিভাগের মানবসম্পদের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী দেড় বছরে মিশন মোডে ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়োগ করতে হবে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়োগের ঘোষণা করা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী খোঁচা দিয়েছে কংগ্রেস। কংগ্রেস মুখপাত্র রণদীপ সুরজেওয়ালা বলেছেন, 'আমরা বিগত ৫০ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ কর্মসংস্থানের (হার) সম্মুখীন হচ্ছি, ৭৫ বছরের মধ্যে টাকার মূল্য সর্বনিম্ন।কতদিন প্রধানমন্ত্রী "টুইটার টুইটার" খেলে আমাদের বিভ্রান্ত করবেন?'

আগামী দেড় বছরে ১০ লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য 'মিশন মোড'-এ কাজ করবে নরেন্দ্র মোদী সরকার। আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ সরকারি পদে নিয়োগের যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে অমিত শাহ জানিয়েছেন, দেশের যুবশক্তিকে ক্ষমতায়িত করার জন্য নিরন্তর কাজ করে চলেছেন মোদীজি।

মঙ্গলবার সকালে টুইট করে অমিত শাহ জানিয়েছেন, নতুন ভারতের ভীত যুব শক্তি, তাঁদের ক্ষমতায়নে নিরন্তর কাজ করছেন মোদীজি। সমস্ত সরকারি দফতর ও মন্ত্রকে দেড় বছরে মিশন মোডে ১০ লক্ষ নিয়োগের যে নির্দেশ দিয়েছেন মোদীজি, তা দেশের তরুণদের মধ্যে আশা এবং আস্থা আনবে। এজন্য প্রধানমন্ত্রীকে আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রসঙ্গত, আগামী ১৮ মাসে ১০ লক্ষ নিয়োগের লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। এ জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনস্ত সমস্ত বিভাগ ও মন্ত্রকগুলির পর্যালোচনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি সরকারের সমস্ত বিভাগের মানবসম্পদের অবস্থা পর্যালোচনা করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন, আগামী দেড় বছরে মিশন মোডে ১০ লক্ষ মানুষকে নিয়োগ করতে হবে। মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে এই খবর পাওয়া গিয়েছে।

## শ্রীনগরে দুই লস্কর জঙ্গি নিকেশ, অমরনাথ যাত্রায় নাশকতার ছক ছিল এই সন্ত্রাসীদের

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.): কাশ্মীরে জঙ্গি নিকেশ অভিযানে ফের সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শ্রীনগরের বেমিনা এলাকায় শ্রীনগর পুলিশের গুলিতে নিকেশ হয়েছে দুই লস্কর-ই-তৈবা জঙ্গি। আসন্ন অমরনাথ যাত্রার সময় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল এই সন্ত্রাসীদের, এমনটাই জানিয়েছেন কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমার। এই এনকাউন্টারে একজন পুলিশ কর্মী অবশ্য সামান্য আহত হয়েছেন। নিহত লস্কর জঙ্গিদের নাম-পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের বাসিন্দা আবদুল্লাহ গৌজরি ও আদিল হুসেন মীর ওরফে সুফিয়ান ওরফে মুসাব। পুলিশি রেকর্ড অনুযায়ী, ২০১৮ সালে ওয়াঘা থেকে ভিজিট ভিসায় পাকিস্তান পাড়ি দিয়েছিল মুসাব। সে থাকত অনন্তনাগের পহেলগামে।
সোমবার রাতে শ্রীনগরের বেমিনা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে গুলির লড়াই হয় জঙ্গিদের। দীর্ঘক্ষণের লড়াইয়ে দুই লস্কর জঙ্গিকে গুলি করে হত্যা করে হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। এক জন পুলিশ কর্মীও সামান্য আহত হয়েছেন। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, দুই মৃত জঙ্গির কাছ থেকে দুটি একে-৪৭ রাইফেল, ১০টি ম্যাগাজিন, লাইভ রাউন্ড, ওয়াই-এসএমএস ডিভাইস-সহ বেশ কিছু জিনিস উদ্ধার হয়েছে। সোপোরে এনকাউন্টার থেকে পালিয়ে গিয়েছিল এই সন্ত্রাসীরাই। আইজিপি জানিয়েছেন, পাকিস্তানি হ্যান্ডলাররা স্থানীয় জঙ্গি আদিল হুসেন মীরের সঙ্গে লস্কর সন্ত্রাসী সংগঠনের দুই পাকিস্তানি জঙ্গিকে পাঠিয়েছিল, যারা ২০১৮ সাল থেকে পাকিস্তানে ছিল (এখন সবাই নিহত হয়েছে), অমরনাথ যাত্রায় নাশকতার পরিকল্পনা ছিল এই সন্ত্রাসীদের।

## ভারতে ৭-হাজারের নীচে নামল দৈনিক সংক্রমণ; সক্রিয় রোগী ০.১২ শতাংশ, মৃত্যু ৬ জনের

নয়াদিল্লি, ১৪ জুন (হি.স.): ভারতে একধাক্কায় ৭-হাজারের নীচে নামল দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারা দিনে) নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৬ হাজার ৫৯৪ জন। দেশে এই মুহূর্তে দৈনিক সংক্রমণের হার ২.০৫ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৫০,৫৪৮-এ পৌঁছেছে, শেষ ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ২,৫৫৩ জন। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১২ শতাংশ রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় করোনাভাইরাসের টিকা পেয়েছেন ১৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ১৮২ জন প্রাপক, ফলে ভারতে মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ১,৯৫, ৩৫,৭০,৩৬০ জনকে কোভিড টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫,২৪,৭৭৭ জন (১.২১ শতাংশ)। সোমবার সারা দিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৪,০৩৫ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,২৬,৬১,৩৭০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ।

## ত্রিপুরায়

● **প্রথম পাতার পর**

থেকে কংগ্রেস মুছে যাচ্ছে। তাই, সিপিএম এবং কংগ্রেসকে বহু সুযোগ দিয়েছেন। এবার তৃণমূল কংগ্রেসকে সুযোগ দিয়ে দেখবেন। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, বিজেপি ভাইরাসের জন্য তৃণমূল কংগ্রেস হচ্ছে ভ্যাক্সিন।

এদিন জি বি বাজারে সভায় অংশ নেওয়ার আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় মিছিল করেছেন। ওই মিছিলে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা আরো তৃণমূল নেতৃত্বও হেঁটেছেন।

## কলেজ ছাত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

মায়ের চিতার শুনে বাড়ির অন্যান্য সদস্য সহ প্রতিবেশীরা ছুটে আসেন।
সকলে মিলে তাকে উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। খবর পেয়ে পুলিশ হাসপাতালে ছুটে আসে। ময়না তদন্তের পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। তার অস্বাভাবিক মৃত্যুতে গোটা এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ অস্বাভাবিক মৃত্যু মামলা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

## গ্রেপ্তার

● **প্রথম পাতার পর**

আদালতে সোপর্দ করা হয় কল্যাণ দেবনাথকে।আদালত ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন এবং আই ও আসামিকে একদিন পর পর জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে যেতে পারবে বলে নির্দেশ দেন।

## শ্রমিকদের

● **প্রথম পাতার পর**

আজও একই সমস্যা দেখা দিলে তারা জামিরছড়া পঞ্চায়েত সচিবের সাথে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানান। কিন্তু কোন সদুত্তর না পেয়ে সচিব নিতাই দাস সহ সব অফিসকর্মীদের ভেতরে রেখে পঞ্চায়েত অফিসে তালা ঝুলিয়ে দেন বিক্ষোব্দ রেগা শ্রমিকরা। পরে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই তারা আনুমানিক দুপুর ১টা নাগাদ জামিরছড়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করেন। তাঁদের দাবী, ৮টা হইতে বেলা ২ টা পর্যন্ত তারা কাজ করতে রাজি, তবে তাদের প্রাপ্য পুরো মজুরি দিতে হবে। অবরোধের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসে মনু থানার পুলিশ সহ মনু ব্লকের আধিকারিকরা। আনুমানিক দীর্ঘ ২ ঘন্টা অবরোধের পর সমস্যা সমাধানের প্রতিশ্রুতি পেলে অবরোধ প্রত্যাহার করেন ক্ষুব্দ রেগা শ্রমিকরা। সাথে পঞ্চায়েত অফিসের তালাও খুলে দেন। রেগা শ্রমিকরা জানান, প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাজ না হলে পুনরায় জাতীয় সড়ক অবরোধ করবেন তাঁরা।

## চলতি বছর কাশ্মীরে নিকেশ ১০০ জঙ্গি, ২০ জনই পাক সন্ত্রাসী : আইজিপি

শ্রীনগর, ১৪ জুন (হি.স.): চলতি বছরের জানুয়ারি মাস থেকে এযাবৎ কাশ্মীরের বিভিন্ন প্রান্তে পৃথক এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে মোট ১০০ জন সন্ত্রাসবাদী। নিহত ১০০ জন সন্ত্রাসবাদীর মধ্যে ২০ জনই পাকিস্তানি। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে জুন মাসের মধ্যেই কাশ্মীরে যে সংখ্যক জঙ্গি নিকেশ হয়েছে, তা গত বছরের এই সময়ের নিরিখে অনেকটাই বেশি। কাশ্মীরের ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ পুলিশ (আইজিপি) বিজয় কুমারকে উদ্ধৃতি করে কাশ্মীর জোন পুলিশ সোমবার রাতে টুইট করে জানিয়েছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এখনও পর্যন্ত কাশ্মীরে পৃথক পৃথক এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ১০০ জন সন্ত্রাসবাদী। তার মধ্যে ২৯ জন বিদেশি। লস্কর-ই-তৈবা ও জৈশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সংগঠনের সবথেকে বেশি সন্ত্রাসী নিরস্ত্র হয়েছে। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, ২০২২ সালে এযাবৎ পৃথক পৃথক এনকাউন্টারে নিহত ১০০ জঙ্গির মধ্যে ৭১ জন স্থানীয় ও ২৯ জন বিদেশি। গত বছর এই সময়ে এই সংখ্যা ছিল ৫০ (৪৯ স্থানীয় ও এক বিদেশি)। লস্করের ৬৩ জঙ্গি ও জৈশের ২৪ জন নিকেশ হয়েছে। কাশ্মীরের আইজিপি বিজয় কুমার জানিয়েছেন, সন্ত্রাসীদের বেঁচে থাকার হার হ্রাস পাচ্ছে কাশ্মীরে।

## কৃষকদের

● **প্রথম পাতার পর**

অসুবিধা নেই এবং তারা পথ অবরোধ তুলে নেবে, না হলে পথ অবরোধ চলতে থাকবে। ঘটনা জানান কৃষকরা ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটি, জেলা শাসক, মহকুমা শাসক,ব্লক আধিকারিক এবং স্থানীয় দক্ষিণ সোনাইছড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এর প্রধান কে চিঠিও দেওয়া হয়েছে কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আজ পথ অবরোধ করতে হচ্ছে। রাস্তা সংলগ্ন সরকারি রাস্তা দখল করে পুকুরের পাড় তৈরি করে দিয়েছে পুকুর তৈরী কারী যদু পাল। তাই কৃষকদের দাবি প্রশাসন দ্রুত হস্তক্ষেপ করে সরকারি জায়গা উদ্ধার করে জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিতে। ঘন্টা দুয়েক পর খবর পেয়ে পুলিশ এবং রাস্তা নির্মাণকারী সংস্থা ঘটনাস্থলে আসে বলে জানা যায়।

## উপনির্বাচনে

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি জানিয়েছেন, আগামী ১৭ জুন নির্বাচনী প্রচারে অংশ নিতে তিনি যুবরাজনগর ও সুরমা বিধানসভা কেন্দ্রে যাবেন। চারটি আসনেই বিজেপি-র প্রতি মানুষের পূর্ণ সমর্থন রয়েছে বলে দৃঢ়তার সাথে বলেন সাংসদ বিনোদ সোনকর। সকল অংশের মানুষের কাছে যাবেন বলেও জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরার মানুষ কেবল একজন বিধায়ক নয়, মুখ্যমন্ত্রীকে নির্বাচিত করছেন। তাই বিজেপি-র কার্যকর্তা ও ভোটারদের মধ্যে রয়েছে দারুণ উৎসাহ। ইতিপূর্বে চারটি বিধানসভার মধ্যে তিনটি ছিল বিজেপি-র দখলে। এবারের নির্বাচনে চারটি আসনই বিজেপি-র দখলে আসবে বলে জোরের সঙ্গে দাবি করেন বিজেপি-র রাজ্য প্রভারি সাংসদ বিনোদ সোনকর।

## বিজেপি কার্যকর্তারা

● **প্রথম পাতার পর**

যাওয়া উচিত, বিজেপি কার্যকর্তাদের শক্তি দেখে তাঁরা ভয়ে বুঝতে পারছিলেন না। উপায় না দেখে দেশের মধ্যে জনবর্জিত কংগ্রেসে গিয়ে ঠাই নিয়েছেন। তাঁর কটাক্ষ, উত্তর প্রদেশে ১ লক্ষ ৫৬ হাজার বুথে কংগ্রেসের জামানত জব্দ হয়েছে। তাই, এখন দিনরাত পরিশ্রম করে উপনির্বাচনে এমন জয় ছিনিয়ে আনতে হবে, তাঁরা যেন ২০২৩ বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের স্বপ্ন দেখতে না পারেন।

তিনি এদিন পৃষ্ঠা প্রমুখদের পরামর্শ দেন, প্রত্যেকের ভোটারের কাছে যান এবং জানার চেষ্টা করুন কংগ্রেস ত্রিপুরাকে কি দিতে পেরেছে। গত সোয়া চার বছরে বিজেপি ত্রিপুরাকে দুর্নীতিমুক্ত এবং উন্নয়নের সরকার উপহার দিয়েছে। তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীদের জামানত জব্দ করতে হবে। উত্তরখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী ৫২ শতাংশ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছিলেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহাকে অন্তত ৫৫ শতাংশ ভোট পেয়ে জেতাতে হবে। প্রচন্ড বহুমতে জিটতেই হবে, কার্যকর্তা মনোবল এবং আত্মবিশ্বাস বাড়াতে বলেন তিনি।

এদিকে, আজ ৬ আগরতলা মন্ডলে পৃষ্ঠা প্রমুখ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, কার্যকর্তাদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখে নিশ্চিত আসন্ন উপনির্বাচনে এই কেন্দ্রে ভারতীয় জনতা পার্টি ঐতিহাসিক ফলাফল করবে।

তিনি বলেন, বিগত দিনে ত্রিপুরার মানুষের গড় আয় ছিল এক লক্ষ একশো চৌচল্লিশ টাকা। কোভিড পরিস্থিতি থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে ত্রিপুরার জনগণের গড় আয় এক লক্ষ একত্রিশ হাজার টাকা। তিনি আজ সুদীপ রায় বর্মণ ও আশীষ কুমার সাহাকে নাম উল্লেখ ছাড়াই নিশানা করে বলেন, আগরতলায় দুইটি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নরেন্দ্র মোদির বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা বিবেক ভোটের ডাক দিয়েছিলেন। যখনই উপনির্বাচন বা কোনো নির্বাচন হয়েছে তখনই তাঁরা দল এবং জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন। ২৫ বছর তাঁরাই ত্রিপুরার জনগণের সঙ্গে বেঈমানি করেছেন, তাঁদের শিক্ষা দিন।তাঁর দাবি, কংগ্রেস ও সিপিআইএমের মিতালী এখন লুকানোর নেই। কিছুদিন পরে তা আরো প্রকাশ্যে চলে আসবে। তিনি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে উদ্দেশ্য করে বলেন, কমিউনিস্টরা আপনার পরিবারের সাথে কি করেছে তা আপনি দেখেছেন। সেই জায়গায় বিজেপি সরকার জনজাতিদের জন্য যদি কিছু করে থাকে তাহলে আসুন, অশোকবাবুর সঙ্গে একই মঞ্চে এসে জনজাতি ভাই বোনদের আবেদন করি আমাদের সমর্থন করুন। তাঁর মতে, একমাত্র প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ত্রিপুরার জনজাতিদের জন্য তেরোশো কোটি টাকার বাজেট বরাদ্দ করেছেন, আগরতলা বিমানবন্দরের নাম মহারাজা বীর বিক্রমের নামে রেখেছেন, বড়মুরার নাম হাতাই কতর এবং গন্ডাছড়ার নাম গন্ডাতুইসা দিয়েছেন। সাথে তিনি যোগ করেন, ২৩ বছরের রিয়াং শরণার্থী সমস্যার সমাধানও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীই করেছেন।

# বিশ্বকাপে উঠে যাদের পাচ্ছে অস্ট্রেলিয়া

ফুটবল কত আজব ঘটনারই না জন্ম দেয়! গতকালই যেমন, প্রথম কিংবা দ্বিতীয় নয়, তৃতীয় গোলকিপার অ্যান্ড্রু রেডমাইনের হাতের জাদুতে টাইব্রেকারে পেরুকে হারিয়ে বিশ্বকাপের টিকিট জোগাড় করেছে অস্ট্রেলিয়া। ৩৩ বছর বয়সী এই গোলকিপার জাতীয় দলের হয়ে এর আগে সাকল্যে খেলেছিলেন মাত্র দুটি ম্যাচ। সেই গোলকিপারই দেশকে ভাসালেন আনন্দে। অস্ট্রেলিয়ায় নারীদের ফুটবলবিষয়ক সাংবাদিক সামাথা লুইসের টুইটেই অস্ট্রেলিয়ানদের আবেগের মাত্রাটা একটু হলেও আঁচ করা যায়, 'অ্যান্ড্রু রেডমাইনকে অস্ট্রেলিয়ায় আর কখনো নিজের টাকায় বিয়ার কিনতে হবে না!'

বিশ্বকাপে খেলতে পারার আনন্দটাই এমন, অপার্থিব। ক্রিকেটে সচরাচর বিশ্ব শাসন করলেও খেলাটা যখন ফুটবল, তখন অস্ট্রেলিয়ার কাছে বিশ্বকাপে খেলতে পারাটাই অনেক বড় কিছু। এবার টানা পঞ্চমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে যাচ্ছে দলটা, সব মিলিয়ে ষষ্ঠবারের মতো। কিন্তু কোন গ্রুপে সুযোগ পাচ্ছে 'সকারু'-রা?

বিশ্বকাপে গ্রুপ 'ডি' তে খেলবে অস্ট্রেলিয়া। যেখানে তাদের গ্রুপসঙ্গী গতবারের চ্যাম্পিয়ন ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও তিউনিসিয়া। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, গতবারও অস্ট্রেলিয়ার গ্রুপে ফ্রান্স আর ডেনমার্ক ছিল। আরও বেশি চমক জাগায় যেটা, গতবার অস্ট্রেলিয়ার গ্রুপের বাকি দলটার নাম ছিল পেরু, যে পেরুকে হারিয়ে গত রাতে বিশ্বকাপের টিকিট কেটেছে অস্ট্রেলিয়া!

গ্রুপসঙ্গী হিসেবে ফ্রান্সের নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্ডার আজিজ বেহিচের মনে প্রতিশোধের আগুন জ্বলে উঠেছে কি না, কে জানে। গতবার নিজেদের প্রথম ম্যাচে ফ্রান্সের কাছে ২-১ গোলে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। আতোয়ান গ্রিজমানের পেনাল্টি গোলে প্রথমে ফ্রান্স এগিয়ে গেলেও চার মিনিট পর ক্রিস্টাল প্যালেসের সাবেক মিডফিল্ডার মাইল ইয়েদিনাকের পেনাল্টি গোল সমতা ফেরায় অস্ট্রেলিয়া।

প্রথম ম্যাচে দুই পয়েন্ট হারানোর আশঙ্কায় ফ্রান্স যখন কাঁপছে, তখনই ফ্রান্সকে 'রক্ষা' করতে এগিয়ে আসেন এই আজিজ বেহিচ। অস্ট্রেলিয়ার এই ডিফেন্ডারের আত্মঘাতী গোলেই পুরো তিন পয়েন্ট নিয়ে সেদিন মাঠ ছাড়ে ফ্রান্স। আগামী ২২ নভেম্বর এই দুই দল নিজেদের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হবে আবারও। বেহিচ স্মৃতিকাতর না হয়ে কোথায় যাবেন!

ডেনমার্কের বিপক্ষে অবশ্য গতবার হারতে হয়নি সকারুদের। ওই মাইল ইয়েদিনাকের পেনাল্টি গোলের কল্যাণেই ডেনিশদের সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র নিয়ে মাঠ ছেড়েছিল অস্ট্রেলিয়া। এবার অবশ্য অস্ট্রেলিয়াকে বারবার উদ্ধার করার জন্য ইয়েদিনাক থাকছেন না, ভদ্রলোক ২০১৮ বিশ্বকাপের পরই অবসরে চলে যান।

ইয়েদিনাক না থাকলে কি হয়েছে, রেডমাইনরা তো আছেন!

# টাইব্রেকারে পেরুকে হারিয়ে কাতার বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়া

২০২২ বিশ্বকাপে চূড়ান্ত পর্বে আর বাকি রইল একটি জায়গা। কাতারের আল রায়ানে আহমাদ বিন আলী স্টেডিয়ামে আজ রাতে বিশ্বকাপ বাছাইপর্বে আন্তমহাদেশীয় প্লে-অফে পেরুকে টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হারিয়ে কাতারের টিকিট পেল অস্ট্রেলিয়া। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় মিলিয়ে ১২০ মিনিট ম্যাচটি গোলশুন্য ড্র ছিল।৩১তম দল হিসেবে কাতার বিশ্বকাপে নাম লেখাল অস্ট্রেলিয়া। বিশ্বকাপে 'ডি' গ্রুপে ফ্রান্স, ডেনমার্ক ও তিউনিসিয়াকে প্রতিপক্ষ হিসেবে পেল অস্ট্রেলিয়া। কাতারের মাঠেই নিশ্চিত হবে কাতার বিশ্বকাপ চূড়ান্ত পর্বের শেষ দল। আরেকটি আন্তমহাদেশীয় প্লে অফ থেকে নিউজিল্যান্ড না কোস্টারিকা? উত্তর জানা যাবে মঙ্গলবার রাতে। ম্যাচের অতিরিক্ত সময়ের ১০৭ মিনিটে পেরুকে গোলবঞ্চিত করে পোস্ট। বাঁ প্রান্ত থেকে বদলি নামা উইঙ্গার এডিসন ফ্লোরেসের ক্রসে হেড করেন অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ক্রিস্টিয়ান কুয়েভা। বল পোস্টে লেগে লক্ষ্যভ্রষ্ঠ হওয়ায় বেঁচে যায় অস্ট্রেলিয়া। তার আগে ১০১ মিনিটে ফ্লোরেসের শট রুখে দেন অস্ট্রেলিয়ার গোলকিপার ম্যাট রায়ান। রিয়াল সোসিয়েদাদের এই গোলকিপারকে ১২০ মিনিটে তুলে নিয়ে চমকে দেন অস্ট্রেলিয়া কোচ গ্রাহাম আর্নল্ড।

টাইব্রেকার মাথায় রেখে তিনি বদলি নামান সিডনি এফসির গোলকিপার অ্যান্ড্রু রেডমাইনকে। কোচের জুয়া কাজে লেগেছে। টাইব্রেকারে রেডমাইনের হাত থেকেই কাতারের টিকিট পেয়েছে অস্ট্রেলিয়া।প্রতিপক্ষ শট নেওয়ার আগে একটু নেচে নেন রেডমাইন। টাইব্রেকারে প্রথম দুটি শট ঠেকাতে পারেননি। তৃতীয়টি পোস্টে লেগে লক্ষভ্রষ্ঠ হয়।এরপর আরও দুটি শট ঠেকাতে ব্যর্থ হন রেডমাইন। কিন্তু শেষ শটটি ডান দিকে ঝাঁপিয়ে রুখে পেরুর অ্যালেক্স ভ্যালেরাকে হতাশা উপহার দেন রেডমাইন। তাঁকে ঘিরে বিজয়ের উল্লাসে মেতেছে অস্ট্রেলিয়া দল।

অস্ট্রেলিয়ার মার্টিন বয়েলের প্রথম শটটি রুখে দেন পেরুর গোলকিপার পেড্রো গ্যালেসা। পরের পাঁচটি শটেই লক্ষ্যভেদ করেছে অস্ট্রেলিয়া।ম্যাচের দুই অর্ধে তেমন ভালো খেলা উপহার দিতে পারেনি দুই দল। পেরু গোলপোস্টে কোনো শট রাখতে পারেনি। অস্ট্রেলিয়া দশবারের চেষ্টায় মাত্র দুটি শট পোস্টে রাখতে পেরেছে। ৮০ মিনিটের মধ্যে কোনো দলই বলার মতো আক্রমণ করতে পারেনি। শেষ দশ মিনিটে দুটি ভালো সুযোগ পেলেও কাজে লাগাতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। অতিরিক্ত সময়ে পেরুর এডিসন ফ্লোরেসের নেওয়া শটটাই ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার গোলপোস্টে তাঁদের একমাত্র আক্রমণ।শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেডিয়ামে ৩০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে ম্যাচটি খেলা হয়েছে। গরমের সঙ্গে ম্যাচের চাপও দারুণভাবে সামলেছেন অস্ট্রেলিয়ার বদলি গোলকিপার রেডমাইন। এর আগে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে প্রতিযোগিতামূলক টুর্নামেন্টে তিনি মাত্র এক ম্যাচ খেলেছেন, সেটাও নেপালের বিপক্ষে। অভিজ্ঞতায় ঘাটতি নিয়েই শেষ শটে পেরুকে ঠিকই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা উপহার দেন রেডমাইন।দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ থেকে পয়েন্ট টেবিলে পঞ্চম দল হিসেবে প্লে অফ খেলতে হয় পেরুকে। এশিয়ান বাছাইপর্বে তৃতীয় রাউন্ডে নিজেদের (বি) গ্রুপে তৃতীয় হওয়ায় অস্ট্রেলিয়াকে এশিয়ান প্লে অফ খেলতে হয়। গত সপ্তাহে সে ম্যাচে সংযুক্ত আরব আমিরাতকে ২-১ গোলে হারিয়ে আন্তমহাদেশীয় প্লে অফে উঠে আসে ''সকারুজ''রা।

# জিততে ভুলে গেছে ফ্রান্স

বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হিসেবে কাতার বিশ্বকাপে খেলবে ফ্রান্স। উয়েফা নেশনস লিগেও খেলছে আগের সংস্করণের চ্যাম্পিয়ন দল হিসেবে। কিন্তু এখন কি দিদিয়ের দেশমের হিসেবে কোথাও গড়মিল হচ্ছে?

পাঁচমাস পরই কাতার বিশ্বকাপ। নেশনস লিগ নামে ভারি না হলেও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি অন্তত নেওয়াই যায়। সেখানে ফ্রান্সের প্রস্তুতি যেমন হচ্ছে, ৪ ম্যাচে মাত্র ২ পয়েন্ট। দুটি ড্র, দুটি হার। জয় নেই! ''এ১'' গ্রুপের তলানিতে গিয়ে নেশনস লিগে চূড়ান্ত চার দলের তালিকায় নাম লেখাতে পারেনি বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। এই পতন আজ নিশ্চিত হলো নেশনস লিগে ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলের হারে।ম্যাচের ৫ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করেন ক্রোয়াট তারকা লুকা মদরিচ। আন্তে বুদিমিরকে বক্সে ফাউল করেন ফ্রান্সের ডিফেন্ডার ইব্রাহিম কোনাতে। পেনাল্টি থেকে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে ১৫২ তম ম্যাচে নিজের ২২তম গোলটি পেয়ে যান মদবি. চ।কিলিয়.ান এমবাপ্পে-করিম বেনজেমা জুটি শুরু থেকে খেললেও ফ্রান্সকে গোল এনে দিতে পারেননি। বদলি হয়ে নামা আঁতোয়ান গ্রিজমান-কিংসলে কোমানরাও ব্যর্থ হন। গত বছরের অক্টোবরে নেশনস লিগ জিতেছিল ফ্রান্স। মাত্র ২৪৬ দিনের ব্যবধানে সেই ফ্রান্স এখন গ্রুপপর্বে হাতে দুই ম্যাচ রেখে অবনমনের শঙ্কায়। নেশনস লিগে একাদশ নিয়ে বেশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন দেশম। ফ্রান্স কোচ কোনো ম্যাচেই সেরা একাদশ খেলাননি। কিলিয়ান এমবাপ্পে প্রথমার্ধে দুটি গোলের সুযোগ পেয়েছেন। কাজে লাগাতে পারেননি। ১৭ মিনিটে ক্রোয়াট উইঙ্গার জোসেফ ব্রেকালোও গোলের ভালো একটি সুযোগ নষ্ট করেন। বিরতিতে দুটি পরিবর্তন এনেও গোল পাননি দেশম। অরেলিয়াঁ চুয়ামেনি ও বেনজামিন পাভার্দকে নামান বদলি হিসেবে।বিরতির পরও গোলের সুযোগ পেয়েছেন এমবাপ্পে। ক্রোয়াট গোলকিপার ইভিকা ইভুচিচ দারুণ কিছু সেভ করেন। ম্যাচ শেষ হওয়ার ১০ মিনিট আগে গ্রিজমানকেও তুলে নেন দেশম। মাত্তেও গুয়েনদোজিকে নামিয়েছেন, কিন্তু গোল পাননি। ২৩ ম্যাচ পর ফ্রান্স এই প্রথম গোল করতে ব্যর্থ হলো। স্তাদে দে ফ্রান্সে শেষ বাঁশি বাজার পর উল্লাস করেছে প্রায় হাজারখানেক ক্রোয়াট সমর্থক। ফ্রান্সের বিপক্ষে দেশের ইতিহাসে এটাই যে প্রথম জয়!

হারের পর বেশি বেশি ম্যাচ খেলা ও ক্লান্তিকে দুষেছেন ফ্রান্স কোচ দেশম, ''ফল বিচারে জুন মাসটা ভালো না। প্রতিপক্ষের সঙ্গে লড়তে যথেষ্ট শক্তি ও দৃঢ়তা আমাদের ছিল না। আমরা কিছুটা আত্মবিশ্বাস হারিয়েছি বটে, তরতাজা হয়ে ফিরলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। অনেক ম্যাচ খেললে কাজটা কঠিন হয়ে পড়ে।''এই গ্রুপের অন্য ম্যাচে অস্ট্রিয়াকে ২-০ গোলে হারায় ডেনমার্ক। ৪ ম্যাচে ৯ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের শীর্ষে ডেনিশরা। সমান ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে ক্রোয়েশিয়া। তিনে থাকা অস্ট্রিয়ার সংগ্রহ ৪ পয়েন্ট। সেপ্টেম্বরে শেষ দুটি ম্যাচ খেলবে ফ্রান্স।

## অমরপুর ক্রিকেট এলিমেনটরের ম্যাচে বুধবার মালবাসা আর.সি.সি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আজ। তাতে আর সি সি খেলবে মালবাসা প্লে সেন্টারের বিরুদ্ধে। বুধবার এলিমেনটরে খেলবে ওই দুই দল। রাঙ্গামাটি স্কুল মাঠে হবে ম্যাচটি। ম্যাচের বিজয়ী দল দ্বিতীয় কোয়ালিফাইং ম্যাচে খেলার সুযোগ পাবে। আজ ম্যাচের বিজয়ী দল কোয়ালিফাইং এর দ্বিতীয় ম্যাচে খেলবে দেবার্পিত ক্রিকেট আকাদেমির বিরুদ্ধে। ১৭ জুন হবে ম্যাচটি। একঝাঁক তরুণ ক্রিকেটারদের নিয়ে গড়া আর সি সি আজ ফেভারিট হিসাবেই মাঠে নামবে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে দুর্বল ফিল্ডিং এর জন্য হারতে হলেও দুদিনের অনুশীলনে ভুলগুলো অনেকটা শুধরে নিয়েছে বলে জানা গেছে। তবে মালবাসা প্লে সেন্টারের ক্রিকেটাররা বিনা লড়াইয়ে এক ইঞ্চি জমি ছাড়তে নারাজ। ফলে লড়াই হবে জমজমাট তা বলাবাহুল্য। আসরের ফাইনাল ম্যাচ হবে ১৯ জুন।

# উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্লাব ক্রিকেট সেমিফাইনালে বুধবার কিল্লা বরক - বিবেক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। সেমিফাইনালের লাইনআপ চূড়ান্ত। উদয়পুরে প্রসেনজিৎ স্মৃতি সিনিয়র লিগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের খেলা পুনরায় শুরু হচ্ছে। উদয়পুরে সিনিয়র লিগ ক্রিকেটের সেমিফাইনাল ম্যাচ আগামীকাল থেকে শুরু হচ্ছে। আগামীকাল, বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে কিল্লা বরক কোচিং সেন্টার খেলবে বিবেক সংঘের বিরুদ্ধে। খেলা হবে জামজুড়ি মাঠে। শুরু সকাল ন''টায়। দ্বিতীয় সেমিফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে ১৬ জুন, বৃহস্পতিবার। এতে রাজারবাঘ প্লে সেন্টার খেলবে বিক্রিয়েশন সেন্টারের বিরুদ্ধে। খেলা একই জামজুড়ি মাঠে। ওই দিন সকাল ৯ টায়। উল্লেখ্য, ৭ এপ্রিল থেকে ৮ দলীয় সিনিয়র লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট শুরু হয়েছিল। পয়েন্টের ভিত্তিতে সেরা চার দলকে নিয়ে হচ্ছে সেমিফাইনাল পর্যায়ের খেলা। ৪ জুনে লিগের খেলা শেষ হয়েছিল। অতঃপর বৃষ্টি এবং আবহাওয়া জনিত কারণে নয় দিন টুর্নামেন্টের খেলা স্থগিত রাখার পর আগামীকাল থেকে পুনরায় শুরু হচ্ছে। উদয়পুর ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সিনিয়র লিগ ক্লাব লীগ ক্রিকেট অর্থাৎ প্রসেনজিৎ স্মৃতি ক্লাব ক্রিকেট টুর্নামেন্ট ঘিরে এলাকায় ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে।

# ভালো খেলার প্রত্যাশায় ত্রিপুরার মহিলা ফুটবলাররা এখন আসামে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। ভালো খেলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দল। আসমের সোনাপুরের উদ্দেশ্যে। বাসন্তি রিয়াং এর নেতৃত্বে। মঙ্গলবার দুপুরে সড়কপথে রওয়ানা হলো ত্রিপুরা দলের মহিলা ফুটবলাররা। ওই রাজ্যে অনুষ্ঠিত হবে অনূর্ধ-১৭ জাতীয় জুনিয়র বালিকাদের ফুটবল প্রতিযোগিতা। আসরে ত্রিপুরাকে রাখা হয়েছে 'এফ' গ্রুপে। ওই গ্রুপে ত্রিপুরা ছাড়া রয়েছে চন্ডিগড়, ওড়িশা, মহারাষ্ট্র এবং দাদরা এবং নগর হাবেলী। ১৮ জুন ত্রিপুরার প্রথম প্রতিপক্ষ মহারাষ্ট্র, ২০ জুন চন্ডিগড়, ২২ জুন দাদরা এবং নগর হাবেলী, এবং ২৪ জুন গ্রুপে নিজেদের শেষ ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে ওড়িশার বিরুদ্ধে। গ্রুপ থেকে একটি দল কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার ছাড়পত্র পাবে। এদিন দুপুরে রাজ্য ছাড়ার আগে ত্রিপুরা দলের প্রতিটি ফুটবলারকে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী লক্ষ্য করা গেছে। ভালো খেলা উপহার দিতে প্রতিটি ফুটবলারই বদ্ধপরিকর। তবে মাত্র এক সপ্তাহের প্রশিক্ষণে ত্রিপুরা আসরে কতটা ভালো ফলাফল করতে পারবে তা নিয়েও কিছুটা সন্দেহ রয়েছে। রাজ্যদলের কোচ শুভেনজিৎ সিনহা ভালো ফলাফল করা নিয়ে যথেষ্ট আশাবাদী। বুধবার ত্রিপুরা দলের ফুটবলাররা রিপোর্ট করবে সোনাপুরে। ফলে মহারাষ্ট্র ম্যাচের আগে দুদিন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে গোটা দল। ত্রিপুরা দল: টেরেসা ডার্লং, সুয়ারি দেববর্মা, শিবি দেববর্মা, জিবীকা দেববর্মা,বুধুলক্ষ্মী দেববর্মা, বাসন্তি রিয়াং (অধিনায়িকা), কবিতা দেববর্মা (সহ অধিনায়িকা), রেজিনা ডার্লং, লালনুনগাইয়ালি ডার্লং, শায়ারি ত্রিপুরা, শর্মিলা মুন্ডা, মানিনা জমাতিয়া, ইলি হালাম, আলিশা দেববর্মা, মৌসুমী মুন্ডা, স্নেহা দেবনাথ, কল্পনা নায়েক, ত্রিশা দাস, লক্ষ্মী দেবনাথ, অনিতা কুমারী জমাতিয়া, রেশ্মি কলই, শুয়ারি দেববর্মা। কোচ: শুভেনজিৎ সিনহা, সুশান্ত দেববর্মা। ম্যানেজার: দ্রুপতি দেববর্মা।

# রঞ্জি সেমিফাইনাল, হিমাংশুর অপরাজিত শতরান : বড় স্কোরের লক্ষ্যে মধ্যপ্রদেশ

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।সারা দিন ব্যাট করে অপরাজিত হিমাংশু। মধ্যপ্রদেশের ক্রিকেটার। খেলছে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনাল ম্যাচ। প্রতিপক্ষ বেঙ্গল তথা সিএবি। আলো''র ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খেলা। শুরু হয়েছে আজ থেকে। পাঁচ দিনের ম্যাচ। সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে মধ্যপ্রদেশ প্রথমে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। দিনভর খেলে ৮৬ ওভারে মধ্যপ্রদেশ ২৭১ রান সংগ্রহ করেছে। দলের পক্ষে ওপেনার হিমাংশু মন্ত্রীর অপরাজিত ১৩৪ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য।এছাড়া, অক্ষত রঘুবংশী ৬৩ রান সংগ্রহ করেছে। সারাদিনে ৮৬ ওভার খেলে মধ্যপ্রদেশ ৬ উইকেট হারিয়ে ২৭১ রানে থেমেছে। হিমাংশু ওপেন করতে নেমে দিনভর ব্যাট চালিয়ে ২৮০টি বলের মুখোমুখি হয়েও অপরাজিত রয়েছে। ইতিমধ্যেই ১৫টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১৩৪ রানে অপরাজিত থেকে নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় থাকবে। অক্ষত ৮১টি বল খেলে ৮টি বাউন্ডারি ও দুটি ওভার বাউন্ডারি মেরে ৬৩ রান সংগ্রহ করেছে। হিমাংশুর সঙ্গে উইকেটে রয়েছেন পুনীত পান্ডে, ব্যক্তিগত নয় রানে। বাংলার বোলার মুকেশ কুমার ৪৫ রানে এবং আকাশদীপ ৫৫ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছে। এছাড়া শাহবাজ ও প্রদীপ্ত প্রামাণিক পেয়েছে একটি করে উইকেট।

# লংতরাই ভ্যালিতে ক্রিকেট : ভিজেডি-তে জিতে কল্পতরুর সুপার ফোর নিশ্চিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়েছে কল্পতরু ট্রাস্ট। হারিয়েছে আইতরমা ক্লাবকে। যদিও আইতরমা ক্লাব ইতিমধ্যে সুপার আটের খেলায় পরপর দুই ম্যাচ জিতে সুপার ফোর-এর লক্ষ্যে টিকিট নিশ্চিত করে নিয়েছে। আজ, মঙ্গলবার গুরুত্বপূর্ণ খেলায় কল্পতরু ট্রাস্ট ৩১ রানের ব্যবধানে জয়ী হয়ে দ্বিতীয় শীর্ষে উঠে এসেছে। এর সৌজন্যে সুপার ফোর-এ খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। যদিও বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে কল্পতরু ট্রাস্ট ভিজেডি মেথডে এই জয় পেয়েছে। খেলা ছিল দামছড়ায় হুঁকো তুইসা গভর্ণমেন্ট ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল গ্রাউন্ডে। বৃষ্টি জনিত কারণে ওভার সংখ্যা এমনিতেই কমিয়ে ৩২ করা হয়েছিল। টস জিতে আইতরমা ক্লাব প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। কল্পতরু ট্রাস্ট প্রথমে ব্যাটিংয়ের সুযোগ পেয়ে ৩১.৫ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ১৫৫ রান সংগ্রহ করে। দলের পক্ষে লঙ্কারাজ চাকমা সর্বাধিক ২৭ রান পায়। এছাড়া, ত্রিরত্ন চাকমার ২৪ রান কিছুটা উল্লেখ করার মতো। আইতরমা ক্লাবের সুরজিৎ ত্রিপুরা তিনটি এবং মনিলাল ত্রিপুরা ও চান বিকাশ ত্রিপুরা দুটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে আইতরমা ক্লাব ২৩.৩ ওভার খেলে সবকটি উইকেট হারিয়ে ৯৮ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে মনিলাল ত্রিপুরা সর্বাধিক ৪৩ রান পায়। কল্পতরু ট্রাস্টের সৌরভ চাকমা ২২ রানে ৪টি এবং সহেল দেববর্মা ১০ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছে। দুর্দান্ত বোলিং-এর স্বীকৃতি স্বরূপ সৌরভ পেয়েছে ম্যান অফ দ্য ম্যাচের খেতাব। আগামীকাল খেলা রয়েছে ঐকতান ক্লাব বনাম বুলেট ক্লাবের মধ্যে।

## ভলিবলের আবাসিক শিবির সম্পন্ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। শেষ হলো আবাসিক শিবির। রাজ্য ভলিবল সংস্থার উদ্যোগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামের সামনের ভলিবল মাঠে রাজ্যের বিভিন্ন জেলার ১৪ জন প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বাছাই করে হয় ওই শিবির। সংস্থার বার্ষিক কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ওই শিবিরের আয়োজন। লক্ষ্য একটাই, প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের উন্নতি করা। প্রতিদিন দুবেলা করে হয়েছে শিবির। ৬ দিন ব্যাপী ওই শিবিরের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকজন প্রতিভাবান খেলোয়াড় কোচদের নজর কেড়েছে বলে জানা গেছে। আগামীদিনেও ওই প্রয়াস বজায় থাকবে বলে জানান রাজ্য ভলিবল সংস্থার কার্যকরি সচিব চন্দন সেন। তিনি বলেন,'রাজ্যের ভলিবল খেলোয়াড়দের উন্নতি করাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। তা মাথায় রেখেই আমরা কাজ করে চলছি'। শিবিরে থাকা খেলোয়াড়রা হলো: বীরু দেববর্মা,নবীন কুমার সরকার, নিরুপম নাথ, রিমন দাস, দীপু জমাতিয়া, আদর্শ দেববর্মা, অনিক ঘোষ, আর্বিন সিনহা, জুয়েল দেববর্মা,রাহুল মিঁয়া, সিন্দুরাই জমাতিয়া এবং পবন কুমার শাহ।

## অনূর্ধ-১৬ দ্বিতীয় পর্বের শিবিরে ২৬ ক্রিকেটার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।। দ্বিতীয় পর্বের শিবিরে ডাক পেলো ২৬ জন ক্রিকেটার। ১৫ জুন থেকে শুরু হবে অনূর্ধ-১৬ ওই শিবির। দ্বিতীয় পর্বের শিবিরে ডাক পেলো মহকুমার ক্রিকেটাররা। বাছাই করা ক্রিকেটারদের ১৫ জুন দুপুর ১২ এম বি বি স্টেডিয়ামে চিফ কোচ গৌতম সোমের কাছে রিপোর্ট বলা হয়েছে। আগামী মরশুমে অনূর্ধ-১৬ বিজয় মার্চেন্ট ট্রফি ক্রিকেটে ভালো ফলাফলের লক্ষ্যেই ওই শিবিরের উদ্যোগ বলে জানা গেছে। শিবিরে ডাক পাওয়া ক্রিকেটাররা হল:অনিশ দাস, সুব্রত চক্রবর্তী, কনভ চক্রবর্তী, রাজেশ পাল, সঞ্জয় সরকার, শুভ্রজিৎ ভৌমিক, সন্দীপ শীল, শৌভিক চক্রবর্তী, কার্তিক পাল, অভিক পাল, রিয়াজুল ইসলাম, জুয়েল আহির, রুবেল আহমেদ, দীপঙ্কর ঋষি দাস, বিশাল দাস, দ্বীপজয় সিনহা, দেবব্রত ঋষি দাস,কুশ রায়, সুরজ গুরুং,আকাশ নাথ, ইমন ত্রিপুরা, ধোনি রিয়াং, আয়ুষ শ্যামল দেবনাথ, গৌরব রায়, শুভজিৎ সূত্রধর এবং শরিপ উদ্দিন। চিফ কোচ: গৌতম সোম, কোচ: রাশুদেব দত্ত, সুজিৎ রায়, সুবল চৌধুরি, সন্দীপ ব্যানার্জি, অনুপ কুমার দাস, দেবব্রত চৌধরি, অনুপম দে। ট্রেণার: উত্তম কুমার দে, অজিতাভ নাথ, সুখেন্দু দে। ফিজিও রাজন চৌধুরি।

**NOTIFICATION**

Notification is hereby issued for information to all ST students/candidate concerned that the Ministry of Tribal Affairs (MoTA), Govt. of India has invited online applications for the National Overseas Scholarship Scheme (NOS) from ST candidates for the year 2022-23. Interested candidates may apply through Ministry online portal https://overseas.tribal.gov.in within 30th July 2022.

The scheme provides financial assistance to selected ST students for pursuing higher studies i.e Master Degree, Ph.D and Post-Doctoral research programme abroad.

There are 20 slots/awards available for National Overseas Scholarship for each year, out of which 6 slots/awards are available for girls.

**Eligibility Criteria:** Candidates applying for the National Overseas Scholarship should fulfil the requirements given below:-

**I. Educational Qualification :**

• **For Post-Doctoral :** 55% marks or equivalent grade in relevant Master's Degree and Ph.D. Preference would be given to the experienced candidates, especially to those who areon lien with their existing post and employer.

• **For PhD :** 55% marks or equivalent grade in relevant Master's Degree. Preference would be given to the experienced candidates, especially to those who are on lien with their existing post and employer.

• **For Master's Degree :** 55% marks or equivalent grade in relevant Bachelor's Degree. Preference would be given to the experienced candidates, especially to those who are on lien with their existing post and employer.

**II. Age:** The age of candidate should not be more than 35 years as on 1st July, 2022 of the relevant year of the award.

**III.** Parental/ family income from all sources should not exceed Rs.6.00 lakhs per annum.

**IV.** Children Criteria: Only one child from the same parent can get the benefit of the Scholarship.

For more details candidates may visit Ministry's portal **https://overseas.tribal.gov.in.**

Sd/-(Dr. Vishal Kumar, IAS)
Director, Tribal Welfare
Govt. of Tripura.

ICA/D/398/22

**PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 05/EE/SNM/PWD/2022-23, Dt : 10/06/2022.**

The Executive Engineer, Sonamura Division, PWD(R&B), Sonamura, Sepahijala, Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' 'percentage rate e-tender' up to 3.00 P.M. on 02/07/2022 for the following works:

| Sl No | Name of work | Estimated Cost | Earnest Money | Time for Completion |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DNIT No. 21/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 23,44,329.00 | Rs. 46,887.00 | 180 days |
| 2 | DNIT No. 22/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 24,25,578.00 | Rs. 48,512.00 | 180 days |
| 3 | DNIT No. 23/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 23,63,943.00 | Rs. 47,279.00 | 180 days |
| 4 | DNIT No. 24/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 12,86,171.00 | Rs. 25,723.00 | 180 days |
| 5 | DNIT No. 25/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 24,25,455.00 | Rs. 48,509.00 | 180 days |
| 6 | DNIT No. 26/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 24,23,525.00 | Rs. 48,471.00 | 180 days |
| 7 | DNIT No. 27/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 24,24,079.00 | Rs. 48,482.00 | 180 days |
| 8 | DNIT No. 28/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 14,48,985.00 | Rs. 28,980.00 | 180 days |
| 9 | DNIT No. 29/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 24,23,194.00 | Rs. 48,464.00 | 180 days |
| 10 | DNIT No. 30/EE/SNM/PWD/2022-23. | Rs. 14,56,249.00 | Rs. 29,125.00 | 180 days |
| 11 | DNIT No. 11/EE/SNM/PWD/2022-23. /2nd Call. | Rs. 20,06,689.00 | Rs. 40,134.00 | 180 days. |

*For more tender details please visit the websites: https://tripuratenders.gov.in*

Sd/ - (Er. S. Paul)
Executive Engineer
Sonamura Division, PWD(R&B)
Sonamura, Sepahijala, Tripura

ICA/C/895/22

# প্রধানমন্ত্রীর যোগা দিবসের টিমে বিপ্লব, দায়িত্ব নয় রাজ্যের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর যোগা দিবসের টিমে বড় দায়িত্ব পেয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব। তাঁকে নয়টি রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যোগা দিবস উদযাপনে সমস্ত রাজ্যের জন্য বিশেষ টিম তৈরি করেছেন। সাংসদ দিলীপ সায়কিয়াকে আহ্বায়ক বানিয়ে ছয় জনের ওই টিমে রয়েছেন বিপ্লব কুমার দেবও। সকলকেই বিভিন্ন রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী বিহার, ত্রিপুরা, অরুনাচল প্রদেশ এবং নাগাল্যান্ডে যোগা দিবসের দায়িত্বে রয়েছেন সাংসদ দিলীপ সাইকিয়া। এছাড়া সহ-আহ্বায়ক রীতুরাজ সিনহাকে উত্তর প্রদেশ, রাজস্থান এবং হরিয়ানার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সাংসদ সুনিতা দোগ্গল জম্মু-কাশ্মীর, লাদাখ, পঞ্জাব, চণ্ডিগড়, উত্তরাখন্ড, হিমাচল প্রদেশ এবং দিল্লির দায়িত্ব পেয়েছেন। তেমনি সাংসদ সি পি যোশী গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিসগড়, দমন ও দীউ এবং দাদরা ও নগর হাবেলি, মহারাষ্ট্র এবং গোয়ার দায়িত্বে রয়েছেন। এদিকে, নরেন্দ্র সাবালকর কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, পুডুচেরি, কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলেঙ্গানা ও লাক্ষাদ্বীপের দায়িত্ব পেয়েছেন। তাছাড়া, বিধায়ক বিপ্লব কুমার দেব পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, অসম, মণিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, সিকিম এবং আন্দামান ও নিকোবারের দায়িত্বে রয়েছেন।

# গবাদি পশু নিয়ে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে তুমুল ঝগড়া, রক্তাক্ত মহিলা

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** গবাদি পশু চড়ানোর ঘটনাকে কেন্দ্র তুমুল ঝগড়ায় রক্তারক্তি কান্ড ঘটেছে। ধারালো অস্ত্রের আঘাতে এক প্রতিবেশী অপর প্রতিবেশীকে রক্তাক্ত করেছেন। ঘটনা সোমবার বিকেলে খোয়াই থানাধীন পূর্ব জাম্বুরা গ্রামে। জানা যায়, এলাকার জনৈক পরেশ চন্দ্র দেবনাথের গবাদি পশু এদিন বিকেলে প্রতিবেশীর বাড়িতে ঘাস খাচ্ছিল। নিজের গবাদি পশু প্রতিবেশীর বাড়িতে দেখতে পেয়ে পরেশ চন্দ্র নাথের স্ত্রী দিপালী দেবনাথ(৩৬) ছুটে যান। কিন্তু গবাদি পশু নিয়ে আসার সময় দেখে পেলেন প্রতিবেশী পরিতোষ দেবনাথ(৫৫)। তিনি তখনই ঘর থেকে ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে বের হয়ে দিপালী দেবনাথের উপর আক্রমণ করেন ও ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেছেন বলে অভিযোগ। তাতে তিনি মাথায় ও পেটে আঘাত পান এবং রক্তাক্ত হন।আহত মহিলাকে পরিবারের লোকজন খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। অস্ত্রের আঘাতে দিপালী দেবনাথের মাথা ক্ষত হয়েছে। মাথায় আটটি সেলাই দিতে হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে। তিনি বর্তমানে খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। যদিও এখন পর্যন্ত পুলিশে কোন অভিযোগ জমা পড়ার খবর নেই।

# কল্যাণপুরে চালু হল বিকল থাকা ৩৩ কেভি ট্রান্সফরমার

**নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ জুন।।** অবশেষে কল্যাণপুর বিদ্যুৎ সাব স্টেশন অফিসে চালু হলো দীর্ঘদিন ধরে বিকল থাকা ৩৩ কেবি ট্রান্সফরমার। এতে করে সুবিধা হবে আপামর জনসাধারণের। খবরে বেশ খুশি কল্যাণপুরের বিদ্যুৎ কর্মীরাও। বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে জানা যায় গত ২০১৯ সালের কালীপুজোর দিন রাতে হঠাৎ করে বিকল হয়ে যায় কল্যাণপুরে ৩৩ কে ভি ট্রান্সফর্মার। দুটো বড় ট্রান্সফর্মার আছে। তার মধ্যে হঠাৎ করে একটি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে বিকল হয়ে যাওয়ায় বেশ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমকে। কেননা বারবার বিদ্যুৎ লাইনে ফল্ট তৈরি হয়। মানুষ কল্যাণপুরের বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়ে বিভিন্ন কটুক্তি করতে থাকেন বিভিন্ন সময়ে। কারণ তেত্রিশ কেবি ট্রান্সফরমার খারাপ হবার কারণে সঠিক সময়ে বিদ্যুৎ আসতো না কল্যাণপুর সাব-স্টেশনে। কারণ কল্যাণপুরে ৩৩ কেভি লাইন দিয়ে যদি বিদ্যুৎ না আসে তবে গোটা কল্যাণপুর এলাকায় অন্ধকারে নিমজ্জিত হয় থাকতে হতো। অন্যদিকে আবার যদি বা বিদ্যুৎ আসতো প্রতিদিন পিক আওয়ারে লোড সামাল দিতে বেশ বেগ পেতে হতো কল্যাণপুর বিদ্যুৎ নিগমের কর্মীদের। যাই হোক মানুষের দাবি মেনে কয়েকদিন পূর্বে ৩৩ কেভি ট্রান্সফরমারটি আগরতলা থেকে সারাই করে কল্যাণপুরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু একটি যন্ত্রাংশ কলকাতা থেকে আনতে হয়। এতদিন আসেনি। আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার সকালে একটি যন্ত্রাংশ কলকাতা থেকে এনে লাগান ট্রান্সফরমারে দুইজন ইঞ্জিনিয়ার। তারপর নারকেল ভেঙ্গে পূজা পাঠ করে চালু করা হয় বিকল ট্রান্সফরমারটি। এখন থেকে তেমন আর বিদ্যুতের সমস্যা হবে না বলে জানান এক আধিকারিক। ছিলেন ডিজিএম এবং কল্যাণপুর নিগমের সিনিয়র ম্যানেজার, ম্যানেজার ,সহ অন্যান্য কর্মীরা। তবে বিদ্যুতের সমস্যা কল্যাণপুরে লেগেই থাকে। গ্রাহকরা চায় আরো উন্নত পরিষেবা। এদিকে হয়তো সচেষ্ট হবেন বিদ্যুৎ নিয়ম।

# স্কুল ড্রেস বানানোকে ঘিরে পানিসাগরের স্থানীয় ট্রেইলারদের ক্ষোভ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ জুন।।** বিদ্যাজ্যোতি স্কুলে ড্রেস বানানোকে ঘিরে স্থানীয় ট্রেইলারদের মাঝে চরম ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।ঘটনা উওর জেলার পানিসাগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়ে। জানা গেছে, পানিসাগর দ্বাদশমান বিদ্যালয়টিকে সি,বি,এস,ই, এর আওতায় এনে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পের অধিনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।এই মর্মে বিদ্যালয়টির পরিকাঠামোগত দিকের তেমনটা পরিবর্ত করা না হলেও সি,বি,এস, ই, তে অন্তর্ভুক্তির কারণে নুতন ইংরেজি মাধ্যম সহ প্রথম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীতে পাটরত ছাত্র ছাত্রিদের স্কুল ড্রেস সহ আনুসাঙ্গিক কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে।এরই ফলশ্রুতিতে বিগত কিছুদিন পুর্বে গ্রীষ্মকালীন বন্ধের প্রাক মুহুর্তে বিদ্যালয় কতৃপক্ষ স্কুল ড্রেস সহ টাই এবং বেল্টের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে পানিসাগর স্কুলে একটি আলোচনা সভার মাধ্যমে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়।অথচ গ্রীষ্ম কালীন বন্ধের পর বিগত আট ই জুন স্কুল খোলার পর মোবাইল মারফৎ সামাজিক মাধ্যমে দেখতে পান যে,বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক পানিসাগরের বিমল ট্রেইলার নামক একটি দোকানের নাম উল্লেখ করে ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে নতুন ড্রেসের বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন।তাতেই পানিসাগরের ট্রেইলারিং জীবিকায় কর্মরত কর্মীদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়।স্থানীয় ট্রেইলারদের অভিযোগ, বিগত প্রায় পাঁচ থেকে সাত বছর পুর্বে গোটা স্কুলটির ড্রেস পরিবর্তন করার সময় তৎকালীন প্রধান শিক্ষক নরেন্দ্র কুমার দাসের নেতৃত্বে স্কুল পরিচালন কমিটি সহ পানিসাগরের সকল ট্রেইলারদের চিঠি মারফত আমন্ত্রণ জানিয়ে আলোচনা পুর্বক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিলো।কিন্তু এবারের ক্ষেত্রে তাদেরকে না জানিয়ে স্কুল কতৃপক্ষ বিমল ট্রেইলার নামক প্রতিষ্টানের কর্নধারকে নিয়ে নতুন ড্রেসের বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়াতে পানিসাগরের অন্যান্য টেইলারগন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেন।এমনকি স্কুলের কতিপয় শিক্ষকদের সহায়তায় বিমল ট্রেইলার নামক দোকানের ভিজিটিং কার্ড সহ কাপরের নমুনাও ছাত্র ছাত্রীদের মধ্যে বিলি করার জন্য স্কুলে দেওয়া হয়।এ নিয়ে সোমবার স্থানীয় ট্রেইলারদের একটি প্রতিনিধি দল পানিসাগর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক সঞ্জিত ভট্টাচার্যের সাথে সাক্ষাত করেন।ভার প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সবকিছু শুনে ড্রেসের চুড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা স্বীকার করলেও ভিজিটিং কার্ডের বিষয় সমন্ধে কিছু জানেন না বলে জানান।তিনি আরো জানান, পানিসাগর স্কুলটিকে বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তি করার পরবর্তীতে বিভিন্ন ধরনের নীতি নির্দেশিকার বিষয় গুলোকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে সময় সঙ্কুলানের দরুন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি ঐ সময়ে পানিসাগরের বিমল ট্রেইলার নামক দোকানের মালিক নিজে থেকেই নতুন ড্রেস সহ আনুসাঙ্গিক দ্রব্যের নমুনা দেখানোতে তাকেই তড়িঘড়ি দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।পরবর্তীতে এদিন সকলের উপস্থিতিতে এক আলোচনা সভার মাধ্যমে পুনরায় ঐ ড্রেস গুলোকে বহাল রেখে স্কুল কতৃপক্ষ ছাত্র ছাত্রী সহ অভিবাবকদের বিষয়টি মাথায় রেখে প্রথম এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর নতুন ড্রেসের কার্যকরীর সময় সীমা বর্তমান শিক্ষাবর্ষে শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেয়।তবে এই সিদ্ধান্ত আগামী শিক্ষা বর্ষের শুরুর আগ পর্যন্ত বহাল থাকবে বলে লিখিত রেজুলেশন মোতাবেক গৃহীত হয়।এতে ট্রেইলারিং প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন সুবোধ রায়, নিলোৎপল দাস,দিলীপ কুমার দাস,সুভেন্দু দাস,মোহিত দাস প্রমুখ। পাশাপাশি শিক্ষকদের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন রাজিব দেব,দিপক দাস,সঞ্জিত ভট্টাচার্য, অনিন্দ চাকমা,কৃষ্ণপদ রায় এবং চিন্ময় নাথ।

# মধুপুরে আইনি সচেতনতা শিবির

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** রবিবার আয়োজিত আইনি সচেতনতা শিবিরে শিশু শ্রম এবং আইনি প্রতিকার বিষয়ে আলোচনা করেন আইনজীবী লিপিকা দে সরকার। বিশালগড় মহকুমা আইনসেবা কমিটির উদ্যোগে মধুপুরে আইনি সচেতনতা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বলেন বর্তমানে শিশু শ্রমের ঘটনা হ্রাস পেয়েছে। তা পুরপুরি বন্ধ করতে হবে। শিক্ষা এখন অবৈতনিক। স্কুলের বই পোশাক সরকারি ভাবে দেয়া হচ্ছে। মিড ডে মিলের ব্যবস্থা রয়েছে। কাজেই শিশু কিশোরদের কাজে নয়, স্কুলে পাঠান। যে সকল ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, কলকারখানায় শিশুদের শ্রমিক হিসাবে কাজ করায় তাদের বিরুদ্ধে আইনি প্রতিবিধান রয়েছে। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গ্রামের গ্রাম প্রধান রত্না সরকার।

# বিজেপিকে সহযোগিতা করতে তৃণমূল রাজ্যে এসেছেঃ গোপাল রায়

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল রায়। উনার কথায়, রাজ্যে বিজেপিকে সহযোগিতা করতে তৃণমূল কংগ্রেস এসেছে। আরো দুবার তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে এসে পরাজিত হয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনে পরাজিত হয়ে আবার চলে গেছে। আবার নির্বাচনের আগে তারা রাজ্যে এসেছে কংগ্রেসের ভোট কাটার জন্য। যাতে বিজেপি প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সহযোগিতা পায়। প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে একথা বলেন প্রদেশ কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি গোপাল রায়। তাই তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট না দিতে আহ্বান জানিয়েছে তিনি। গোপাল রায় আরো বলেন, রাজ্যে পরিসংখ্যান বেড়েছে অপরাধ মূলক ঘটনার। ২০১৮-২০ পর্যন্ত রাজ্যে অপরাধমূলক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ১৬,৭২৯ টি। এর মধ্যে খুন হয়েছে ৩৯৫ জন, খুনের চেষ্টা হয়েছে ৪৪১ জনকে, ধর্ষণের শিকার হয়েছে ২৬৪ জন, অপহরণ হয়েছে ৪৫৫ জন। অধিকাংশ মামলার কোনো তদন্ত হয়নি বলে অভিযোগ করেছেন গোপাল রায়। তাই উন্নয়নের স্বার্থে শুধুমাত্র কংগ্রেসের জনসমর্থন বাড়িয়ে তোলার আহ্বান করেছেন তিনি এদিন।

# তেলিয়ামুড়ায় দূর্ঘটনায় আহত যুবক

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** আবারো যান দুর্ঘটনা। হেলমেট বিহীন অবস্থায় দ্রুত গতিতে বাইক চালাতে গিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে আহত এক যুবক। ঘটনামঙ্গলবার বিকেল নাগাদ তেলিয়ামুড়া থানাধীন ইচারবিল স্কুল সংলগ্ন এলাকায়। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া-খোয়াই সড়ক ধরে তেলিয়ামুড়ার দিকে আসার পথে একটি বাইক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। দুর্ঘটনায় বাইকের চালক ছিটকে পড়ে রাস্তার পাশে এবং আহত হয়। আহত যুবকের নাম আশীষ রুপিনি। পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া দমকল বাহিনীর কর্মীরা দুর্ঘটনার খবর পেয়ে আহত যুবককে উদ্ধার করে নিয়ে আসে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। বর্তমানে আহত যুবকের চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে।।

# পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণে দুর্নীতির অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** জলের ট্যাংক নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে নির্মাণ করায় ক্ষুব্ধ ছাত্র-ছাত্রীরা। ঘটনা মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে।দাবি ছাত্র-ছাত্রীদের জলের ট্যাংক নির্মাণ কাজের সঠিক তদন্তের। তবে সুষ্ঠু তদন্ত হলে বেরিয়ে আসতে পারে বড় ধরনের রহস্য। জানা যায়, তেলিয়ামুড়া বিদ্যালয় পরিদর্শক অধীন মাইগঙ্গা সুকান্ত দ্বাদশ শ্রেণীর বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল পরিশ্রুত পানীয় জলের জন্য একটি স্থায়ী জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি অনুসারে তেলিয়ামুড়া আর.ডি ব্লকের উদ্যোগে জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণ কাজের বরাত দেওয়া হয়। সেই বরাত অনুসারে বিগত এক মাস পূর্বে নির্মাণ কাজে হাত দেয় জনৈক্য ঠিকাদার। অভিযোগ নির্মাণ কাজের শুরু থেকেই নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে কাজ অভিযোগ রয়েছে একাংশ ছাত্র-ছাত্রীদের।অভিযোগ, স্কুলের পুরনো গিলের রড গুলি জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। এদিকের বিদ্যালয়ের কর্তব্যরত শিক্ষক সম্পূর্ণ বিষয়টি অস্বীকার করেছে। যদিও উনার দাবি বিদ্যালয়ের জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণের যে রড ব্যবহার করা হয়েছে তা পুরাতন এবং অন্য কোন কাজে স্থল থেকে নিয়ে এসে ব্যবহার করা হয়েছে। এদিকে স্কুল পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রীদের অভিমত পানীয় জলের ট্যাঙ্ক নির্মাণে নিম্নমানের কাজ এবং দুর্নীতির ফলে যে কোনো সময় ভেঙ্গে যেতে পারে পানীয় জলের ট্যাংকটি। ছাত্র-ছাত্রীদের দাবি উক্ত বিষয়টি যেন সংশ্লিষ্ট দপ্তর গুরুত্বসহকারে নজরে আনেন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

মঙ্গলবার দুপুরে ভারত সরকারের সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনস্থ 'সেন্টার ফর কালচারাল রিসোর্সেস অ্যান্ড ট্রেনিং'(সি.সি.আর.টি) এর চেয়ারপার্সন ডক্টর হেমলতা.এস.মোহন সচিবালয়ে ত্রিপুরা সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর সাথে সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকারে মিলিত হন। উভয়ের মধ্যে আগরতলায় সি.সি.আর.টি-এর একটি শাখা স্থাপন করা নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয়।

# খোয়াই জুড়ে উন্নয়ন হয়নি, অভিযোগের কাঠগড়ায় শাসক-বিরোধী উভয়ই

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** রাজ্যের সাধারণ জনগণ বহু আসা এবং প্রত্যাশা নিয়ে দীর্ঘ ২৫ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছে। নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সরকার গঠন করেছিল কিন্তু চার বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সাধারণ সমস্যাগুলি বহুলাংশে সমাধান করতে পারেনি। ভিশন ডকুমেন্ট গাদাগাদা প্রতিশ্রুতি থাকলেও প্রতিশ্রুতি বিন্দুমাত্র পালন করা হয়নি। যে জায়গায় মন্ত্রীরা ঢাকঢোল পিটিয়ে বলছে ৮০ শতাংশ কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রাম পাহাড়ের গেলে দেখা যায় এর অন্যরূপ চিত্র। গত চার বছর ধরে খোয়াই ব্লক এলাকার গ্রামীণ সড়ক গুলো সংস্কার হয়নি। যার ফলে অনেক এলাকার রাস্তা এখন বিপদ জনক অবস্থায় আছে। রাস্তা সংস্কার না হওয়ায় এলাকার নাগরিক দের প্রচন্ড দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। একাধিক রাস্তায় যান চলাচল খুবই ঝুকিপূর্ন।

খোয়াই আর. ডি ব্লকের অন্তর্গত দক্ষিণ সিঙ্গি ছাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে এক নম্বর ওয়ার্ডটি নানান সমস্যায় জর্জরিত। এলাকাটির বেশিরভাগ অংশ টিলাভূমি হওয়ার কারণে সেখানে পানীয় জলের নিত্যদিনের সমস্যা দীর্ঘ প্রায় কয়েক যুগ ধরে। এলাকাটিতে প্রায় দুই শতাধিক লোকের বাস এখানে জলের কল বসানো হলেও উঁচু টিলার জন্য জলের লেয়ার ক'দিন বাদেই চলে যায় ফলে পানীয় জল পৌঁছে দেবার একমাত্র মাধ্যম হল পাইপলাইন। তৎকালীন বাম সরকারের আমলে পানীয় জল পৌঁছে দেওয়ার জন্য ও বৈজ্ঞানিক ভাবে পাইপলাইন বসিয়েছিল তার ফলে উঁচু অংশগুলোতে জল গিয়ে পৌঁছায় না। পাইপ লাইনের মাধ্যমে শিঙিছড়া বেলতলী থেকে ওই অংশের জলের সংযোগ দেওয়া হয় প্রতি বাড়ি বাড়ি ফলে কিন্তু বর্তমান সরকার আসার পর আবারো অবৈজ্ঞানিক ভাবে বাড়ি বাড়ি সংযোগ দেওয়ায় পুরনো যেসব বাড়ি গুলিতে জল যেত সেই বাড়িগুলোতে আর জল গিয়ে পৌছায়না অত্যাধিক বেশি সংযোগ দেওয়ার ফলে। যদিও ওই এলাকায় একটি জলের জন্য ডিপ টিউবওয়েল বসানো হয়েছে কিন্তু এটির সংযোগ কবে নাগাদ দেয়া হবে তার কোন হদিস মিলছে না। ওই এলাকার দীর্ঘদিন ধরে জলের সমস্যা সাধারণ জনগণের।

পাশাপাশি দক্ষিণ সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নাম্বার ওয়ার্ডের দুটি রাস্তা প্রধান সড়কের সাথে যুক্ত করেছে। রাস্তাটির বেহাল অবস্থা একটি রাস্তা মূলত সিঙ্গিছড়া প্যাক্স বাজার সংলগ্ন এলাকা থেকে আচার্জী পাড়া পর্যন্ত অপর রাস্তাটি দক্ষিণ সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ভৈরব বটগাছ থলি পর্যন্ত। এই রাস্তাটি দক্ষিণ সিঙ্গিছড়া গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে ১০ থেকে ১৫ হাত দূর পর্যন্ত হবে কিন্তু সবকিছু দেখেও নিশ্চুপ। জনগণ এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি ঘোড়া নিয়ে চলা তো দূরের কথা হেঁটে পেরোনো দুষ্কর। এই ইট সলিং সড়কটি এখন বেহাল দশায় ধুঁকছে। গুরুত্বপূর্ণ সড়কটির জীর্ণ আর ভগ্নদশার কারণে মানুষের ভোগান্তি আর দুর্ভোগের শেষ নেই। পুরো রাস্তাটি যন্ত্রনা দিয়ে মারছে সাধারণ মানুষজনকে।সেই যে কবে সংস্কার হয়েছিল সড়কটির, তা মনে করতে পারছেন না ভুক্তভোগী মানুষেরা।গত চার বছরেরও বেশী সময় ধরে সড়কটির কোন সংস্কার নেই। সড়কের অনেক জায়গায় ইট উঠে গেছে।রাস্তার মাঝে মাঝেই বিরাট বিরাট গর্ত।বর্ষার বৃষ্টিতে জলকাদায় একাকার। ভেঙে যাচ্ছে অনেক স্থানে।কিন্তু সামান্যতম কোন মেরামতি বা সাড়াইয়ের উদ্যোগ নেই। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র সেজে বসে আছে পনায়েত সহ পঞ্চায়েত সমিতি আর জেলা পরিষদের। কারোরই কোন বিন্দুমাত্র হেলদোল নেই। খোয়াই ব্লকও নীরব দর্শক।কবে জানি ঘুচবে সড়কের জীর্ণদশা! তা জানে না কেউ। সেটাই জিজ্ঞাসা সবার।মানুষ ভুগে মরছে, জীবন যন্ত্রনার শিকার হচ্ছে, জীর্ণদশার রাস্তাটি দিয়ে চলাচল করাই ঝুঁকিপূর্ণ, যান চলাচল বন্ধ হওয়ার উপক্রম, এরপরেও কেন ভগ্নদশার সড়কটির কোন মেরামতি নেই? সেটাই এখন প্রশ্ন।মডেল রাজ্যের হীরার শাসনে একটি সড়ক বেহাল দশায় মানুষের দুর্দশা বাড়ালেও সরকারের সম্বিত ফেরেনা।এটাই যেন এখন দস্তুর।

# উপনির্বাচন ঃ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক রিটার্নিং অফিসারদের

**নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ জুন।।** ২৩ জুন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ৬ আগরতলা ও ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচন। এই উপনির্বাচনকে সামনে রেখে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে সকল ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। নির্বাচনকে শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে মঙ্গলবার আগরতলা পুর নিগমের কনফারেন্স হলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করেন ৬ আগরতলা ও ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের দায়িত্বে থাকা রিটার্নিং অফিসার অসিম সাহা এবং শৈলেশ কুমার যাদব।

বৈঠকে উপ নির্বাচনের বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অবগত করেছেন রিটার্নিং অফিসাররা। এক সাক্ষাৎকারে রিটার্নিং অফিসার অসিম সাহা জানিয়েছেন ৬ আগরতলা ও ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনকে সামনে রেখে বুধবার ও বৃহস্পতিবার বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ইভিএম মেশিন কমিশনিং করা হবে। উমাকান্ত অডিটোরিয়ামে এই কমিশনিং-এর কাজ করা হবে। এছাড়াও এই বছর নতুন করে ৮০ বছর কিংবা তার বেশি বয়স্ক ভোটার এবং দিব্যাঙ্গন ভোটারদের ভোট বাড়ি বাড়ি গিয়ে পোস্টাল ব্যালটে করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই মোতাবেক ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ভোটারদের বাড়ি বাড়ি ফর্ম পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। সেই ফর্ম পুনরায় সংগ্রহ করা হয়েছে। ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্র থেকে ৩৯০ জন নাগরিক ফর্ম জমা দিয়েছেন। এবং ৬ আগরতলা কেন্দ্র থেকে ২৯১ জন ভোটার এই ফর্ম জমা দিয়েছেন। এই ভোট কি ভাবে করানো হবে সেই বিষয়ে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের অবগত করা হয়েছে। এই ভোট করানোর জন্য পুলিং পার্সনের দুই জনের টিম থাকবে। তার সাথে ভিডিও ক্যামেরা, পুলিশ ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা থাকবেন। ৬ আগরতলা কেন্দ্রের জন্য এই ধরনের ৯ টি টিম রয়েছে। এবং ৮ নং টাউন বড়দোয়ালি বিধানসভা কেন্দ্রের জন্য ১০ টি টিম রয়েছে। ১৭ ও ১৮ জুন সকাল ৮ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত এই ভোট করানো হবে বলেও জানিয়েছেন অসীম সাহা।

# রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত যুবরাজনগর বিধানসভা কেন্দ্র

**নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৪ জুন।।** এবার রাজনৈতিক সন্ত্রাসে উত্তপ্ত উত্তরের ৫৭ যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্র। সম্প্রতি উপনির্বাচনকে সামনে রেখে চারটি বিধানসভা কেন্দ্রে সবকটি রাজনৈতিক দলই মাঠে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তারমধ্যে উত্তর জেলার ৫৭ যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্রেও হচ্ছে উপ ভোট। আর এই কেন্দ্রে মূল লড়াই হচ্ছে শাসক দল বিজেপি বনাম সিপিআইএম দলের মাঝে। যদিও কংগ্রেস, তৃনমূল কংগ্রেস ও আমরা বাঙালি দল তাদের প্রার্থী দিয়েছে। বিজেপি সিপিআইএম এই দুই দল ছাড়া বাকি দলগুলি ছন্নছাড়া ভাবেই প্রচার করছে।তবে মঙ্গলবার ২০ নং বুথের কালিকা পুর এলাকায় রাজনৈতিক সন্ত্রাস তীব্র উত্তেজনা ছড়ায়। জানা যায়, এদিন দুপুর দুটো নাগাদ ২০ নং বুথে সিপিআইএম কর্মী সমর্থকরা বাড়ি বাড়ি প্রচারে বের হলে বিজেপি নামধারী এক দল যুবক বাইকে চেপে এসে তাদের প্রচারে বাধা দেয় ও মারধর করে বলে অভিযোগ।তাতে সিপিআইএম দলের এক কর্মী সমর্থক সহ সিপিআইএম প্রার্থী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ আহত হন। পরবর্তীতে বিজেপির ২০ নং বুথ অফিসে ঢুকে এই মারধরের প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ জানান বাম নেতা-কর্মীরা।তাতে করে পরিস্থিতি খানিকটা উত্তপ্ত হয়ে উঠে। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের তৎপরতায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।এদিকে বিজেপি দলের অভিযোগ, তাদের দলীয় অফিসে ঢুকে সিপিআইএম প্রার্থী শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথের নেতৃত্বে একদল সিপিআইএম কর্মীরা বিজেপি কর্মীদের মারধর করেছে।তাতে বুথ সভাপতি সঞ্জয় দত্ত গুরুতর ভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছেন।তবে উভয় দলের বক্তব্য অনুযায়ী তারা পুলিশ প্রশাসনের শরনাপন্ন হয়েছেন।বর্তমানে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে উত্তপ্ত গোটা যুবরাজ নগর বিধানসভা কেন্দ্র। যেকোনো সময় বড় ধরনের ঘটনা সংঘটিত হবার প্রবল আশঙ্কা রয়েছে। মোতায়েন করা হয়েছে বিশাল পুলিশ ও আধাসামরিক বাহিনী।

# গাছের ঢাল ভেঙে পড়ে গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

**নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ জুন।।** জুম চাষের ক্ষেত্রে জুম চাষ করতে গিয়ে গাছের ডাল ভেঙ্গে শরীরে পড়ে যাওয়ায় গুরুতর আহত এক ৬০ বছরের ব্যক্তি সোমবার বিকেলে। ঘটনার তেলিয়ামুড়া মহাকুমার মুঙ্গিয়াকামী আরডি ব্লক এর অধীন হলুদিয়া এ ডি সি ভিলেজের হলুদিয়া এলাকায়। বর্তমানে তার চিকিৎসা চলছে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে। সংবাদে জানা যায় মুঙ্গিয়াকামি আর ডি ব্লকের অধীন হলুদিয়া এডিসি ভিলেজের হলুদিয়া এলাকার বাসিন্দা লক্ষীরাম দেববর্মা বাড়ির টিলা জমিতে যায় জুম খেতে ফসল রোপণ করে। সোমবার সকাল থেকেই পরিবারের লোকজনদের নিয়ে জুম খেতে রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচর্যার জন্য যায়।সে সময় আচমকা বিশাল আকার একটি গাছের ডাল তার উপরে ভেঙ্গে পরে। সঙ্গে সঙ্গেই লক্ষ্মীরাম দেববর্মা গুরুতর আহত হয়ে পড়ে। এদিকে জানা গেছে হলুদিয়া এলাকা থেকে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে রাস্তাঘাটের সমস্যায় জর্জরিত। জুম খেত থেকে লক্ষীরাম চাঙ্গারি বানিয়ে দীর্ঘ পথ পায়ে হেঁটে বাহাদুর সরদারপাড়া আসতে হয়েছে। সেখান থেকে গাড়ির মাধ্যমে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক তার অবস্থা গুরুতর হওয়াতে তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এদিকে জানা গেছে, একদিকে যেমন জুমিয়া পরিবার অন্যদিকে অর্থের সংকট রয়েছে। পরে অবশ্যই তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায় পরিবারের লোকেরা।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।